ভাষার ইতিহাস

প্রথম পর্ব্ব

ভাষার ইতিহাস

—প্রথম পর্ব্ব—

শ্রীমুরারি মোহন সেন, এম. এ
(বাঙ্‌লা ও সংস্কৃত, স্বর্ণপদক প্রাপ্ত), কাব্য-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

এস্‌ ব্যানার্জি এণ্ড কোং
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট • কলিকাতা ৯

প্রকাশক :
শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৬ নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

পরিবেশক :
বামা পুস্তকালয়
১১ এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ :
জুন, ১৯৬৩

মূল্য :
ছয় টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীবিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
তারকনাথ প্রেস
২ নং শিবদাস ভাদুড়ী স্ট্রীট
কলিকাতা ৪

স্বর্গত পিতৃদেব
কবি মনোমোহন সেনের
পুণ্যস্মৃতির
উদ্দেশ্যে

—*—

ভূমিকা

[এক]

'ভাষার ইতিহাস' গ্রন্থের উদ্দেশ্য মধ্য ভারতীয় আর্য্যভাষা এবং নব্য ভারতীয় আর্য্যভাষারূপে বাংলা ভাষার আলোচনা। মধ্যভারতীয় আর্য্যভাষা বলিতে আমরা বুঝি পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ। প্রথম পর্ব্বে থাকিবে পালি-প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ—দ্বিতীয় পর্ব্বে থাকিবে নব্যভারতীয় আর্য্যভাষা—বাঙ্‌লা ভাষার ইতিহাস।

বাঙ্‌লা এম. এ. পরীক্ষার্থীদের এই কয়টি ভাষা আয়ত্ত করিতে হয়। কিন্তু এই ভাষাশিক্ষা সম্পর্কে যে বইগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহাদের সবগুলিই দুর্লভ। কয়েকটি সুলভ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহারা নির্ভরযোগ্য নহে। ফলে বাঙ্‌লার এম. এ. পরীক্ষার দ্বিতীয়পত্র এখনও ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটি বিভীষিকা!

প্রায় আঠারো বছর আগে আমি যখন মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজের অধ্যাপক ছিলাম—তখন এই গ্রন্থের পরিকল্পনা আমার মনে জাগিয়াছিল। তখন স্থির হইয়াছিল যে গ্রন্থের প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন প্রকাশক বন্ধু ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দীর্ঘকালের মধ্যে দেশের বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গত হইয়াছেন—কর্ম্মব্যপদেশে আমিও কলিকাতায় আসিয়াছি। কিন্তু কালের ব্যবধানে সঙ্কল্পের মৃত্যু হয় নাই—বঙ্গবাসী কলেজের বাঙ্‌লা এম. এ. বিভাগে ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপনা করিতে করিতে সেই সঙ্কল্প সুদৃঢ় হইয়াছে—এইমাত্র।

যেদিন জানিতে পারিলাম প্রকাশক সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্গত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রজ, তখন তাঁহার কাছে আমার প্রাচীন পরিকল্পনার কথা বলিলাম—তিনি উৎসাহ প্রকাশ করিলেন—আমার গ্রন্থরচনাও সমাপ্ত হইল।

কিন্তু এই গ্রন্থ কিছুতেই প্রকাশিত হইত না যদি বন্ধুবর অধ্যাপক হেরম্ব চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমার পাশে আসিয়া না দাঁড়াইতেন। রচনার পদে পদে আমি জটিল বিষয়গুলি লইয়া তাঁহার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করিয়াছি—সংশয়স্থলে নিজের মত গঠন করিয়াছি। হেরম্ববাবু আজীবন বিভিন্ন বিষয়ে যে

গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞান আহরণ করিয়াছেন তাহার মধ্যে আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা তিনি রক্ষা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ রচনায় তিনি আমাকে দূর হইতে নির্দ্দেশ দেন নাই—পাশে দাঁড়াইয়া আমাকে পরিচালিত করিয়াছেন। ধন্যবাদ দিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিতে চাহি না। ছাত্রজীবনে পাশের তালিকাতেও আমাদের দুইটি নাম পাশাপাশি থাকিত—বহুকাল পরে আবার মুক্ত বেণী যুক্ত হইয়াছে, হেরম্ববাবু আমার সঙ্গে একটি কাজের মধ্যে মিলিত হইয়াছেন।

বাঙ্‌লাদেশে পালি-প্রাকৃতের আলোচনা হয় নাই বলিলেই চলে। ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ের 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে পালি-প্রাকৃতের আলোচনা অতি সামান্য অংশ অধিকার করিয়াছে। A. C. Woolner মহাশয়ের 'An Introduction to Prakrit' এখন আর মুদ্রিত হয় না। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের 'পালি প্রকাশ' ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন সাধন করে না। Muller এর Pali Grammar-ও সহজলভ্য নহে।

কেবলমাত্র উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব নহে—পালি-প্রাকৃত অধ্যয়নে ছাত্রছাত্রীদের আর একটি বাধা—Roman Script; পাঠ্যপুস্তক রোমান হরফে ছাপা বলিয়াই তাহারা পদে পদে বাধা পায়—অথচ ভারতীয় ভাষায় রোমান হরফের আমদানী সর্ব্বতোভাবে যুক্তিহীন। অন্য কোন দেশে পালি সাহিত্য রোমান হরফে মুদ্রিত হয় না—সেই দেশীয় লিপিতেই মুদ্রিত হইয়া থাকে। ডক্টর সুনীতি কুমার একদিন এই হরফের সমর্থনে বলিয়াছিলেন—Sentiment ছাড়া ইহার বিরুদ্ধে আর কোন যুক্তি নাই।

কিন্তু Sentiment কি তুচ্ছ করিবার যোগ্য ?

[দুই]

বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা মনে রাখিয়াও একথা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে বাঙ্‌লা দেশে পালি-প্রাকৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সুব্যবস্থা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরেও কোন সঙ্গত ব্যবস্থা আছে কিনা জানি না। এই অবস্থায় আমাকে গ্রন্থ রচনার প্রতিমুহূর্ত্তেই ছাত্রছাত্রীদের কথা ভাবিতে হইয়াছে। সেইজন্য অযথা পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছি—যথাসাধ্য বিষয়গুলি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। যাহাতে ছাত্রছাত্রীদের মনে পালি ও প্রাকৃত ভাষা সম্পর্কে ভীতি দূর হয় এবং একটি সুস্পষ্ট সংস্কার গড়িয়া ওঠে—সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছি এবং সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করিতে

দ্বিধা করি নাই। পালি ও প্রাকৃতের আলোচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে—

১। A Simplified Pali Grammar—E. Muller
২। পালিপ্রকাশ—বিধুশেখর শাস্ত্রী
৩। Introduction to Prakrit—A. C. Woolner
৪। Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan—Dr. Sukumar Sen
৫। A Comparative Grammar of the Prakrit Language—Dr. D. C. Sarkar
৬। Origin and Development of Bengali Language—Dr. S. K. Chatterjee

ইহা ছাড়া অন্যান্য বহু গ্রন্থ হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়াছি—বাহুল্যবোধে উল্লেখ করিলাম না।

গ্রন্থ রচনা করিতে গিয়া বুঝিয়াছি—পালি ও প্রাকৃত ভাষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনার এখনও অভাব রহিয়াছে। যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদের নির্দেশও বহু ক্ষেত্রে সংশয় নিরসন করিতে অক্ষম। এইজন্য রচনার কাজে অগ্রসর হইতে গিয়াও আমি অস্বস্তি ভোগ করিয়াছি।

অস্বস্তি ভোগ করিবার কারণ এই—সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়া কথা বলিতে পারেন, ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশ বিরল হইয়া আসিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র একদা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—'আমি কুলিমজুরের মত কাজ করিয়া গিয়াছি; কই, এ পথে তো বীর সেনাপতিদের আসিতে দেখিলাম না।' ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও এই উক্তি প্রযোজ্য।

আমার এক ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বন্ধুর কথা জানি। কোথাও তিনি হার মানিতেন না। কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি জানিতে চাহিলে তিনি একটি উদ্ভট শব্দ উচ্চারণ করিতেন—সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইতেই স্মিত হাস্যে বলিতেন—'বেদে আছে!' বেদে যথার্থই আছে কিনা তাহা না জানিতে পারিলেও তৃপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতাম!

আজ বুঝিতেছি—'বেদে আছে' কথাটির অর্থ গোঁজামিল। এই গোঁজামিলের অরাজকতা আজ শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বত্র বিরাজমান। তবে এই গোঁজামিল দিবার অধিকার সকলের থাকে না।

[তিন]

আজ এই গ্রন্থ প্রকাশের মুহূর্ত্তে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি 'শিক্ষাভারতী' কলেজের বাঙলা এম. এ. ছাত্রছাত্রীদের কথা। এই সকল অনুসন্ধিৎসু ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞাসাই আমাকে প্রতি মুহূর্ত্তে সতর্ক রাখিয়াছে—তাহাদিগকে বুঝাইতে গিয়াই বিষয়গুলি আমাকে নতুন করিয়া বুঝিতে হইয়াছে।

অসাধারণ মমতার সঙ্গে শ্রীনিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই গ্রন্থের প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে সকৃতজ্ঞ প্রীতি নিবেদন করিতেছি।

আজ যাঁহার পরিকল্পনা সার্থক হইতে চলিয়াছে—আমার প্রথম প্রকাশক স্বর্গত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বেদনার্দ্র হৃদয়ে স্মরণ করি। আর সেই পরিকল্পনা যিনি সার্থক করিয়াছেন—প্রকাশক বন্ধু সেই সুধীরবাবুকেও অভিনন্দন জানাই।

রথযাত্রা, ১৩৭০
জোড়াসাঁকো
কলিকাতা

শ্রীসুকুমারী সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

মধ্যভারতীয় আর্য্য

[পালি]

প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল আনুমানিক ষষ্ঠ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে। অশোকের সময় পর্য্যন্ত (খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত প্রাকৃতের কোন নিদর্শন আমরা পাই নাই। অশোকের অনুশাসনগুলিই প্রাকৃতের প্রাচীনতম নিদর্শন।

পালি ভাষার উদ্ভব

অশোকের অনুশাসনগুলিতে সেই যুগের চারিটি উপভাষার পরিচয় পাওয়া যায়—

(ক) উত্তর-পশ্চিমা (খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা শাহবাজগঢ়ী ও মানসেরা অনুশাসন)

(খ) দক্ষিণ-পশ্চিমা (গির্ণার অনুশাসন)

(গ) প্রাচ্যমধ্যা (কালসী ও অন্যান্য ছোট ছোট অনুশাসন)

(ঘ) প্রাচ্যা (ধৌলী ও জৌগড় অনুশাসন)।

ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমার সঙ্গে বৈদিক সংস্কৃতের সাদৃশ্য রহিয়াছে। পরবর্ত্তী অনুশাসনগুলিতে চারটি উপভাষার সূক্ষ্ম ভেদ লুপ্ত হইয়া তিনটিতে দাঁড়াইয়াছে—(ক) উত্তর-পশ্চিমা, (খ) মধ্যদেশীয় ও (গ) প্রাচ্য। ভাষার ইতিবৃত্ত গ্রন্থে ডক্টর সুকুমার সেন বলিয়াছেন—"দক্ষিণ-পশ্চিমা ও প্রাচ্যমধ্যার মিশ্রণে (সম্ভবত উজ্জয়িনী অঞ্চলে) গড়া পালি পুরাপুরি, ধর্ম্ম-সাহিত্যের ভাষা।"[১] তাঁহার 'Comparative Grammar of the Middle Indo Aryan' গ্রন্থেও এই মতই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।[২]

O. D. B. L. গ্রন্থে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"পালি শৌরসেনীর প্রাচীন রূপের ভিত্তিতে গঠিত একটি মধ্যদেশীয় ভাষা—তবে

১। ভাষার ইতিবৃত্ত পৃঃ ৮৮

২। "In Pali we find a complete, though artificial sythesis of the Central and the Eastern, the Central dialect predominating", (Comparative Grammar of the middle Indo Aryan, Page 4)

ইহাতে মাগধী প্রাকৃতের উপাদানও মিশ্রিত রহিয়াছে।"[৩] তাঁহার বক্তব্য মোটামুটি এই—"বুদ্ধদেব প্রাচ্য প্রাকৃতে (মাগধীতে) ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশগুলি অশোকের পরে একটি মধ্যদেশীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল—অনুবাদের সময় মূল ভাষার (প্রাচ্য বা মাগধী) কিছু কিছু উপাদানও তাহাতে আসিয়া গিয়াছে।"

বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গেলে দুইজন ভাষাতাত্ত্বিক এক কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ব্যাখ্যায় পালি ভাষার স্বরূপ লক্ষণটি পরিস্ফুট হয় নাই। পালি ভাষার গঠন বুঝিতে হইলে যে পরিবেশে যে-ভাবে পালির জন্ম হইয়াছিল তাহা অনুধাবন করা আবশ্যক।

বৈদিক আর্য্যভাষার (প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য) দুইটি রূপ ছিল—একটি সাহিত্যিক, অপরটি মৌখিক। সাহিত্যিক ভাষায় রচিত হইয়াছিল বেদ, উপনিষদ ও ব্রাহ্মণ। মৌখিক ভাষা পরিবর্ত্তন ধর্ম্মের নিয়ম অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং অঞ্চলভেদে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। এই বৈদিক কথ্যভাষার উপাদান লইয়াই একটি নূতন সাহিত্যিক ভাষার (Literary Speech) সৃষ্টি হইয়াছিল—তাহার নাম পালি। বৈদিক কথ্যভাষার সঙ্গেই পালির আত্মীয় সম্পর্ক রহিয়াছে—পাণিনি নির্ম্মিত লৌকিক সংস্কৃতের সঙ্গে নহে।

পালি ভাষা
সাহিত্যের ভাষা
Literary Speech

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডক্টর সুকুমার সেন—দুইজনেই এই মত সমর্থন করিয়াছেন যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের পূর্ব্বেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত প্রাকৃতের উপাদান লইয়া একটি সর্ব্বভারতীয় এবং সর্ব্বজনবোধ্য ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল।[৪] প্রকৃতপক্ষে এই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল অশোকের (অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকের) পূর্ব্বেই। কিরূপে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

বুদ্ধদেব সমগ্র ভারতে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন—সমগ্র ভারতে বহু শিক্ষাকেন্দ্র এবং সংঘ ধর্ম্মীয় প্রয়োজনেই স্থাপিত হইয়াছিল। এইরূপে কাশী, কোশল,

৩। ..."A Western Dialect, undoubtedly that of the midland (an old form of Saurasenî) O. D. B. L Page 57.

৪। "By the end of the 1st Century B. C. there was established a Pan-Indian form of M. I. A. in administrative use as well as in literature". Comparative Grammar of Middle Indo Aryan—Dr. Sukumar Sen Page 4. "A Koine akin to Pali of the Buddhist documents was established as early as the beginning of the 2nd Century B. C." O. D. B. L Page 57.

বৈশালী, কুশীনারা, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন প্রভৃতি অঞ্চলে বহু সংঘারাম গড়িয়া ওঠে। এই সকল স্থানে যাতায়াতের কোন অসুবিধা ছিল না; তাহার কারণ, ইতিপূর্ব্বে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে দেশের সর্ব্বত্র যাতায়াতের জন্য পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাচীন পুঁথিতে এই বাণিজ্যপথের উল্লেখ রহিয়াছে—অবন্তী, কোসম্বী, সাবত্থী, বেসালি প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্য দিয়া এই পথ প্রসারিত ছিল। এই পথের মাধ্যমেই উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে একটা সহজ ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল।

বুদ্ধদেবের জীবৎকালে এবং তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরেই ভারতে যে সকল সংঘারাম গড়িয়া উঠিয়াছিল সেখানে যে সকল ভিক্ষু বাস করিতেন তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলবাসী বলিয়া বিভিন্ন প্রাকৃতে কথাবার্ত্তা বলিতেন। এই ভাবে সকলের পক্ষে সহজবোধ্য একটি সাধারণ ভাষা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল। ইহা ছাড়া বাণিজ্যব্যপদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাকৃত-ভাষাভাষী ব্যক্তিদের যে যোগাযোগ চলিতেছিল তাহার ফলেও ভাষাগত মিশ্রণ সম্ভব হইয়াছিল। সংঘের নিয়ম অনুযায়ী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এক স্থানে অধিকদিন বাস করিতে পারিতেন না—এই ভাবে একটি সংঘ হইতে অন্য সংঘে স্থানান্তরের ফলে বিভিন্ন প্রাকৃত একটা সাধারণ রূপ গ্রহণ করিতেছিল।

বৌদ্ধভিক্ষুগণ বিভিন্ন সংঘে 'উপোসথ' নামে যে সর্ব্বজনীন প্রার্থনার অনুষ্ঠান করিতেন তাহাতে বিভিন্ন অঞ্চলবাসী সংঘভিক্ষু এবং উৎসব উপলক্ষ্যে আগত অতিথি ভিক্ষুদেরও অংশ গ্রহণ করিতে হইত। সকলের পক্ষে সহজবোধ্য করিবার জন্য 'প্রার্থনা'র ভাষা বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃতের উপাদান লইয়াই রচিত হইত। এইভাবে প্রত্যেক বিহারে আঞ্চলিক প্রাকৃতের উপর ভিত্তি করিয়া একটি সাধারণ শিষ্টজনের ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল।

বাণিজ্য ও অন্যান্য উপলক্ষ্যে ইতিপূর্ব্বেই একটি সর্ব্বভারতীয় সাধারণ ভাষা (Lingua Franca) গড়িয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ বিহারে সেই ভাষা আরও অধিক পুষ্ট হইয়া সকলের গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠিল। মনে রাখিতে হইবে, মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, পৈশাচী বা মাগধী প্রাকৃত যে সকল অঞ্চলে কথিত হইত, বাণিজ্য-পথগুলি প্রসারিত ছিল সেই সকল অঞ্চলের মধ্য দিয়া। যে সর্ব্বভারতীয় ভাষার কথা বলা হইয়াছে তাহার উপর এই সকল প্রাকৃতের গভীর প্রভাব রহিয়াছে। এই সর্ব্বভারতীয় ভাষার নাম পালি এবং এইজন্যই পালিকে বলা হইয়াছে—Compromising

পালি ভাষা সমন্বয়ের ভাষা (Compromising Speech)

Speech ; কেন না বিভিন্ন প্রাকৃতের সঙ্গে খানিকটা 'আপোষ' করিয়াই এই ভাষা জন্ম পরিগ্রহ করে। প্রথম তিনটি বৌদ্ধধর্ম্ম মহাসভা (রাজগৃহে, বৈশালীতে ও পাটলিপুত্রে অনুষ্ঠিত) এই ভাষার গঠনে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছিল। এই ধর্ম্মসভাগুলিতে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়ই কোন বিশেষ অঞ্চলের প্রাকৃত নহে—বৌদ্ধবিহারগুলিতে ইতিমধ্যেই যে সাধারণ ভাষা পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল—সেই ভাষাই সভার আলোচনায় ও ধর্ম্ম বিশ্লেষণে প্রযুক্ত হইয়াছিল। এই ভাষাতেই বুদ্ধের উপদেশ ও বাণী অনূদিত হইয়াছিল—এবং এই সাহিত্যিক ভাষার নামই পালি। বুদ্ধের মূল উপদেশ প্রচারিত হইয়াছিল মগধ অঞ্চলে প্রচলিত প্রাচ্য (মাগধী) প্রাকৃতে—তাই অনুবাদের সময় মাগধী প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্যগুলিরও আংশিক ভাবে পালিতে অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল।

পালি ভাষা সাহিত্যের ভাষা—পালিভাষায় বুদ্ধদেবের বাণী ও উপদেশ অনূদিত হইয়াছিল অশোকের পরে—ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত ধর্ম্মানন্দ কোশাম্বী পালিকে বুদ্ধবাণীর রক্ষয়িত্রী ভাষা বলিয়া সুদৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। "অথো পালেদি রক্খেদীতি পালি।" বুদ্ধের উপদেশের তাৎপর্য্য যে ভাষায় পালন করা হইয়াছে তাহাই পালি। একথা ভুলিলে চলিবে না যে পালির জন্মকাহিনী সুরু হইয়াছিল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকের পর হইতেই।

পালি ভাষার উদ্ভব কিরূপে হইয়াছে তাহা আলোচিত হইল। ইহাতে বুঝা যাইবে যে শুধু মধ্যদেশীয় (শৌরসেনী) ও মাগধীর মিশ্রণেই পালির সৃষ্টি হয় নাই—ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন প্রাকৃত হইতেই পালি ভাষা তাহার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিল। কোন্ কোন্ প্রাকৃত হইতে পালি কি কি উপাদান গ্রহণ করিয়াছে তাহা প্রথমে বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ পালির সহিত অন্যান্য প্রাকৃতের কি সম্পর্ক—তাহাই এখন আলোচনার বিষয়। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আরও দুইটি কথা বলিয়া লওয়া দরকার। প্রথম কথা, পালি ভাষার জন্মস্থান সম্পর্কে। এই বিষয়ে বহু বিচিত্র ও উদ্ভট কল্পনার কথা শোনা যায়। কেহ বলিয়াছেন, পালি ছিল মগধের ভাষা, কেহ বলিয়াছেন পালির জন্মস্থান বিন্ধ্যপ্রদেশ, কেহ অনুমান করিয়াছেন পালির জন্মস্থান উজ্জয়িনী—কেহ মনে করেন পালির জন্মস্থান কলিঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে কোন বিশেষ অঞ্চলকে পালির জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে না—

পালি ভাষার জন্মস্থান (Home land)

পালি ভাষার সূতিকাগৃহ বৌদ্ধবিহারগুলি। দ্বিতীয় কথা এই, পালি সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম ভাষা নহে। অন্ততঃ প্রথম যুগে কৃত্রিম ছিল না। বৌদ্ধ বিহারে, বৌদ্ধ ধর্মসঙ্গীতিতে পালি ভাষাই কথাবার্ত্তার ভাষা হিসাবে প্রচলিত ছিল—অশোকের পরে ক্রমশ এই ভাষা সাহিত্যের ভাষারূপে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

পালি ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ: (Development of Pali as a literary speech)

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতক হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্য্যন্ত পালি ভাষা এবং সেই সঙ্গে পালি ভাষায় রচিত সাহিত্যও ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে। প্রধানত সাহিত্যের ভাষা ছিল বলিয়াই এই ভাষা কথ্য প্রাকৃতের মত পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হয় নাই।

মোটামুটি পালি ভাষা ও সাহিত্যের পাঁচটি স্তরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে:

১। গাথা সাহিত্যের যুগ—

বুদ্ধদেবের সময়ে প্রাচীন প্রাকৃত আখ্যানগুলি কবিতায় রচিত হইয়াছিল। এই স্তরের ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে বহু ব্যাকরণদুষ্ট পদ ও বাক্যের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া এই ভাষায় এমন অনেক অপ্রচলিত পদ রহিয়াছে যাহাদের সুস্পষ্ট অর্থ করা কঠিন। যেমন, 'পুত্তং মে নিক্খনং বনে' (আমার পুত্রকে বনে সমাহিত কর)। এখানে 'নিক্খনং' শব্দটি ব্যাকরণদুষ্ট—কেননা ইহা লোট মধ্যম পুরুষের একবচনের পদ নহে।

২। গদ্য মিশ্রিত গাথাকাব্যের যুগ—

দ্বিতীয় স্তরে গাথাগুলিকে ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে অথবা তাহাদের প্রসঙ্গ নির্দ্দেশ করিবার জন্য গাথাগুলির সঙ্গে গদ্যাংশ যুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। যেমন, "ইমা গাথা ভনং মারো অথা বুদ্ধস্স সন্তিকে"—এই গাথাগুলি বলিতে বলিতে মার বুদ্ধের নিকটে দাঁড়াইল।

৩। ত্রিপিটক সাহিত্যের যুগ—

খ্রীষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতকে অশোকের সময়ে পালি গদ্য ও পদ্য বহুলাংশে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্তরেই পালি ভাষা শিল্পশ্রী মণ্ডিত হইয়াছে। এই যুগের সাহিত্য 'ত্রিপিটক' (সুত্তপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধম্মপিটক)। ত্রিপিটকেই

পালি ভাষা সরল ও মার্জিত হইয়াছিল। ভাব ও বাক্যের পুনরাবৃত্তি এই যুগের ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৪। সংস্কৃত প্রভাবের যুগ—

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কনিষ্কের সময়ে মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে পালি গদ্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটিল। একমাত্র 'মিলিন্দ পণ্‌হ' পাঠ করিলেই এই সুগঠিত, মার্জিত ও সাবলীল গদ্যের পরিচয় মিলিবে। সংস্কৃত বাগ্‌ধারা ও প্রকাশভঙ্গীই এই গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দীর্ঘ সমাস-বদ্ধ পদও এই গদ্যের আর একটি লক্ষণ।

৫। টীকা ও ব্যাখ্যার যুগ—

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে এই টীকাগুলি রচিত হইয়াছিল প্রধানত দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চীপুরে ও সিংহলের অনুরাধাপুরে। সাহিত্য সমৃদ্ধ হইল বর্ণনাত্মক কাহিনীতে এবং সেই সঙ্গে ভাষা লাভ করিল মানব জীবনের সর্ববিধ ভাব ও ভাবনার প্রকাশ-শক্তি। এতকাল পালি ভাষা ছিল ধর্মীয় সাহিত্যে সীমাবদ্ধ—এই যুগে সেই বন্ধন আর রহিল না। অধ্যাত্ম ছাড়াও অন্যবিধ ভাবের বাহন হইল পালি ভাষা।

কথ্য প্রাকৃতের আশ্রয়েই পালি ভাষার পুষ্টি হইয়াছিল—প্রাকৃত যুগের অবসানে নব্যভারতীয় আর্য্যভাষাগুলির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পালি ভাষার বিকাশ স্তিমিত হইয়া আসিল। পালি ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক হইতেই লুপ্তপ্রায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পালি প্রাকৃত ও সংস্কৃত

পালিকে সমন্বয়ের ভাষা বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রাকৃত ও সংস্কৃতের সহিত পালি ভাষার সম্পর্ক আলোচিত হইল।

বুদ্ধদেবের সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতের যে বিভিন্ন রূপ প্রচলিত ছিল—সেইগুলিই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যীশুখ্রীষ্টের জন্মের কিছু পরে শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী, পৈশাচী প্রভৃতি প্রাদেশিক প্রাকৃতে পরিণত হইয়াছিল। এই সকল প্রাদেশিক প্রাকৃতের যে বৈশিষ্ট্য ছিল—তাহাদের মূল উদীচ্য, উত্তর-পশ্চিমা, মধ্যদেশীয় ও প্রাচ্য প্রাকৃতেও সেই সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকাংশই লক্ষিত হইত। এই সকল প্রাকৃত হইতে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য পালি গ্রহণ করিয়াছে তাহা নিম্নে আলোচিত হইল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিভিন্ন প্রাকৃতের বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করিয়াই পালি ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

(ক) পালি ও মহারাষ্ট্রী

মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে স্বর মধ্যবর্ত্তী ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, ব, য প্রভৃতি ব্যঞ্জন সাধারণতঃ লুপ্ত হইয়া থাকে। যেমন, সুকুমার > সুউমার, সাগর > সাঅর। পালি ব্যাকরণে এই জাতীয় লোপের বিধান নাই—কিন্তু কতকগুলি পালি শব্দে এই জাতীয় ব্যঞ্জন লোপের প্রভাব রহিয়াছে—যেমন, খনিক > খনিঅ; নিজ > নিঅ।

মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে স্বর মধ্যবর্ত্তী খ, ঘ, থ, ধ, ভ—এই পাঁচটি মহাপ্রাণ বর্ণ 'হ'-তে রূপান্তরিত হয়। যেমন, নাথ > নাহ। মহাপ্রাণ বর্ণের এই পরিবর্ত্তন কোন কোন পালি শব্দে লক্ষিত হইবে। যেমন, লঘু > লহু।

(খ) পালি ও শৌরসেনী

ত ও থ-এর দ ও ধ-এ পরিবর্ত্তন শৌরসেনী প্রাকৃতের একটি প্রধান লক্ষণ।

শৌরসেনী—অথ > অধ; গতো > গদো।

কোন কোন পালি শব্দে এই পরিবর্ত্তন দেখা যায়—যেমন, অনাথো > অনাধো (অনাথো), পালয়তি > পালেদি। শৌরসেনী প্রাকৃতে অঘোষবর্ণ ঘোষবৎ বর্ণ হইয়া থাকে। পালিতেও এইরূপ পরিবর্ত্তন হয়; যেমন,

মূক > মুগ ; কপি > কবি। প্রকৃত পক্ষে শৌরসেনী প্রাকৃতের সঙ্গে পালির সাদৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

পালি ভাষা সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। এই ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে শৌরসেনী প্রাকৃতের বিশেষ মিল রহিয়াছে। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পরে বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃতের উপাদান লইয়া যে সাধারণ ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার মূল ভিত্তি ছিল শৌরসেনী প্রাকৃত। শৌরসেনী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন শৌরসেনী অপভ্রংশ সাহিত্যিক ভাষারূপে সমগ্র পূর্ব্ব-ভারতে প্রচলিত ছিল। বাঙ্‌লা ভাষার উদ্ভবের যুগে বাঙ্‌লার উপর শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাবের কথা ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্বীকার করিয়াছেন।

(গ) পালি ও মাগধী

মাগধী প্রাকৃতের সহিত পালির বিশেষ সাদৃশ্য নাই। তবে মাগধী প্রাকৃতে র-স্থানে 'ল' হয়—জ্ঞ, ন্য, ণ্য এই তিনটি সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পরিবর্ত্তে ঞ্‌ঞ হয়। এই পরিবর্ত্তন পালিতেও দেখা যায়—

মাগধী—পুরুষঃ > পুলিশে ; প্রজ্ঞা > পঞ্‌ঞা ; রাজ্ঞা > লঞ্‌ঞা।

পালি—তরুণী > তলুনী ; প্রজ্ঞাবন্তঃ > পঞ্‌ঞাবন্তো।

(ঘ) পালি ও পৈশাচী

পৈশাচী প্রাকৃতে ঘোষবৎ বর্ণ অঘোষবর্ণে রূপান্তরিত হইয়া থাকে—যেমন, গগন > গকন ; রাজা > রাচা। পালিতে কোথাও কোথাও এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায়—যেমন, প্রাদুর্ভূত>পাতুভূতো > পাতুভূতো।

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে প্রাকৃতের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি পালি ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। শৌরসেনী প্রাকৃতের শ, ষ এর পরিবর্ত্তে কেবল 'স' হয়—পালিতেও তাই। পৈশাচী ছাড়া সকল প্রাকৃতে ন ণ হয়। পালিতে অবশ্য ণ, ন দুইই আছে—এ ব্যাপারে পালি সংস্কৃত বানান পদ্ধতি রক্ষা করিয়াছে। পালির স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ প্রাকৃতের মত—পালির সমীকরণ বিধিও তাই। অশোকের পূর্ব্ববর্তী কোন প্রাকৃতের নিদর্শন আমরা পাই নাই—পালি ভাষায় প্রাচীনতম প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্যই রক্ষিত হইয়াছে।

পালি ও সংস্কৃত

সংস্কৃত বলিতে অবশ্য আমরা বৈদিক সংস্কৃত ও লৌকিক সংস্কৃত—দুইই

বুঝিয়া থাকি। পালি ও সংস্কৃতের মধ্যে সাদৃশ্যের প্রশ্ন উঠিলে দেখা যাইবে—বৈদিক সংস্কৃতের সঙ্গেই পালির সাদৃশ্য বেশী—কেন না বৈদিক সংস্কৃতের কথ্যরূপ হইতেই প্রাকৃতের জন্ম এবং বিভিন্ন প্রাকৃতের উপাদান লইয়াই পালির সৃষ্টি। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে বৈদিক সংস্কৃতের সহিত পালির সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে।

(১) পালিতে বৈদিক মূর্দ্ধন্য ল (ল্ ḷ) বর্ণটি রক্ষিত হইয়াছে—এই বর্ণটি লৌকিক সংস্কৃতে নাই।

(২) নিমিত্তার্থে লৌকিক সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর তুমুন্ প্রত্যয় হয়—স গন্তুম্ ইচ্ছতি। পালিতেও তুমুন হয়—তবে পালি বৈদিক তবে, তুয়ে, তায়ে—এই নিমিত্তার্থক প্রত্যয়গুলিও গ্রহণ করিয়াছে। লৌকিক সংস্কৃতে এই প্রত্যয়গুলি নাই। মরিতুয়ে, গন্তবে, দাতবে, নেতবে।

(৩) অসমাপিকা ক্রিয়া (Gerund) গঠন করিতে হইলে 'ত্বা' প্রত্যয় ছাড়াও পালিতে ধাতুর উত্তর ত্বান, ও তুন প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয় দুইটি বৈদিক। দিত্বান, কাতুন।

(৪) ক্লীবলিঙ্গ অকারান্ত শব্দের বহুবচনে 'নি' যুক্ত হয়—যেমন ফলানি। বেদে এই সব ক্ষেত্রে 'আ' যুক্ত হয়—যেমন, ফলা। এই প্রয়োগ পালিতেও পাওয়া যায়।

(৫) তৃতীয়ার বহুবচনে 'এহি' ও 'এভি' যুক্ত শব্দরূপ পালি বৈদিক ভাষা হইতেই গ্রহণ করিয়াছে। যেমন, বুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি।

(৬) কর্তৃকারকের বহুবচনে 'আসে' বিভক্তি যুক্ত হয়—যেমন, ধর্ম্ম—ধর্ম্মাসে। ইহাও বৈদিক।

সংস্কৃতের সঙ্গে (বৈদিক ও লৌকিক) তুলনা করিলে দেখা যাইবে পালি স্বর ও ব্যঞ্জনের সংখ্যা কম। ঋ, ঌ, ঐ, ঔ প্রভৃতি স্বর এবং শ, ষ, ক্ষ এবং ঃ প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণ পালিতে লুপ্ত হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দ ব্যঞ্জনান্ত হইতে পারে কিন্তু পালিতে অন্ত্য ব্যঞ্জন লুপ্ত হইয়া যায়। গুণবান্ > গুণবা ; স্যাৎ > সিয়া। পালিতে দ্বিবচন লুপ্ত হইয়াছে। সংস্কৃতের ক্রিয়ার সকলপ্রকার কাল ও ভাব পালি ভাষায় রক্ষিত হয় নাই।

আরও কয়েকটি বিষয়ে পালি ভাষায় বৈদিক সংস্কৃতের প্রভাব লক্ষিত হইবে। সংক্ষেপে এই বৈদিক প্রভাবের কথা আলোচিত হইল।

১। সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব—

বৈদিক : রোদসীপ্রা > রোদসিপ্রা
অমাত্র > অমত্র
পালি : কার্য > কয্য।

২। সংযুক্ত বর্ণের একটিকে লোপ করিয়া পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বরের দীর্ঘীকরণ—

বৈদিক : দুর্লভ > দূডভ
পালি : কর্ত্তব্য > কাতব্ব।

৩। অব > ও ; অয় > এ

বৈদিক : শ্রবণা > শ্রোণা
অন্তরয়তি > অন্তরেতি
পালি : অবগাঢ় > ওগাঢ়
নয়তি > নেতি।

৪। স্বরভক্তি—

বৈদিক : তন্বঃ > তনুবঃ
স্বঃ > সুবঃ
স্বর্গঃ > সুবর্গঃ
পালি : ক্লেশঃ > কিলেসো।

৫। অনুস্বারের পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব—

বৈদিক : যুবাং > যুবং
পালি : মালাং > মালং
লতাং > লতং।

৬। অকারান্ত শব্দের বিসর্গ ওকার—

বৈদিক : সঃ + চিৎ > সোচিৎ
পালি : দেবঃ > দেবো।

আরও বহু বিষয়ে বৈদিক ভাষার প্রভাব পালির উপর পড়িয়াছে—কয়েকটি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করা হইল।

পালি ও বৌদ্ধ সংস্কৃত :

ভারতের যে অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের উদ্ভব হইয়াছিল সেই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল প্রাচ্য প্রাকৃত। এই দুই ধর্মাশ্রিত সাহিত্যের বাহন ছিল

প্রাচ্য প্রাকৃত কিংবা মধ্যদেশীয় প্রাকৃতের ভিত্তিতে গঠিত সর্ব্বভারতীয় সাধারণ ভাষা। পালি ও অর্দ্ধ-মাগধী কিছুকালের জন্য সংস্কৃতের বিস্তৃত প্রয়োগ ব্যাহত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সংস্কৃতই জয়ী হইয়া বৌদ্ধ ও জৈনদের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছিল।

বৌদ্ধগণ পালিগ্রন্থ রচনা ছাড়াও একপ্রকার সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্র ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতেন[১] ("From its very nature—a most artificial mix-up often with false Sanskritisation of Prakrit forms." O. D. B. L. Page 53)। ইহার ফলে এক অদ্ভুত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল—যাহার নাম 'গাথা', মিশ্র সংস্কৃত অথবা বৌদ্ধ সংস্কৃত (Mixed or Hybrid Sanskrit)। এই ভাষায় অনেক প্রাকৃত শব্দেরও সংস্কৃতায়িত রূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

উত্তর ভারতের বৌদ্ধ সম্প্রদায় ছিলেন মহাযান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। তাঁহারাই এই মিশ্র সংস্কৃত বা বৌদ্ধ সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনা করিতেন। দিব্যাবদান ও মহাবস্তু প্রভৃতি গ্রন্থে বৌদ্ধ সংস্কৃতের নিদর্শন পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ সংস্কৃত বা গাথা ভাষার উদাহরণ দেওয়া হইল—

১। অধ্রুবং ত্রিভবং শরদভ্রনিভং
নটরঙ্গসমা জগি জন্মি চ্যুতি[২]
গিরিনদ্যসমং[৩] লঘুশীঘ্রজবং
ব্রজতায়ু জগে যথ বিদ্যু নভে[৪] ॥

২। শুদ্ধা নদী গৌতম শীলতীর্থা
অনাবিলা সদ্ভিঃ সদা প্রশস্তা
যস্মিন্ হ্রদে দেবগণেহি স্নাতো
ওগাঢ়্গাত্রো প্রতরামি পারং ॥

মহাবস্তু এবং ললিতবিস্তরের ভাষা বৌদ্ধ সংস্কৃত হইলেও—এই দুইয়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্য রহিয়াছে। দুইটি নিদর্শনের সাহায্যে এই পার্থক্য পরিস্ফুট করা হইল—

১। খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যে।
২। সংস্কৃত-রূপ 'নটরঙ্গ সমং জগতি জন্ম চ্যুতিঃ'।
৩। গিরিনদীসমং'।
৪। ব্রজত্যায়ুর্জগতি যথা বিদ্যুৎ নভসি।

মহাবস্তু ঃ

সো দানি গ্রীষ্মাস্থ বর্ষাস্থ রাত্রিষু
বনাদ্ বনং ঈর্যসি চংক্রমন্তো
ওদাতশীতেন স্থখেন বারিণা
কো দানি তে স্নাপয়তে কিলন্তং।

ললিতবিস্তর ঃ

১। যে চোদেন্তী স্থরনরমহিতং
নিষ্ক্রম্যাহী অয়ু তব সময়ু।
২। পূর্বি তুভ্যং অয়ু কৃতু প্রণিধী।

ললিতবিস্তরের ভাষায় বহু ক্ষেত্রে এ > ই এবং ও > উ হইয়াছে এবং বিশেষ্যের বিভক্তি চিহ্ন লুপ্ত হইয়াছে—মহাবস্তু ও ললিতবিস্তরের ভাষায় এইটুকুই পার্থক্য।

M. Burnouf এবং ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে—বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে গাথা দেশ-ভাষা ছিল। সংস্কৃত হইতে গাথা, গাথা হইতে পালি হইয়াছে। এ মত অশ্রদ্ধেয়—গাথা লেখ্য ভাষাই ছিল।[৫] পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী বলিয়াছেন—"প্রাকৃত যখন চারিদিকে বিপুল বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সাধারণ সকলেই যখন প্রাকৃত ব্যবহার করিতেন, সেই সময়, সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার উদ্দেশ্যে প্রচলিত প্রাকৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া এইরূপ কবিতা রচিত হইয়াছে। সংস্কৃতের সহিত সম্মিলিত রহিয়াছে বলিয়াই গাথাকে কথ্যভাষা মনে করিবার কোন কারণ নাই।[৬]

প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতের সহিত সংস্কৃত মিশ্রিত করিবার কারণ—রচনাকে সকলের বোধগম্য করা, উচ্চভাষা সম্পর্কে সাধারণের রুচি সৃষ্টি করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাষার মাধুর্য্য সম্পাদন করা। প্রাকৃত ভাষার মাধুর্য্য সম্পর্কে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না।[৭]

৫। পালিপ্রকাশ পৃঃ ৪৮।

৬। ডক্টর সুকুমার সেন বলিয়াছেন 'এ ভাষার উৎপত্তি কথ্য সংস্কৃত হইতে (ভাষার ইতিবৃত্ত পৃঃ ৮৯)। বৈদিক সংস্কৃতের কথ্য রূপ ছিল। কিন্তু তাহা হইতে গাথা ভাষার উৎপত্তি হয় নাই।

৭। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য বাঙলা ও সংস্কৃত মিশ্রিত করিয়া আধুনিক যুগেও অনেক কবি রচনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়াছেন। বৈষ্ণব ও শাক্তপদের অনুরূপ ভঙ্গী দুর্লভ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় অধ্যায়

পালি ব্যাকরণের মূল সূত্র

প্রাচীন প্রাকৃতের উপাদান লইয়াই পালি ভাষা গঠিত হইয়াছিল—সুতরাং প্রাকৃতের প্রাচীন রূপ-বৈশিষ্ট্য অধিকাংশই পালি গ্রহণ করিয়াছে।

(ক) ধ্বনি পরিবর্ত্তন

১। সংস্কৃত ঋকারের উচ্চারণ পালিতে লুপ্ত হইয়াছে। ঐকারও লুপ্ত হইয়াছিল—অবশ্য সংস্কৃতেও কৢপ্‌ধাতুর কয়েকটি পদ ছাড়া ঌ কারের প্রয়োগ নাই। পালিতে ঋকারের পরিবর্ত্তে হইয়াছে অ (মৃত>মত ; কৃপণ> কপন) ; ই (ঋষি>ইসি ; তৃণ>তিণ) ; উ (মৃদু>মুদু ; বৃষভ>উসভ) ; এ (গৃহ>গেহ) ; র-রু (বৃক্ষ>রুক্‌খ ; বৃহৎ>ব্রহা)।

ঐ-ঔ—এই দুইটি স্বরধ্বনিও পালিতে নাই ; ঐকারের পরিবর্ত্তে হইয়াছে এ, ঔকারের পরিবর্ত্তে হইয়াছে ও ; তৈল>তেল্ল ; শৈল>সেল ; ঔষধানি> ওসধানি ; যৌবন>জোব্বন)।

২। সংযুক্ত ব্যঞ্জন ও অনুস্বারের (নিগ্‌গহীত) পূর্ব্বে দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বরে পরিণত হইয়াছে ; যেমন—কার্য>কয্য ; খাদ্য>খজ্জ ; লতাং>লতং।

অন্যান্য স্বর পরিবর্ত্তন অনেকটা অনিয়মিত (Arbitrary)।

অ = এ	অত্র>এথ ; শয্যা>সেজ্জা
= ই	কস্য>কিস্স
= উ	সত্ত>সত্তু
= ও	সর্ম্মষ>সম্মোস
আ = এ	প্রাতীহার>পাটিহের
ই = অ	পৃথিবী>পঠবী
= এ	বিশ্বভূ>বেস্সভু
= উ	গৈরিক>গেরুক
উ = ও	পুস্তক>পোথক।

এইরূপ অন্যান্য স্বরেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

৩। শ ষ স-এর মধ্যে একমাত্র 'স' পালিতে রক্ষিত আছে। ন এবং ণ দুইই আছে। বিসর্গ লুপ্ত হইয়াছে—'অ'কারের পরে বিসর্গ থাকিলে তাহা ওকারে পরিণত হইয়াছে, অন্য স্বরের পরে বিসর্গ থাকিলে তাহা লুপ্ত হইয়াছে।

ধর্ম্মঃ>ধম্মো ; অগ্নিঃ>অগ্‌গি।

পালিতে 'অয়'-স্থানে 'এ', 'অব'-স্থানে 'ও' হইয়াছে :

চিন্তয়তি > চিন্তেতি
নয়তি > নেতি
লবণং > লোণং
অবনতঃ > ওনতো।

৪। সমীকরণ (assimilation) : উচ্চারণের সুবিধার জন্য অসম যুক্ত বর্ণের সমীকরণ হইয়াছে। তগ্ন > তগ্‌গ ; রক্ত > রত্ত ; দুগ্ধ > দুদ্ধ।

৫। বিষমীভবন (Dissimilation) : পর পর একই ধ্বনি থাকিলে—একটিকে অন্য ধ্বনিতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। পিপীলিকা > কিপীলিকা ; ললাট > নলাট।

৬। Compensatory lengthening : একটি ব্যঞ্জন লুপ্ত হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের দীর্ঘীকরণ হইয়াছে :—অর্হৎ > অরহা ; পরিষৎ > পরিসা।

স্বর সন্ধিতে একটি স্বর লুপ্ত হইলে অন্যটির দীর্ঘীকরণ হয়—

সাধু + ইতি = সাধূতি ; দেব + ইতি = দেবাতি।

৭। বিপর্য্যাস (Metathesis) : একই শব্দে দুইটি বর্ণের স্থান পরিবর্তনের নাম বিপর্য্যাস। মশকা > মকসা ; রশ্মি > রংসি ; হ্রদ > রহদ > বাংলা দহ।

৮। স্বরভক্তি (Anaptyxis) : দুইটি ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি স্বরবর্ণের আগম—মহার্হ > মহারহ ; আর্য > অরিয় ; অম্ল > অম্বিল ; ক্লেশ > কিলেস।

৯। অনুস্বার ছাড়া সমস্ত পদান্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির লোপ :

কল্লাৎ > কপ্পা ; গুণবান্ > গুণবা ; তস্মিন্ > তম্হি।

১০। আদি বর্ণাগম (Prothesis) :

এই বর্ণ স্বর বা ব্যঞ্জন দুইই হইতে পারে।

স্ত্রী > ইত্থি ; চেৎ > সচে ; অন্তিকে > সন্তিকে।

১১। সমাক্ষরলোপ (Haplology) :

পাশাপাশি একই অক্ষর থাকিলে একটির লোপ—পবেসিস্‌সামি > পবিস্‌সামি।

১২। মূর্দ্ধন্যীভবন (Cerebralisation) :

দন্ত্যবর্ণের মূর্দ্ধন্য বর্ণে রূপান্তরিত হওয়ার নাম মূর্দ্ধন্যীভবন। পালিতে এইরূপ পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়—

বর্ত্তিতে > বট্টতি প্রতি > পটি
বিবৃতা > বিবটা পৃথিবী > পঠবী
বর্দ্ধতে > বড্ঢতি দহতি > ডহতি।

১৩। **নাসিক্যীভবন (Nasalisation) :**

পালিতে কতকগুলি বর্ণের পরিবর্ত্তে নাসিক্যবর্ণের আগম হইয়াছে দেখা যায়—

শর্বরী > সংবরী ; বিদর্শয়তি > বিদংসেতি ; অকার্ষুঃ > অকংসু।

পালি সন্ধি

পালিতে সন্ধি প্রধানত তিনপ্রকার—স্বরসন্ধি, মিশ্রসন্ধি ও নিগ্গহীত (অনুস্বার) সন্ধি।

(ক) স্বরসন্ধি—স্বরসন্ধির প্রধান নিয়ম এই—স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকিলে একটি স্বর লুপ্ত হয় (সরাসরে লোপং)।

অথ + একো—অথেকো ; তথা + এব—তথেব ; এসো + আবুসো—এসাবুসো। পূর্ব্ব স্বর লুপ্ত হইলে কখন কখন পরবর্ত্তী স্বর দীর্ঘ হয়—তথা + উপমং—তথূপমং।

কখনও বা পরের স্বর লুপ্ত হয় (বা পরো অসরূপা)। চত্তারো + ইমে—চত্তারোমে ; কো + অসি—কোসি ; পন + ইমে—পনমে। পরবর্ত্তী স্বর লুপ্ত হইলে কখন কখনও পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর দীর্ঘ হয়—সাধু + ইতি—সাধূতি।

স্বরসন্ধির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—দুই স্বরের মধ্যে য, ব, ম, দ, ন, ত, র, ল,—এই ব্যঞ্জনগুলির আগম হইয়া থাকে (যবমদনতরল চাগমা)।

মা + ইদং—মাযিদং

এক + একং—একমেকং ; ইধ + আহু—ইধমাহু
তাব + এব—তাবদেব ; ইতো + আয়াতি—ইতোনায়াতি
অজ্জ + অগ্গে—অজ্জতগ্গে ; রাজা + ইব—রাজারিব।

(খ) মিশ্র সন্ধি (ব্যঞ্জনসেক সন্ধি)

পূর্ব্ববর্ত্তী পদের শেষে স্বরবর্ণ এবং পরবর্ত্তী পদের প্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে সেই স্বর ও ব্যঞ্জনের সন্ধিকে মিশ্র সন্ধি বলা হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী পদের শেষে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিতে পারে না, কেননা পালিতে পদান্ত ব্যঞ্জন লুপ্ত হইয়াছে।

এই পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর ও পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনের সন্ধিতে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন হইবে—

১। পূর্ব্বের স্বর দীর্ঘ থাকিলে হ্রস্ব হইবে (রস্সং)।

যথা+ভাবী—যথভাবী।

২। পূর্ব্বের স্বর হ্রস্ব থাকিলে দীর্ঘ হইবে।

দু+রক্খতং—দূরক্খতং।

৩। পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হইবে।

নি+বান—নিব্বান

প+বজ্জং—পব্বজ্জং।

(গ) নিগ্‌গহীত সন্ধি

অনুস্বারের পরে স্বর বা ব্যঞ্জন থাকিলে সেই সন্ধিকে নিগ্‌গহীত সন্ধি বলা হয়।

১। পরে স্বর থাকিলে অনুস্বারের স্থানে 'ম' ও 'দ' হইবে—(মদা সরে)।

তং+অত্থং — তমত্থং

এতং+অবোচ — এতদবোচ।

স্বরবর্ণের মধ্যে 'এ' পরে থাকিলে অনুস্বারের স্থানে ঞ্‌ঞ হইবে—

তং+এব=তঞ্ঞেব।

২। পরে বর্গীয় ব্যঞ্জন থাকিলে সেই ব্যঞ্জন যে বর্গের অন্তর্গত, অনুস্বারের স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হইবে (বগ্গন্তং বা বগ্গে)—তং+করো—তঙ্করো, সং+মতো—সম্মতো; সুচরিতং+চরে—সুচরিতঞ্চরে।

৩। 'এব' শব্দের 'এ' এবং 'হি' শব্দের 'হ্' পরে থাকিলে অনুস্বার স্থানে বিকল্পে ঞ্ হয়—তং এব=তঞ্ঞেব ('এব' থাকিলে 'ঞ্‌ঞ' হয়); তং+হি=তঞ্হি। 'এব' পরে থাকিলে যখন ঞ্ হইবে না তখন অনুস্বারের পরে (অনুস্বারের স্থানে নহে) 'য'-আগম হয়—মিথিলায়ং+এব—মিথিলায়ংযেব।

৪। অনুস্বারের পরবর্ত্তী স্বরের কখনও কখনও লোপ হয়—কিং+ইতি=কিন্তি; বীজং+ইব=বীজংব।

পালি শব্দরূপের আদর্শ

পালি ভাষার শব্দরূপের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে পদান্ত ব্যঞ্জনের লোপের ফলে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ স্বরান্ত হইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—পালি শব্দরূপে

দ্বিবচন নাই; আছে একবচন আর বহুবচন। তবে মধ্যে মধ্যে দ্বিবচনের রূপ বহুবচনের রূপের সঙ্গে যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, ফলে—ফলানি; দুই-ই বহুবচনের রূপ।

শব্দরূপের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—অধিকাংশ শব্দ অ-কারান্তের মত রূপ হইত। যেমন, কম্মায় (কর্মণে); মুনিস্স (মুনেঃ); ভিক্খুস্স, পিতুস্স ইত্যাদি।

শব্দরূপে সাদৃশ্যজাত পদ (words formed by Analogy) অনেক আছে। যেমন, তুব্বচো শব্দের সাদৃশ্যে সুব্বচো; বচসা, মনসা শব্দের সাদৃশ্যে কায়সা, মুখসা; সর্ব্বস্মিন শব্দের সাদৃশ্যে হত্থীস্মিন্।

বুদ্ধ ('অ'—Declension)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	বুদ্ধো	বুদ্ধা, বুদ্ধাস
দ্বিতীয়া	বুদ্ধং	বুদ্ধে
তৃতীয়া	বুদ্ধেন	বুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি
চতুর্থী	বুদ্ধায়, বুদ্ধস্স	বুদ্ধানং
পঞ্চমী	বুদ্ধস্মা, বুদ্ধম্হা, বুদ্ধা	বুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি
ষষ্ঠী	বুদ্ধস্স	বুদ্ধানং
সপ্তমী	বুদ্ধস্মিন্, বুদ্ধম্হি, বুদ্ধে	বুদ্ধেসু

মন্তব্য : অ-কারান্ত শব্দরূপ সম্পর্কে এই কয়টি কথা মনে রাখিতে হইবে—

১। দ্বিবচন লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বহুবচনের রূপের সঙ্গে দ্বিবচনের রূপ পাওয়া যায়। যেমন—ফলে, ফলানি এই দুইটিই পালিতে বহুবচনের রূপ।

২। চতুর্থীতে 'আয়'-যুক্ত রূপ (বুদ্ধায়) পাওয়া গেলেও চতুর্থী ও ষষ্ঠী বিভক্তির রূপ এক হইয়া গিয়াছে।

৩। দ্বিতীয়ার বহুবচন ও সপ্তমীর একবচনে একই রূপ—বুদ্ধে।

৪। তৃতীয়া ও পঞ্চমীর বহুবচনের রূপও এক।

৫। প্রথমা বিভক্তির বহুবচনের রূপ 'বুদ্ধাসে' বৈদিক প্রভাবজাত। বেদে 'আস' বিভক্তি হয়; যেমন—দেবাস।

পালিতে সকল শব্দরূপকেই অ-কারান্ত শব্দরূপের সঙ্গে মিলাইয়া লইবার

একটা প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। আবার সর্ব্বনাম এবং অন্যান্য শব্দরূপেও অ-কারান্ত শব্দের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সাদৃশ্যজাত পদ (**words formed by analogy**) পালি শব্দরূপের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধ শব্দের তৃতীয়ার একবচনে 'বুদ্ধসা'—এই পদটি দেখা যায়—ইহা মনসা (সংস্কৃত মনস্ শব্দ—তৃতীয়া) শব্দের সাদৃশ্যজাত। পঞ্চমীর একবচনে—স্মা, ম্হা এবং সপ্তমীর একবচনে স্মিন্, ম্হি সর্ব্বনাম শব্দরূপের সাদৃশ্যে গঠিত হইয়াছে।

মুনি ('ই'—Declension)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	মুনি	মুনী, মুনয়ো
দ্বিতীয়া	মুনিং	মুনী, মুনয়ো
তৃতীয়া	মুনিনা	মুনীহি, মুনীভি
চতুর্থী	মুনিস্স, মুনিনো	মুনীনং
পঞ্চমী	মুনিনা, মুনিস্মা, মুনিম্হা	মুনীহি, মুনীভি
ষষ্ঠী	মুনিস্স, মুনিনো	মুনীনং
সপ্তমী	মুনিস্মিং, মুনিম্হি	মুনীসু

মন্তব্য :

১। লক্ষ্য করিতে হইবে তৃতীয়া ও পঞ্চমীর বহুবচনে, চতুর্থী ও ষষ্ঠীর একবচন ও বহুবচনে একই রূপ।

২। চতুর্থীর একবচনে 'মুনিস্স' অ-কারান্ত শব্দের সাদৃশ্যে, "মুনিনো" সংস্কৃত ইন্‌ভাগান্ত শব্দ গুণিন্ শব্দের সাদৃশ্যে।

৩। পঞ্চমী ও সপ্তমীর একবচনে মুনিস্মা, মুনিস্মিং, মুনিম্হি—সর্ব্বনাম শব্দরূপের সাদৃশ্যে করা হইয়াছে।

ভিক্খু ('উ'—Declension)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	ভিক্খু	ভিক্খূ, ভিক্খবো
দ্বিতীয়া	ভিক্খুং	ভিক্খূ, ভিক্খবো
তৃতীয়া	ভিক্খুনা	ভিক্খূহি, ভিক্খূভি

	একবচন	বহুবচন
চতুর্থী	ভিক্‌খুনো, ভিক্‌খুস্‌স	ভিক্‌খুনং
পঞ্চমী	ভিক্‌খুনা, ভিক্‌খুস্‌মা, ভিক্‌খুম্‌হা	ভিক্‌খুহি, ভিক্‌খুভি
ষষ্ঠী	ভিক্‌খুনো, ভিক্‌খুস্‌স	ভিক্‌খুণং
সপ্তমী	ভিক্‌খুস্মিং, ভিক্‌খুম্‌হি	ভিক্‌খুসু

মন্তব্য :

১। এখানেও সাদৃশ্যজাত পদ লক্ষিত হইবে ; সংস্কৃত সর্বনাম ব্যঞ্জনান্ত শব্দরূপের সাদৃশ্যেই ভিক্‌খুনো, ভিক্‌খুস্মা, ভিক্‌খুম্‌হা, ভিক্‌খুস্মিং, ভিক্‌খুম্‌হি প্রভৃতি পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

২। এখানেও তৃতীয়া ও পঞ্চমীর বহুবচনে, চতুর্থী ও ষষ্ঠীর একবচনে ও বহুবচনে একই রূপ।

পিতু (সংস্কৃত পিতৃ)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	পিতা	পিতা, পিতরো
দ্বিতীয়া	পিতরং	পিতরো, পিতরে
তৃতীয়া	পিতরা, পিতুনা	পিতরেহি, পিতরেভি পিতুহি, পিতুভি
চতুর্থী	পিতু, পিতুনো, পিতুস্স	পিতরানং, পিতানং পিতুনং, পিতুন্নং
পঞ্চমী	পিতরা, পিতুনা	পিতরেহি, পিতরেভি পিতুহি, পিতুভি
ষষ্ঠী	পিতু, পিতুনো, পিতুস্স	পিতরানং, পিতানং, পিতুন্নং, পিতুনং
সপ্তমী	পিতরি	পিতরেসু, পিতুসু, পিতূসু

মন্তব্য :

১। লক্ষ্য করিতে হইবে তৃতীয়া ও পঞ্চমী, চতুর্থী ও ষষ্ঠীর শব্দরূপে পার্থক্য নাই।

২। পিতুস্‌স (অ-কারান্ত শব্দের) সাদৃশ্যে জাত (বুদ্ধস্‌স)।

মাতু (সংস্কৃত মাতৃ)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	মাতা	মাতা, মাতরো
দ্বিতীয়া	মাতরং	মাতরো, মাতরে
তৃতীয়া	মাতরা, মাতুয়া, মাত্যা	মাতরেহি, মাতরেভি, মাতূহি, মাতূভি
চতুর্থী	মাতু, মাতুয়া, মাত্যা, মাতুস্স	মাতরানং, মাতানং, মাতুনং, মাতুন্নং।
পঞ্চমী	তৃতীয়া বিভক্তির রূপ দ্রষ্টব্য।	
ষষ্ঠী	চতুর্থী বিভক্তির রূপ দ্রষ্টব্য।	
সপ্তমী	মাতরি, মাতুয়া, মাত্যা মাতুয়ং, মাত্যং।	মাতুসু, মাতরেসু।

লতা

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	লতা	লতা, লতায়ো
দ্বিতীয়া	লতং	লতা, লতায়ো
তৃতীয়া	লতায়	লতাভি, লতাহি
চতুর্থী	লতায়	লতানং
পঞ্চমী	লতায়	লতাভি, লতাহি
ষষ্ঠী	লতায়	লতানং
সপ্তমী	লতায়, লতায়ং	লতাসু

মন্তব্য :

১। আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ তৃতীয়া হইতে সপ্তমীর একবচন পর্য্যন্ত সবই এক।

২। অন্যান্য শব্দরূপের ন্যায় চতুর্থী ও ষষ্ঠী বিভক্তির রূপ এক হইয়া গিয়াছে।

নদী (ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	নদী	নদী, নদিয়ো, নজ্জো(from নদ্যঃ)
দ্বিতীয়া	নদিং, নদিয়ং	নদী, নদিয়ো, নজ্জো
তৃতীয়া	নদিয়া, নজ্জা (from নদ্যা)	নদীভি, নদীহি
চতুর্থী	নদিয়া, নজ্জা	নদীনং
পঞ্চমী	নদীয়া, নজ্জা	নদীভি, নদীহি
ষষ্ঠী	নদিয়া, নজ্জা	নদীনং
সপ্তমী	নদিয়া, নজ্জা, নজ্জং, নদিয়ং	নদীসু

মন্তব্য ঃ তৃতীয়া হইতে সপ্তমী পর্য্যন্ত একবচনে ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গশব্দের রূপ এক।

তুম্হ (সংস্কৃত যুষ্মৎ)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	ত্বং, তুবং	তুম্হে
দ্বিতীয়া	তবং তুবং, ত্বং, তং	তুম্হাকং, তুম্হে
তৃতীয়া	ত্বয়া, তয়া	তুম্হেহি, তুম্হেভি
চতুর্থী	তব, তুয্‌হং, তুম্হং	তুম্হাকং, তুম্হং
পঞ্চমী	ত্বয়া, তয়া	তুম্হেহি, তুমহেভি
ষষ্ঠী	তব, তুয্‌হং, তুম্হং	তুম্হাকং, তুম্হং
সপ্তমী	ত্বয়ি, তয়ি	তুম্হেসু

অম্হ (সংস্কৃত অস্মৎ)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	অহং	ময়ং, অম্হে
দ্বিতীয়া	মং, মমং	অম্হাকং, অম্হে
তৃতীয়া	ময়া	অম্হেহি. অম্হেভি
চতুর্থী	মম, মমং, ময্‌হং; অম্হং	অম্হাকং, অম্হং
পঞ্চমী	ময়া	অম্হেহি, অম্হেভি
ষষ্ঠী	মম, মমং, ময্‌হং, অম্হং	অম্হাকং, অম্হং
সপ্তমী	ময়ি	অম্হেসু

মন্তব্য :

১। অম্‌হ ও তুম্‌হ শব্দের বিভিন্ন বিভক্তির বিভিন্ন বচনে বহু বিকল্প পদ দেখিতে পাওয়া যায়।

২। তৃতীয়া-পঞ্চমী ও চতুর্থী-ষষ্ঠীর রূপে কোন পার্থক্য নাই।

(গ) ধাতুরূপ

পালিতে আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ—দুইই আছে, কিন্তু আত্মনেপদের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অল্প। তাহা ছাড়া সংস্কৃতের আত্মনেপদী ধাতুগুলিকে প্রায়ই পরস্মৈপদে ও পরস্মৈপদী ধাতুগুলিকে কখনও কখনও আত্মনেপদে পরিণত করা হইয়াছে। মৃ—মরতি; বুধ্—বুজ্ঝতি; মন্—মঞ্‌ঞতি; ভূ—ভবতে। পালি ধাতুরূপেও দ্বিবচন লুপ্ত হইয়াছে।

কর্ম্মবাচ্যে, ভাববাচ্যে ও কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে আত্মনেপদ হয়—ইহাই সাধারণ নিয়ম; কিন্তু পালিতে ইহা বৈকল্পিক—দেবদত্তেন ওদনো পচ্চতে, পচ্চতি বা।

সংস্কৃতে কালাদি অনুসারে ধাতুগুলি দশপ্রকারে প্রযুক্ত হয়—লট্, বিধিলিঙ্, লোট্, লঙ্, লিট্, আশীর্লিঙ্, লুট্, লৃট্, লৃঙ্ ও লুঙ্। পালিতে আশীর্লিঙ্ ও লুটের ব্যবহার নাই—সুতরাং পালিতে ধাতুরূপ আটপ্রকার।

১। বর্ত্তমানা—লট্ (Present Tense)

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক	বহু	এক	বহু
প্রথম	তি	অন্তি	তে	অন্তে (অরে)[1]
মধ্যম	সি	থ	সে	বেহ (Vhe)
উত্তম	মি	ম	এ	মেহ

২। পঞ্চমী—লোট্ (Imperative)

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক	বহু	এক	বহু
প্রথম	তু	অন্তু	তং	অন্তং
মধ্যম	হি	থ	স্সু	বেহো (Vho)
উত্তম	মি	ম	এ	আমসে

১। 'অন্তে' স্থলে এই 'অরে' বিভক্তি অশোকের গির্ণার অনুশাসনে পাওয়া গিয়াছে—আরভরে। বেদেও এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন, শেরে। পালির প্রয়োগ—সোচরে, লভরে।

৩। সত্তমী—বিধিলিঙ্ (Optative)

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক	বহু	এক	বহু
প্রথম	এয়্য[২], এ	এয়্যুং	এথ	এরং
মধ্যম	এয়্যাসি, এ	এয়্যাথ	এথো	এয়্যবেহ্যা (Eyyavho)
উত্তম	এয়্যামি, এ	এয়্যাম	এয়্যং, এ	এয়্যাম্হে (Eyyāmhe)

৪। পরোক্খা—লিট্[৩] (Past Perfect)

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক	বহু	এক	বহু
প্রথম	অ	উ	ত্থ (ttha)	রে
মধ্যম	এ	ত্থ (ttha)	ত্থো (ttho)	ব্হো (vho)
উত্তম	অ	ম্হ (mha)	ই	ম্হে (mhe)

৫। হীয়ত্তনী—লঙ্[৪] (Past Imperfect)

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক	বহু	এক	বহু
প্রথম	আ, অ	উ, ঊ, উং	থ	থুং
মধ্যম	ও, অ	থ	সে	ব্হং (vham)
উত্তম	অ, অং	ম্হা (mhā)	ইং	ম্হসে (mhase)

৬। অজ্জতনী—লুঙ্ (Aorist)

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক	বহু	এক	বহু
প্রথম	ই (ঈ)	উং (ইংসু)	আ	উ
মধ্যম	ই (ও)	ইত্থ, এথ	সে	ব্হং (vham)
উত্তম	ইং	ইম্হা, ইম্হ	অ, অং	ম্হে (mhe)

২। কখনও কখনও উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের একবচনেও 'এয়্য' দেখা যায়—ন চে ত্বং যঞ্জ এবং যজেয্য। প্রথম পুরুষের একবচনে 'এয়্য' ছাড়া 'এয়্যাতি'ও যুক্ত হয়—জানেয়্যাতি।

৩। পালিতে পরোক্খা বা লিটের প্রয়োগ অত্যন্ত অল্প।

৪। পালিতে অতীতকাল অর্থে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্জতনী বা লুঙ্-এর ব্যবহার হয়—হীয়ত্তনী বা লঙ-এর ব্যবহার অত্যন্ত অল্প।

৭। ভবিস্সন্তী—লৃট্ (Future)

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক	বহু	এক	বহু
প্রথম	স্সতি	স্সন্তি	স্সতে	স্সন্তে
মধ্যম	স্সসি	স্সথ	স্সসে	স্সৱে্হ (ssavhe)
উত্তম	স্সামি	স্সাম	স্সং	স্সাম্হে (ssāmhe)

৮। কালাতিপত্তি—লৃঙ্ (Conditional)

	পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
	এক	বহু	এক	বহু
প্রথম	স্সা, স্স	স্সংসু	স্সথ	স্সিংসু
মধ্যম	স্সে, স্স	স্সথ	স্সসে	স্সবেহ (ssavhe)
উত্তম	স্সং	স্সম্হা, স্সম্হ	স্সং	স্সামহসে (ssāmhase)

সংস্কৃতে ধাতুসমূহের দশটি গণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

১। ভ্বাদি ২। অদাদি ৩। হ্বাদি ৪। দিবাদি ৫। স্বাদি ৬। তুদাদি ৭। রুধাদি ৮। তনাদি ৯। ক্র্যাদি ১০। চুরাদি।

পালিতে সাতটি গণে ধাতুগুলিকে বিভক্ত করা হইয়াছে—

১। ভুবাদি ২। রুধাদি ৩। দিবাদি ৪। স্বাদি ৫। কিয়াদি ৬। তনাদি ৭। চুরাদি। তবে মনে রাখিতে হইবে এই বিভাগ খুব সুনির্দ্দিষ্ট নহে, কেননা পালিতে একটি গণের অন্তর্ভুক্ত ধাতুর অন্য গণীয় ধাতুর মত রূপ দেখা যায় : যেমন, হন্—হন্তি, হনতি ; দা—দেতি, দদাতি ; ঠা—ঠাতি, তিট্ঠতি ; জি—জেতি, জয়তি, জিনাতি।

বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত প্রাকৃতের ভিত্তিতে পালিভাষা গঠিত বলিয়া শব্দরূপে ও ধাতুরূপে বহু বিকল্পরূপ আসিয়া গিয়াছে—অপ্রয়োজনীয় বোধে সে সকল উল্লিখিত হইল না।

পালি ধাতুরূপের আদর্শ

[আত্মনেপদের প্রয়োগ অল্প বলিয়া বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত সর্ব্বত্র পরস্মৈপদী রূপ প্রদর্শিত হইল]

বত্তমানা (Present)

ভূ

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	ভবতি	ভবন্তি
মধ্যম	ভবসি	ভবথ
উত্তম	ভবামি	ভবাম

পালিতে 'ভূ' স্থানে বিকল্পে 'হূ' আদেশ হয়। তখন তাহার রূপ—

প্রথম	হোতি	হোন্তি
মধ্যম	হোসি	হোথ
উত্তম	হোমি	হোম

ঠা

প্রথম	ঠাতি	ঠন্তি
মধ্যম	ঠাসি	ঠাথ
উত্তম	ঠামি	ঠাম

পালিতে 'ঠা' স্থানে বিকল্পে 'তিট্‌ঠ' আদেশ হয়—তখন তাহার রূপ—

প্রথম	তিট্‌ঠতি	তিট্‌ঠন্তি
মধ্যম	তিট্‌ঠসি	তিট্‌ঠথ
উত্তম	তিট্‌ঠামি	তিট্‌ঠাম

দিস্

'দিস্' স্থানে বিকল্পে পস্‌স, দিস্‌স ও দক্‌খ আদেশ হয়। তিনটি রূপই প্রদর্শিত হইল।

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	পস্‌সতি, দিস্‌সতি, দক্‌খতি	পস্‌সন্তি, দিস্‌সন্তি, দক্‌খন্তি
মধ্যম	পস্‌সসি, দিস্‌সসি, দক্‌খসি	পস্‌সথ, দিস্‌সথ, দক্‌খথ
উত্তম	পস্‌সামি, দিস্‌সামি, দক্‌খামি	পস্‌সাম, দিস্‌সাম, দক্‌খাম

জি

প্রথম	জয়তি, জেতি, জিনাতি	জয়ন্তি, জেন্তি, জিনন্তি
মধ্যম	জয়সি, জেসি, জিনাসি	জয়থ, জেথ, জিনাথ
উত্তম	জয়ামি, জেমি, জিনামি	জয়াম, জেম, জিনাম

	অস্		আস্	
প্রথম	অস্তি	সন্তি	অচ্ছতি	অচ্ছন্তি
মধ্যম	অসি, অহি	অথ	অচ্ছসি	অচ্ছথ
উত্তম	অস্মি	অস্ম, অম্হ	অচ্ছামি	অচ্ছাম

	হন্		মন্ (ন্য—ঞ্‌ঞ)	
প্রথম	হনতি, হন্তি	হনন্তি	মঞ্‌ঞতি	মঞ্‌ঞন্তি
মধ্যম	হনসি, হনাসি,	হনথ	মঞ্‌ঞসি	মঞ্‌ঞথ
উত্তম	হনামি	হনাম	মঞ্‌ঞামি	মঞ্‌ঞাম

স্তু (শ্রু)

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	স্থনোতি, স্থনাতি	স্থনোন্তি, স্থনন্তি
মধ্যম	স্থনোসি, স্থনাসি	স্থনোথ, স্থনাথ
উত্তম	স্থনোমি, স্থনামি	স্থনোম, স্থনাম

দা

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	দদাতি, দজ্জতি, দেতি	দদন্তি, দজ্জন্তি, দেন্তি
মধ্যম	দদাসি, দজ্জসি, দেসি	দদাথ, দজ্জথ, দেথ
উত্তম	দদামি, দজ্জামি, দেমি	দদাম, দজ্জাম, দেম

পঞ্চমী (Imperative)

	অস্		কৃ	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
প্রথম	অত্থু	সন্তু	করোতু, কুরুতু	করোন্তু, কুর্ব্বন্তু,
মধ্যম	অহি	অথ	করোহি, কর	করোথ
উত্তম	অস্মি, অম্হি	অস্ম, অম্হ	করোমি	করোম

	ক্রম		ভূ	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
প্রথম	ক্রমতু	ক্রমন্তু	ভবতু, হোতু	ভবন্তু, হোন্তু
মধ্যম	ক্রমহি	ক্রমথ	ভব, ভবাহি, হোহি	হোথ
উত্তম	ক্রমমি	ক্রমম	ভবামি, হোমি	ভবাম, হোম

সত্তমী (Optative)

গম্

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	গচ্ছেয্য (গচ্ছে) [৫]	গচ্ছেয্যুং
মধ্যম	গচ্ছেয্যাসি (গচ্ছে)	গচ্ছেয্যাথ
উত্তম	গচ্ছেয্যামি (গচ্ছে)	গচ্ছেয্যাম

নী

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	নয়েয্য, নয়ে	নয়েয্যুং
মধ্যম	নয়েয্যাসি, নয়ে	নয়েয্যাথ
উত্তম	নয়েয্যামি, নয়ে	নয়েয্যাম

দা

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	দদেয্য	দদেয্যুং
মধ্যম	দদেয্যাসি	দদেয্যাথ
উত্তম	দদেয্যামি	দদেয্যাম

কর্ (কৃ) [৬]

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	করেয্য, করে, কয়িরা, কুব্বেয্য	করেয্যুং, কয়িরুং, কুব্বেয্যুং
মধ্যম	করেয্যাসি, কয়িরাসি, কুব্বেয্যাসি	করেয্যাথ, কয়িরাথ, কুব্বেথ
উত্তম	করেয্যামি, কয়িরামি, কুব্বেয্যং	করেয্যাম, কয়িরাম, কুব্বেয্যাম

পরোক্খা [৭] (Past Perfect)

পচ

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	পপচ	পপচু
মধ্যম	পপচে	পপচিত্থ
উত্তম	পপচ	পপচিম্হ

৫। বুদ্ধপ্রিয় বলিয়াছেন—"এয্য, এয্যাসি, এয্যামি ইচ্চেতেসং বিকপ্পেন একারাদেসো।"

৬। কর্ ধাতুর বিকল্প রূপের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

৭। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পালিতে পরোক্খা (লিট—Past Perfect) এবং হীয়ত্তনীর (লঙ—Past Imperfect) প্রয়োগ অত্যন্ত অল্প। মহারূপ-সিদ্ধিকার বলিয়াছেন—এই দুই

গম্

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	জগম, জগাম	জগমু
মধ্যম	জগমে	জগমিত্থ
উত্তম	জগম	জগমিম্হ

ভূ

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	বভূব	বভূবু
মধ্যম	বভূবে	বভূবিত্থ
উত্তম	বভূব	বভূবিম্হ

হ্যস্তনী (Past Imperfect)

'ভূ'

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	অভবা	অভবূ
মধ্যম	অভবো	অভবত্থ
উত্তম	অভব, অভবং	অভবম্হা

বচ্

প্রথম	অবচা, অবচ	অবচু, অবচুং
মধ্যম	অবচো, অবচ	অবচুত্থ
উত্তম	অবচং, অবচ	অবচম্হা

অজ্জতনী (Aorist)

গম্[৮]

প্রথম	অগচ্ছি	অগচ্ছুং, অগচ্ছিংসু
মধ্যম	অগচ্ছি, অগচ্ছো	অগচ্ছিত্থ
উত্তম	অগচ্ছিং	অগচ্ছিম্হা, অগচ্ছিম্হ

কালের ক্রিয়ারূপ প্রয়োগানুসারে করিতে হইবে—"পরোক্খহীয়ত্তনীয় পুন রূপানি সকথ পয়োগমনুগন্ম পয়োজেতব্বানি।"

ডক্টর সুকুমার সেন বলিয়াছেন—"Of the three Preterite teuses of O I A., the Perfect (পরোক্খা) had been lost before M. I. A. started on its career" (Comparative Grammar of Middle Indo Aryan—Page 115)

৮ অজ্জতনীতে গম্ ধাতুর বিচিত্র রূপ লক্ষণীয়।

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	অগমী, অগমি, অগমাসি	অগমূং, অগমিংসু, অগমিসুং
মধ্যম	অগমো, অগমি	অগমিত্থ, অগমুত্থ
উত্তম	অগমিং	অগমিম্হা, অগমিম্হ, অগমুম্হ
প্রথম	অগঞ্ছি	অগঞ্ছুং অগঞ্ছিংসু
মধ্যম	অগঞ্ছো, অগঞ্ছি	অগঞ্ছিত্থ
উত্তম	অগঞ্ছিং	অগঞ্ছিম্হা, অগঞ্ছিম্হ

ভবিস্সন্তী (Future)

কতকগুলি ধাতুর কেবল প্রথম পুরুষের রূপ লিখিত হইল :—

বস্—বচ্ছতি,	বচ্ছন্তি
লভ্—লচ্ছতি	লচ্ছন্তি
লভিস্সতি	লভিস্সন্তি
গম্—গমিস্সতি	গমিস্সন্তি
গচ্ছিস্সতি	গচ্ছিস্সন্তি
বচ্—বক্খতি	বক্খন্তি
ঞা (জ্ঞা)—ঞস্সতি	ঞস্সন্তি
জানিস্সতি	জানিস্সন্তি
সু (শ্রু)—সোস্সতি	সোস্সন্তি
সুনিস্সতি	সুনিস্সন্তি

কালাতিপত্তি—(Conditional)

ভূ

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	অভবিস্সা, অভবিস্স	অভবিস্সংসু
মধ্যম	অভবিস্সে, অভবিস্স	অভবিস্সথ
উত্তম	অভবিস্সং	অভবিস্সম্হা, অভবিস্সম্হ

মন্তব্য :

যে কয়টি পালি শব্দরূপ ও ধাতুরূপের আদর্শ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে, শব্দ ও ধাতুরূপের [illegible] বিকল্পপদ (Alternate forms)

পালি ব্যাকরণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহার কারণ এই, পালি কোন বিশেষ অঞ্চলের ভাষা ছিল না—বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃতের উপাদান গ্রহণ করিয়াই এই ভাষা গঠিত হইয়াছিল। পালি ভাষার আদর্শ ছিল সংস্কৃত, উপাদান ছিল আঞ্চলিক প্রাকৃতের রূপ। বিভিন্ন সংঘে যে সকল শব্দ প্রচলিত ছিল—পালি যেন সেই প্রচলিত রূপগুলির সঙ্গেই আপোষ করিয়া লইয়াছিল। সেই কারণেই আমরা শব্দ ও ধাতুরূপে এত বিকল্প পদের বৈচিত্র্য দেখিতে পাই।

সাধিত ধাতু : Derivative Conjugations

১। কর্ম্ম ও ভাববাচ্যের ক্রিয়া

সংস্কৃতের ন্যায় পালিতেও ধাতুর উত্তর কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে য প্রত্যয় হয়। কোথাও কোথাও পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনের সহিত এই 'য' প্রত্যয়ের সমীকরণ হয়, কোথাও 'য'—ইয়>ইয্য' তে রূপান্তরিত হয়। সংস্কৃতে আত্মনেপদী ক্রিয়া-বিভক্তি যুক্ত হয়—পালিতে পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী—দুই প্রকার ক্রিয়াবিভক্তিই যুক্ত হইতে পারে। যেমন, বচ্>বুচ্চতি, বুচ্চতে; দিস>দিস্সতে; ইষ>ইচ্ছীয়তি; কর্>করিয়তি, করিয্যতি, করিয্যতে; দা<দীয়তে, লিখ্যতি।

২। কারিত ধাতু' (ণিজন্ত) : Causative

প্রেরণা বা প্রবর্ত্তনা বুঝাইলে সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় হয়—'ণিচ্' এর স্থানে 'অয়' আদেশ হয়; যেমন, গম্+ণিচ্+লট্ তি=গময়তি।

(ক) পালিতেও 'অয়' যুক্ত হয়—পালিতে 'অয়' হয় এ—যেমন পচ্>পাচেতি; কর্>কারেতি; ভূ>ভাবেতি; দা>দাপেতি।

(খ) পালিতে 'আপয়' প্রত্যয় যোগ করিয়াও 'কারিত' ধাতু গঠিত হইয়া থাকে। আপয় হয় 'আপে'। যেমন, কর্>কারাপেতি; গম্>গচ্ছাপেতি; গহ>গাহাপেতি।

অয়>এ এবং আপয়>আপে—এই দুইটি প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার ফলে প্রত্যেক ধাতুরই কারিত-রূপ দুইটি হইবে। যেমন—কারেতি, কারাপেতি; পাচেতি, পাচাপেতি; ভোজেতি, ভোজাপেতি।

ডক্টর মুলার 'পাতিমোক্খ' হইতে আর এক প্রকার কারিত প্রত্যয়ের

উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই প্রত্যয়টি হইল—'আপাপে'। যেমন, বি—ঞা + আপাপে লট্ তি = বিঞ্ঞাপাপেতি।

৩। [১] সনন্ত ধাতু বা ইচ্ছার্থক ধাতু : Desiderative

নিজের ইচ্ছা বুঝাইলে সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় হয়। সংস্কৃত সনন্ত ধাতুগুলিই সামান্য পরিবর্তিত হইয়া পালিভাষায় গৃহীত হইয়াছে :

ভুজ	—	বুভুক্খতি
পা	—	পিপাসতি, পিবাসতি
সু (শ্রু)	—	সুস্সূসতি
দা	—	দিচ্ছতি
জি	—	জিগিংসতি
হ্ব	—	জিগিংসতি

জি ও হ্ব ধাতুর স্থানে পালিতে 'গি' আদেশ হয়।

৪। [১] যঙন্ত ধাতু : Frequentative or Intensive

ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য ও আতিশয্য অর্থে সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর যঙ্ প্রত্যয় হয়। পালি ব্যাকরণে এ সম্পর্কে বিশেষ কোন সূত্র না থাকিলেও যঙন্ত ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায় :—

গম্ — জঙ্গমতি
চল্ — চঞ্চলতি
দল্ (জ্বল ধাতুর রূপান্তর ; জ = দ)—দাদল্লতি।

৫। নামধাতু : Denominative

নামধাতু সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম সংস্কৃতের মত। কয়েকটি পালি নামধাতুর উদাহরণ ;

পব্বতো ইব আচরতি—পব্বতায়তি ; এইরূপ সমুদ্দ—সমুদ্দায়তি ; ধূম—ধূমায়তি। পুত্ত—পুত্তীয়তি ; বের (বৈর)—বেরায়তি। সাধারণত আয়, অয়, ঈয় প্রত্যয় যোগ করিয়া নামধাতু গঠিত হয়—পব্বতায়তি, কুসলয়তি পুত্তীয়তি।

১। প্রকৃতপক্ষে ধাতুর উত্তর সন্ বা যঙ্ প্রত্যয় করিবার নিয়ম প্রচলিত বাগ্ধারার অন্তর্গত ছিল না।

৬। কৃদন্ত বিশেষণ : Participles

বর্ত্তমান কালের কৃদন্ত বিশেষণ গঠিত হয় অং, অন্ত (>শতৃ), আন ও মান (<শানচ) প্রত্যয় যোগ করিয়া। সাধারণত পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর যুক্ত হয় 'অং' ও অন্ত—যেমন, গচ্ছং ; গচ্ছন্তো। আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর যুক্ত হয় 'মান' ও 'আন'— যেমন, ভাসমানো, পথ্যানো।

কিন্তু এই নিয়মের বহু ব্যতিক্রম রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী—সকল প্রকার ধাতুর উত্তর এই সকল প্রত্যয় যুক্ত হইয়া থাকে।

কর্ — কুব্বন্তো, কুরুমানো

খাদ্ — খাদন্তো, খাদমানো।

অতীতকালের কৃদন্ত বিশেষণ গঠিত হয় 'ত' (ইত), ন, ও বৎ প্রত্যয় যোগ করিয়া—

কর্ — কতো

বচ্ — বুত্তো

দা—দিন্নো, চর—চিন্নো ভুজ্—ভুত্তবা।

ভবিষ্যৎ কালের কৃদন্ত বিশেষণ গঠিত হয়—তব্ব, অনীয়, য এবং স্সন্ত প্রত্যয় যোগ করিয়া। স্সন্ত প্রত্যয়ের উ-কার লুপ্ত হয়।

দা—দাতব্বো

গম্—গমনীয়ো
নী—নেয্য

চর—চরিস্সং
খাদ্—খাদিস্সং

৭। নিমিত্তার্থক ক্রিয়া : Infinitives

সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর নিমিত্তার্থে তুম্ প্রত্যয় যোগ করিয়া নিমিত্তার্থক ক্রিয়া গঠিত হইয়া থাকে—যেমন, স জলং পাতুম্ ইচ্ছতি। পালিতে এই তুম্ প্রত্যয় গৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া পালিতে তবে, তুয়ে, তায়ে প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করিয়াও নিমিত্তার্থক ক্রিয়া গঠিত হইয়া থাকে। এই প্রত্যয়গুলি বৈদিক।

তুম্—কত্তুং, কাতুং (কর্)
হন্তুং, হনিতুং (হন্)
সোতুং, শুনিতুং (শ্রু<শ্রু)

তবে—গন্তবে (গম্)

নেতবে (নী)

কাতবে (কর্)

তুয়ে—মরিতুয়ে (মর্ < মৃ)

তায়ে—দক্‌খিতায়ে (দিস্ < দৃশ)।

৮। অসমাপিকা ক্রিয়া (Gerund):

সংস্কৃতে ধাতুর পূর্ব্বে উপসর্গ থাকিলে য (ল্যপ্) প্রত্যয় এবং উপসর্গ না থাকিলে ত্বা (ক্তাচ্) প্রত্যয় হয়। পালিতে এইরূপ কোন নিয়ম নাই—উপসর্গ না থাকিলেও য-প্রত্যয় হইতে পারে এবং উপসর্গ থাকিলেও ত্বা প্রত্যয় হইতে পারে। যেমন, বন্দ + য > বন্দিয় ; অভি – বন্দ + য > অভিবন্দিয় ; অভি – বন্দ + ত্বা > অভিবন্দিত্বা।

অন্যান্য উদাহরণ—

কর্ + ত্বা > করিত্বা, কত্বা — সু (শ্রু) + ত্বা > সুত্বা

গম্ + ত্বা > গন্ত্বা — দিস্ (দৃশ) + ত্বা > পস্সিত্বা, দিত্বা।

সংস্কৃতের ত্বা ও য প্রত্যয় ছাড়া অসমাপিকা ক্রিয়া গঠনের জন্য পালিতে আরও দুইটি প্রত্যয় আছে। এই দুইটি প্রত্যয়—ত্বান ও তুন। প্রত্যয় দুইটি বৈদিক।

কর্ + ত্বান > কত্বান — দিস্ (দৃশ) + ত্বান > দিত্বান

কর্ + তুন > কত্তুন — ছিদ্ + ত্বান > ছেত্বান

গম্ + তুন > গন্তুন।

পালি ও বাঙ্লা [১০]

যেহেতু পালিভাষা প্রাচীনতম প্রাকৃতের উপাদান লইয়া গঠিত হইয়াছে সেই হেতু প্রাকৃতের সঙ্গে বাঙ্লার যে সম্পর্ক, পালির সঙ্গেও সেই সম্পর্ক বর্ত্তমান। পালি জন্মলাভ করিয়া পরে ধর্মীয় সাহিত্যের ভাষারূপেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। প্রাকৃত কিন্তু ভাষা পরিবর্ত্তনের পথ ধরিয়া অপভ্রংশ

১০। এ সম্পর্কে কোন আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে এ জাতীয় প্রশ্ন দেখিয়াছি—প্রশ্নে পালিভাষার সহিত বাঙলার ধ্বনিগত, রূপগত, পদক্রম ও বাগ্‌ধারা সম্পর্কিত সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে ছাত্রছাত্রীদিগকে বলা হইয়া থাকে। তাই সংক্ষেপে সম্ভাব্য সাদৃশ্যগুলি প্রদর্শিত হইল।

ও পরে বাঙ্‌লা ও অন্যান্য নব্যভারতীয় আর্য্যভাষায় পরিণত হইয়াছে। নিম্নের চিত্র হইতে পালি ও বাঙ্‌লার সম্পর্কটি স্পষ্ট হইবে—
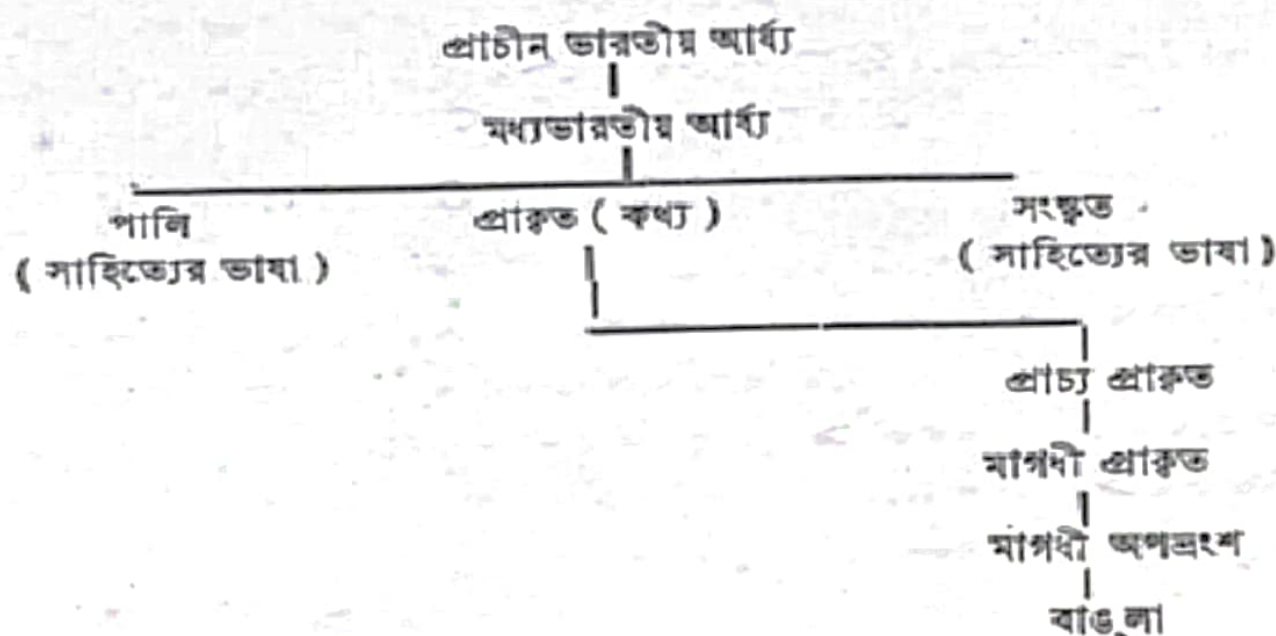
এই চিত্র হইতে বুঝা যাইবে প্রাকৃত অপেক্ষা পালির সহিত বাঙ্‌লার সম্পর্ক দূরবর্ত্তী। বাঙ্‌লা সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়াছে। বহু সংস্কৃত প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তিত রূপ প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাঙ্‌লায় চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পালির স্বকীয় কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যই বাঙ্‌লা গ্রহণ করে নাই। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর হইতে পালি ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতে থাকে এবং বাঙ্‌লা ভাষার উদ্ভবের যুগে ইহা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায়। তাহা বৌদ্ধধর্ম্মেরও অবসানের যুগ। সুতরাং পালির প্রভাব বাঙ্‌লায় তেমন লক্ষণীয় নহে। প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে বাঙ্‌লা যেরূপ আত্মিক সম্পর্কে বাঁধা—পালির সঙ্গে সেরূপ নয়।

প্রকৃতপক্ষে বাঙ্‌লার (এবং অন্যান্য নব্যভারতীয় আর্য্যভাষার) সম্পর্ক বিবেচনার ক্ষেত্রে পালি ও প্রাকৃতকে পৃথকভাবে দেখিলে চলিবে না—কেননা পালি আসলে প্রাকৃতমূলক। বাঙ্‌লা ভাষার স্বরূপ জানিতে হইলে পালি এবং প্রাকৃত উভয়েরই জ্ঞান প্রয়োজন।

মনে রাখিতে হইবে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষার বিবর্ত্তনের স্বাভাবিক ধারায় পালির স্থান নাই—পালি সংস্কৃতের মতই কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা।

পালি প্রাচীনতম প্রাকৃত ছাড়া আর কিছুই নহে, সেই হিসাবে প্রাকৃতের সঙ্গে যদি বাঙলার সম্পর্ক থাকে, পালির সঙ্গেও রহিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে।

কয়েকটি বিষয়ে পালির সঙ্গে বাঙ্‌লার সম্পর্ক সুস্পষ্ট। বাঙ্‌লা সংখ্যাবাচক শব্দগুলির উৎস সন্ধান করিতে গেলে বহু ক্ষেত্রেই আমাদিগকে পালির শরণাপন্ন হইতে হয়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল :

পালি একাদশ, একারস > অর্দ্ধমাগধী এক্কারস > অপভ্রংশ এক্কারহ > এগার।

পালি বারস (প্রাকৃতেও তাই) > বারহ > বার।

পালি পঞ্চদশ, পন্নরস > পন্নরহ > পনের।

পালি (প্রাকৃত) সোলস > সোলহ > ষোল।

পালি তেবীস > অপভ্রংশ তেইস > তেইশ।

বাঙ্‌লার কয়েকটি বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গীর সহিত পালির মিল দেখিতে পাওয়া যায়—

যেমন, বুদ্ধ ভাবেন কম্মং ন অথি (বুদ্ধ হইয়া কাজ নাই)।

ভত্তং বড্‌ঢেদি (ভাত বাড়ে)।

অতীতে একো রাজা রজ্জং কারেসি—(অতীত কালে এক রাজা রাজত্ব করিতেন)।

বিসং গিলতি (বিষ গেলে)।

বুদ্ধং জীবন পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি (আজীবন বুদ্ধই আমার শরণ)।

ঘরাবাসং বসিস্‌সসি (ঘরে বাস করিবে)।

পায়সং পায়েমি (পায়স পাইব)।

ন মে কিঞ্চি অফাস্থকং অথি (আমার কোন অসুখ বিসুখ নাই)।

পিট্‌ঠিত পিট্‌ঠিত = পিঠে পিঠে।

মনং করোতি = মনে করে।

পতিত্তা গতম্ = পড়ে গেল।

নামতো গণ্‌হাতি = নাম্‌তা পড়ে।

সহস্সং সহস্সেন = হাজার হাজার।

চতুর্থ অধ্যায়

পালি সাহিত্য

[এক]

অনোপমা

অনোপমা (অনুপমা) সাকেতনগরের এক শ্রেষ্ঠীর কন্যা। ইনি রূপবতী ছিলেন বলিয়া বহু ধনী ব্যক্তি ইঁহার প্রণয়প্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু অনুপমা সর্বশ্রেষ্ঠ পাত্র বুদ্ধদেবের শরণ লইয়াছিলেন।

এই কাহিনী থেরীগাথায় রহিয়াছে। থেরীগাথা বৌদ্ধদের ত্রিপিটকের অন্তর্গত। এই গ্রন্থে ৭৩ জন পূতচরিত্রা রমণীর পদ্যরচনা সুরক্ষিত হইয়াছে।

১। উচ্চে কুলে অহং জাতা বহুবিত্তে মহদ্ধনে
বণ্ণরূপেন সম্পন্না ধীতা মজ্ঝস্স অত্রজা।

—বহুবিত্ত সম্পন্ন উচ্চকুলে আমার জন্ম। আমি 'মজ্ঝ' নামক শ্রেষ্ঠীর কন্যা আমি সুবর্ণা ও সুরূপা।

মহদ্ধনে—বহুব্রীহি সমাস, সপ্তমীর একবচন। ব্যাকরণের সূত্র অনুযায়ী 'মহৎ'—'মহা' হয় নাই।

ধিতা—<দুহিতা—দু+হি>ধি—Contraction of syllable ; হ-কারের প্রভাবে দ-কারের মহাপ্রাণতা ; বাংলা 'ঝি' শব্দটি ইহা হইতে আসিয়াছে।

অত্তজা—আত্মজা>অত্তজা। সমীভবনে আত্ম> অত্ত।

ধিতা ও অত্তজা—একই অর্থ। পালিতে এই জাতীয় একার্থবোধক শব্দের বা একই শব্দের পুনরাবৃত্তি একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

২। পত্থিতা রাজপুত্তেহি সেট্‌ঠিপুত্তেহি গিজ্ঝিতা
পিতু মে পেসয়ি দূতং দেথ ময্হং অনোপমং।

—রাজপুত্রগণ আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শ্রেষ্ঠিপুত্রগণ আমাকে কামনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা পিতার নিকট দূত পাঠাইয়া বলিয়াছিলেন—অনুপমাকে আমাকে দান করুন।

গিজ্ঝিতা—গৃধ+ক্ত স্ত্রীলিঙ্গে 'আ'>গিধ্যতা> গিজ্ঝিতা (দিবাদি-গণীয় ধাতুর রূপানুকরণে 'য' যুক্ত হইয়াছে)। ধ্যি>জ্ঝি (সমীকরণ)।

পেসয়ি—প্র—ইষ্+অদ্যতনী প্রথম পুরুষের একবচনে 'ই'। অদ্যতনীর

প্রথম পুরুষের একবচনে 'ই' বিভক্তি হয়—বহুবচনে হয় ইংসু। এখানে 'বহুবচন' হওয়াই সঙ্গত ছিল—কিন্তু কর্ত্তৃপদের কথা স্মরণে না রাখিয়া সাধারণ-ভাবেই একবচনের ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাকে বলা যাইতে পারে 'নৈর্ব্যক্তিক প্রয়োগ' (Impersonal use)।

দেথ—'দা' ধাতু লোট মধ্যমপুরুষ একবচন। 'থ' Extended from লট্ Second person plural.

অনোপমং—বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে বলা হইয়াছে উ>ও Metri Causa অর্থাৎ ছন্দানুরোধে অনুপমা—অনোপমা হইয়াছে। এই শ্লোকে তাহাই হইয়াছে সন্দেহ নাই—কিন্তু এই আখ্যানের শীর্ষনাম হিসাবে যেখানে 'অনোপমা' রহিয়াছে সেখানে ছন্দের কোন অনুরোধ নাই। প্রকৃতপক্ষে পালি-প্রাকৃতে একটি স্বরের পরিবর্ত্তে অন্য স্বরের ব্যবহার রীতিসিদ্ধ। ইহাকে বলা হয় "Arbitrary interchange of vowels".

ময্হং—মহ্যং>মযহং—বিপর্য্যাস (Metathesis)।

৩। যত্তকং তুলিতা এসা তুয্হং ধিতা অনোপমা
তভো অট্ঠগুণং দস্সং হিরঞ্ঞং রতনানি চ।

—(দূত আসিয়া বলিত)—তোমার কন্যা অনুপমা যে পরিমাণ স্বর্ণ ও রত্নে তুলিত হইবে তাহার আটগুণ দিব।

তুয্হং—এখানে তিনটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমত, যুষ্মদ্ শব্দের চতুর্থীর একবচনে 'তুভ্যম্' না হইয়া অস্মদ্ শব্দের 'মহ্যম্'-এর সাদৃশ্যে 'তুহ্যম্' হইয়াছে। দ্বিতীয়ত এই 'তুহ্যম্' প্রযুক্ত হইয়াছে ষষ্ঠীর অর্থে, (পালি-প্রাকৃতে চতুর্থী বিভক্তির রূপ ষষ্ঠীর সহিত মিশিয়া গিয়াছিল)। তৃতীয়ত, এখানেও বিপর্য্যাস হইয়াছে —তুহ্যং>তুয্হং।

দস্সং—<দাস্যামি। ভবিষ্যৎকালে উত্তমপুরুষের একবচনের ক্রিয়াবিভক্তি 'মি'-র পরিবর্ত্তে বহুক্ষেত্রে 'অম্' ব্যবহৃত হইয়াছে। করিষ্যামি>করিস্সং; (এই 'অম্' সংস্কৃতের 'লৃঙ'—(Conditional) উত্তমপুরুষ একবচনের ক্রিয়া-বিভক্তি।) 'মি'-স্থানে 'অম্' ক্রিয়াপদের আঞ্চলিক রূপভেদ মাত্র।

হিরঞ্ঞং—<হিরণ্যং; পালিতে জ্ঞ, ণ্য, ন্য>ঞ্ঞ, ঞ্ঞ।

৪। সাহং দিস্বান সম্বুদ্ধং লোকজেট্ঠং অনুত্তরং
তস্স পাদানি বন্দিত্বা একমন্তং উপাবিসিং।

—সেই আমি লোকশ্রেষ্ঠ অতুলনীয় সমুদ্ধকে দেখিয়া তাঁহার চরণবন্দনাপূর্ব্বক এক প্রান্তে (বিজনে) উপবেশন করিলাম।

দিস্বান—পূর্ব্বকালিক ক্রিয়া (Gerund) বুঝাইতে পালিতে বৈদিক ব্যাকরণের অনুকরণে ত্বা, ত্বান, তূন প্রত্যয় হয়। গন্ত্বা, গন্ত্বান, গন্তূন।

দিশ্ (দৃশ)+ত্বান>দিস্বান ; ত্বা প্রত্যয় করিলে দিস্বা ও পস্সিত্বা হইবে।

উপাবিসিং—উপ—বিস্+অদ্যতনী উত্তম পুরুষ একবচনের বিভক্তি ইং[1]।

৫। সো মে ধম্মং অদেসেসি অনুকম্পায় গোতমো
নিসিন্না আসনে তস্মিন্ ফুসয়িং ততিয়ং ফলং।

—তখন অনুকম্পাবশত গৌতম আমাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। আমি সেই আসনে উপবিষ্ট থাকিয়াই অনাগমিক নামক তৃতীয় ফল লাভ করিলাম।

অদেসেসি—দিস্ (দিশ্) ণিচ্ অদ্যতনী প্রথম পুরুষ একবচন ই।

অনুকম্পায়—তৃতীয়া বিভক্তির একবচন। পালিতে আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের তৃতীয়া হইতে সপ্তমীর একবচনে একই রূপ হইয়া থাকে। লতা শব্দের রূপ দ্রষ্টব্য।

ফুসয়িং—স্পৃশ্+অদ্যতনী উত্তম পুরুষ একবচনের বিভক্তি ইং। পালিতে ঋ-কার নাই এখানে ঋ-কার>উ-কার। সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী স্পৃ>পফু ; সংযুক্ত ব্যঞ্জন সাধরণত প্রথমে থাকে না বলিয়া 'প' লুপ্ত।

ততিয়ং ফলং—তৃতীয় ফল অর্থ 'অনাগমিক' নামে ফল। ইহা লাভ করিতে পারিলে দিব্যদৃষ্টি লাভ হইত। সোতাপন্ন, সকদাগমী, অনাগমী ও অর্হা এই চারিটি ধর্ম্ম সাধনায় স্তর।

৬। ততো কেশানি ছেত্বান পব্বজ্জিং অনগারিয়ং
সাজ্জ মে সত্তমী রত্তি যতো তণ্হা বিসোসিতা।

—তখন কেশ ছেদন করিয়া আমি গৃহহীন (অর্থাৎ গৃহত্যাগপূর্ব্বক) প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলাম। যে দিন হইতে আমার তৃষ্ণা ক্ষয় হইয়াছে, সেই দিন হইতে আজ আমার সপ্তম রাত্রি।

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে এই শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে—উপ+আ+বিশ্ অদ্যতনী উত্তম পুরুষ ইং। 'আ' উপসর্গ এখানে অপ্রয়োজনীয়। উপ—বিশ্ ধাতুর অর্থই 'বসা'—ব্যাখ্যাকর্ত্তা 'পা' ব্যাখ্যা করিতে 'আ' আনিয়াছেন, কিন্তু 'উপ+অবিসিং' সন্ধি করিলেই 'পা' মিলিতে পারে।

ছেত্বান—ছিদ্+ত্বান (Gerund) বৈদিক প্রত্যয়।

পব্বজিস্সং—প্র—ব্রজ+অজ্ঞতনী উত্তম পুরুষ একবচনে ইং।

সাজ্জ—সা+অজ্জ (অদ্য) সন্ধিতে পরবর্ত্তী স্বরের লোপ হইয়াছে।

তণ্‌হা—তৃষ্ণা শব্দ বিপর্য্যাস ও উষ্মধ্বনির মহাপ্রাণতায় তণ্‌হা হইয়াছে। (ষ্ণ>ণ্হ)।

স্বর্গত বিজয়চন্দ্র মজুমদার এই গাথাগুলির পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

উচ্চকুলে জন্ম মম; বহুবিত্ত, রূপবর্ণযুতা
মজ্‌ঝ নামে মহাধনী সুবিখ্যাত শ্রেষ্ঠীবর সুতা;
লভিতে আমারে কত রাজপুত্র শ্রেষ্ঠিপুত্রগণ
পাঠাত পিতার কাছে দূতবর্গে করিয়া যতন।
"যতেক হিরণ্যে রত্নে অনুপমা হইবে তুলিত,
দিব আটগুণ তার"—দূত আসি' এমনি বলিত।
কিন্তু হেরি' লোক-জ্যেষ্ঠে উদ্‌বুদ্ধ হইল মম প্রাণ
বন্দিয়া চরণ তাঁর বিজনে ধেয়ানে বসিলাম।
অনুকম্পা করি' মোরে ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন গৌতম
আসনে বসিয়া আমি লভিলাম ফল মনোরম।
ছেদিয়া কেশের ভার অনাগার লভিনু অমনি—
তৃষ্ণাক্ষয় দিন হতে আজি হল সপ্তম রজনী।

[দুই]

মখাদেব জাতক

অতীতে বিদেহরট্‌ঠে মিথিলায়ং মখাদেবো নাম রাজা অহোসি ধম্মিকো ধম্মরাজো। সো চতুরাসীতিবস্স-সহস্সানি কুমারকীলং তথা ওপরজ্জং তথা মহারজ্জং কত্বা দীঘং অদ্ধানং খেপেত্বা একদিবসং কপ্পকং আমন্তেসি 'যদা মে সম্ম কপ্পক সিরস্মিং ফলিতানি পস্সেয্যাসি অথ মে আরোচেয্যাসীতি।

—অতীতে বিদেহ রাষ্ট্রের অন্তর্গত মিথিলাতে মখাদেব নামে একজন ধার্ম্মিক ধর্ম্মরক্ষক রাজা ছিলেন। তিনি চুরাশী হাজার বৎসর বাল্যক্রীড়া, যৌবরাজ্য

এবং মহারাজের কর্ত্তব্য করিয়া দীর্ঘকাল কাটাইয়া (দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া) একদিন এক ক্ষৌরকারকে ডাকাইয়া বলিলেন, হে ভদ্র ক্ষৌরকার, আমার মাথায় যখনই পক্কেশ দেখিতে পাইবে তখনই আমাকে জানাইবে।

বিদেহ রট্‌ঠে—রাষ্ট্রে>রট্‌ঠে ; এখানে তিনটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমত, পালি ও প্রাকৃতে দুইয়ের অধিক ব্যঞ্জন বর্ণের সংযোগ থাকে না। এই জন্য ষ্ট্র>ষ্ট। দ্বিতীয়ত, এখানে উষ্ম ও স্পর্শ বর্ণের সংযোগ থাকায় সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী স্পর্শবর্ণটিকে মহাপ্রাণ বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া তাহার সহিত উষ্মবর্ণটির সমীকরণ করা হইয়াছে—ষ্ট>ঠ্ঠ ; কিন্তু দুইটি মহাপ্রাণ বর্ণ পাশাপাশি থাকিতে পারে না, এই জন্য ঠ্ঠ>ট্ঠ। তৃতীয়ত, সংযুক্ত বর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়—রাষ্ট্রে>রট্‌ঠে।

মিথিলায়ং—অনুস্বারের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়। যেমন—মাং>মং ; এখানে মিথিলায়াং>মিথিলায়ং।

অহোসি—পালিতে 'ভূ' ধাতু প্রায়ই 'হ'তে রূপান্তরিত হয়। ভবিত> হোতি ; ভবামি>হোমি—এইরূপ দ্বিবিধ রূপ হইয়া থাকে। অজ্ঞতনীতে অভবি, অহোসি। ভূ+অজ্ঞতনী প্রথম পুরুষ একবচনে ই।

দীঘং অদ্ধানং খেপেত্বা—(দীর্ঘম্‌ অধ্বানং ক্ষেপয়িত্বা) দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ; এখানে দীর্ঘ কাল কাটাইয়া—**Pali Idiom.**

ফলিতানি<পলিতানি। আদি বর্ণের মহাপ্রাণতা (শ্বাসাঘাতের প্রভাবে)।

সিরস্মিং—সর্ব্বনাম শব্দের রূপ-সাদৃশ্যে সপ্তমীর একবচনে—স্মিন্‌ ; যেমন, বুদ্ধস্মিং (তুলনীয় সর্ব্বস্মিন্‌)। অন্ত্য ব্যঞ্জন থাকে না বলিয়া ন্‌ লোপ—লোপের ক্ষতিপূরণে অনুস্বারের আগম (Compensatory Nasalisation)।

পস্‌সেয্যাসি—পস্‌ (দৃশ্‌)+এয্যাসি (সপ্তমী)—**Optative** (বিধিলিঙ) মধ্যম পুরুষের একবচন।

•কপ্পকো পি দীঘং অদ্ধানং খেপেত্বা একদিবসং রঞ্ঞো অঞ্জন-বণ্ণানং কেসানং অন্তরে একং এব ফলিতং দিস্বা—দেব, একং তে ফলিতং দিস্‌সতীতি আরোচেসি। তেন হি মে সম্ম তং ফলিতং উদ্ধরিত্বা পাণিম্হি ঠপেহীতি চ বুত্তো সুবণ্ণ-সণ্ডাসেন উদ্ধরিত্বা রঞ্ঞো পাণিম্হি পতিট্‌ঠাপেসি। তদা রঞ্ঞো চতুরাসীতিবস্‌স-সহস্‌সানি আয়ুং অবসিট্‌ঠং হোতি।

—ক্ষৌরকারও দীর্ঘকাল ক্ষেপন করিয়া একদিন রাজার অঞ্জনবর্ণ কেশরাশির মধ্যে একটি মাত্র পক্ককেশ দেখিয়া জানাইল—"দেব, একটি পক্ককেশ দেখা যাইতেছে"। "তবে হে ভদ্র, সেই পক্ককেশ তুলিয়া আমার হাতে রাখ"। এই কথা বলা হইলে পর সে সোনার সাঁড়াশী দিয়া তাহা তুলিয়া রাজার হাতে রাখিল। তখনও রাজার চুরাশী হাজার বৎসর আয়ু অবশিষ্ট ছিল।

দিস্বা—দিস্ (√ দৃশ)+ক্ত্বাচ্।

আরোচেসি—আ—রুচ্+ই অজ্জতনী প্রথম পুরুষের একবচন। পালিতে সংস্কৃত রুচ্ ধাতুর অর্থপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সংস্কৃত অর্থ—দীপ্তি পাওয়া। এখানে অর্থ—'জানানো' (to inform)।

পাণিম্হি—সর্ব্বনাম শব্দের সপ্তমী একবচনের রূপসাদৃশ্যে পাণিস্মিন্ (cf সর্ব্বস্মিন্)। ন্—অন্ত্য ব্যঞ্জন বলিয়া লুপ্ত। 'স্মি' বিপর্য্যাস সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী ম্হি। সুতরাং পাণিস্মিন্ > পাণিম্হি।

ঠপেহি—স্থা+ণিচ্—লোট মধ্যম পুরুষের একবচনে 'হি'। সাধারণত সংযুক্ত ব্যঞ্জন পালিতে প্রথমে বসে না—সেইজন্য স্থা > ঠা (স্বতো মূর্দ্ধন্যীভবন)।

বুত্তো—বি—বচ্+ক্ত। সংস্কৃত ব্যুক্ত। ব্যুক্তঃ > বুত্তো।

সণ্ডাসেন—সংদংশেন। দ এর মূর্দ্ধন্যীভবন হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী অনুস্বার লোপে পূর্ব্বস্বরের দীর্ঘতা হইয়াছে। বাংলা সাঁড়াশি শব্দ এই শব্দ হইতেই উৎপন্ন।

পতিট্ঠাপেসি—প্রতি (পতি)—স্থা (ট্ঠা)+ণিচ্ অজ্জতনী প্রথম পুরুষের একবচন 'ই'।

এবং সন্তে পি ফলিতং দিস্বা ব মচ্চুরাজানং আগন্ত্বা সমীপে ঠিতং বিঅ অত্তানং আদিত্তপণ্ণসালং পবিট্ঠং বিঅ চ মঞ্ঞমানো সংবেগং আপজ্জিত্বা—বাল মখাদেব যাব ফলিতস্স' উপ্পাদা ব ইমে কিলেসে জহিতুং নাসক্খীতি চিন্তেসি।

—এরূপ হওয়া সত্ত্বেও পক্ককেশ দেখিয়া রাজা ভাবিলেন—মৃত্যুরাজ আসিয়া যেন নিকটে দাঁড়াইয়াছেন—তিনি যেন প্রদীপ্ত পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়াছেন। আবেগ প্রাপ্ত হইয়া তিনি চিন্তা করিলেন—মূর্খ মখাদেব, পক্ককেশের আবির্ভাব হওয়া পর্য্যন্ত তুমি এই সকল (সাংসারিক) ক্লেশ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইলে না।

ঠিতং—স্থিতং ; সংযুক্ত ব্যঞ্জন শব্দের প্রথমে বসে না বলিয়া 'স' লুপ্ত হইয়াছে। 'থ' এর স্বতোমূর্দ্ধন্যীভবন।

উপ্পাদা<উৎপাদাৎ। ৎ ও প এর সমীভবন। পালিতে অন্ত্যব্যঞ্জন থাকে না। তাই পদান্ত 'ৎ' লুপ্ত হইয়াছে।

চিন্তেসি—চিন্ত্‌+অদ্যতনী প্রথম পুরুষের একবচনে ই।

তস্‌স, এবং ফলিতপ্রাতুভাবং আবজ্জন্তস্‌স আবজ্জন্তস্‌স অন্তোডাহো উপ্পজ্জি। সরীরা স্বেদা মুচ্চিংসু। সাটকা পীলেত্বা অপনেতব্বকারপ্পত্তা অহেসুং। সো অজ্জ' এব ময়া নিক্‌খমিত্বা পব্বজিতুং বট্টতীতি কপ্পকস্‌স সতসহস্‌সুট্‌ঠানং গামবরং দত্বা জেট্‌ঠপুত্তং পক্কোসাপেত্বা ঃ তাত, মম সীসে ফলিতং পাতুভূতং। মহল্লকো ম্‌হি জাতো।

—এইরূপে পক্বকেশের আবির্ভাব সম্পর্কে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল, দেহ হইতে স্বেদ নির্গত হইল এবং বস্ত্রাদি পীড়াজনক হওয়ায় অপনয়নযোগ্য হইল। অদ্যই নিষ্ক্রমণ করিয়া আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা উচিত—ইহা ভাবিয়া তিনি ক্ষৌরকারকে শত সহস্র আয়যুক্ত সুন্দর গ্রাম দানপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—"বৎস, আমার শিরে পক্বকেশ আবির্ভূত হইয়াছে—আমি বৃদ্ধ হইয়াছি।"

পাতুভাবং < প্রাদুর্ভাবং ; ঘোষবর্ণ দ-এর অঘোষত্ব লক্ষণীয়। পৈশাচী প্রাকৃতেও অনুরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

আবজ্জন্তস্‌স—আ–বৃজ+ণিচ্‌+শতৃ ষষ্ঠীর একবচন (শতৃ–অন্ত)।

অন্তোডাহো—অন্তঃ+দাহঃ>অন্তোডাহো। দ-কারের স্বতোমূর্দ্ধন্যীভবন।

মুচ্চিংসু—মুচ্‌+ণিচ্‌ অদ্যতনী প্রথম পুরুষের বহুবচন 'ইংসু'।

পীলেত্বা < পীড়য়িত্বা।

অহেসুং—ভূ+অদ্যতনী প্রথম পুরুষের বহুবচন 'উং' ; অদ্যতনীর প্রথম পুরুষের বহুবচনে 'উং' এবং 'ইংসু'—দুইই হইয়া থাকে।

অজ্জ' এব—অদ্য+এব ; পালি স্বরসন্ধিতে স্বরের পর স্বর থাকিলে একটি লুপ্ত হয়। এখানে পূর্ব্ববর্তী স্বর লুপ্ত হইয়াছে।

বট্টতি < বর্ত্ততে ; র-কারের প্রভাবে মূর্দ্ধন্যীভবন। (Resultant cerebralisation)।

উট্‌ঠানং < উত্থানং (Income) স্বতোমূর্দ্ধন্যীভবন।

সতসহস্‌স+উট্‌ঠানং—পালি স্বরসন্ধি। পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের লোপ। উ-কার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত।

অপনেতব্বকারপ্পত্তা—অপনেতব্যাকারঃ প্রাপ্তা। (অপনেতব্যাকার প্রাপ্তা—fit for removal)। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা পুস্তকে ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—অপনেতব্য+কারপাত্র; কিন্তু এই ব্যুৎপত্তিতে প-কারের দ্বিত্ব ব্যাখ্যাত হয় না। তাহা ছাড়া 'অপনেতব্য করণের পাত্র' এই অর্থও সঙ্গতিহীন। রাজবেশ পীড়াদায়ক ও ত্যাজ্য—ইহাই রাজার বক্তব্য।

সীসে—শীর্ষে>সিস্‌সে>সীসে।

মহল্লকো—বৃদ্ধ (মহৎ+ল+ক—বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যায় এই ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু 'ল' প্রত্যয়ের অর্থ এখানে স্পষ্ট নয়)। মহৎ+লোকঃ=মহল্লোকঃ (Aged man); অন্তর্ব্বর্ত্তী 'ও' কার 'অ' কার হইয়াছে। এইরূপ ব্যাখ্যাও কল্পনা করা যাইতে পারে।

ম্‌হি < অস্মি; শ্বাসাঘাতের অভাবে আদিস্বর লোপ (Aphesis)স্মি>ম্‌হি; সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী নাসিক্যবর্ণ আগে আসিয়াছে, উষ্মবর্ণ 'হ' হইয়া বিপর্য্যাসের ফলে পরে গিয়াছে। অথবা, মহল্লকো+অস্মি>মহল্লকো+অম্‌হি; স্বরসন্ধিতে পরবর্ত্তী স্বরের লোপ।

ভুত্তা খো পন মে মানুসকা কামা। ইদানি দিব্যকামে পরিয়েসিস্‌সামি। নেক্‌খম্মকালো ময্‌হং। ত্বং ইমং রজ্জং পটিপজ্জ। অহং পন পব্বজিত্বা মখাদেবম্ববনুয্যানে বসন্তো সমণধম্মং করিস্‌সামি তি আহ। তং এবং পব্বজিতুকামং অমচ্চা উপসংকমিত্বা —দেব, কিং তুম্‌হাকং পবজ্জাকারণং তি পুচ্ছিংসু। রাজা ফলিতং হত্থেন গহেত্বা অমচ্চানং ইমং গাথং আহ—

> উত্তমঙ্গরুহা ময্‌হং ইমে জাতা বয়োহরা
> পাতুভূতা দেবদূতা পবজ্জাসময়ো মমা'তি।

—"আমি মনুষ্যসুলভ কামনা ভোগ করিয়াছি—এখন দিব্য কামনার সন্ধান করিব। আমার নিষ্ক্রমণকাল উপস্থিত, তুমি এই রাজ্য গ্রহণ কর। আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া মখাদেবের আম্রবনে বাসপূর্ব্বক শ্রমণ ধর্ম্ম পালন করিব।" প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক সেই রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া অমাত্যগণ

প্রশ্ন করিলেন—"দেব, আপনার প্রব্রজ্যার কারণ কি ?" রাজা পক্বকেশটি হাতে লইয়া অমাত্যদের উদ্দেশ্যে এই গাথা বলিলেন—"মস্তকস্থিত এই কেশ আমার বয়োহরণকারী অর্থাৎ ইহারা আমার জরার সূচনা করিতেছে। ইহারা দেবদূতের মতই আবির্ভূত হইয়াছে—ইহাই আমার প্রব্রজ্যার সময়।"

পব্বিজ্জিস্সামি—পরি + ইয্ ভবিষ্যৎকালের উত্তম পুরুষের একবচন।

নেক্খম্ম<নৈষ্ক্রম্য (নিষ্ক্রম + ষ্য)। এখানে তিনটি পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমত ঐ=এ, কেন না পালিতে ঐ-কার নাই, ঐ-কারের পরিবর্ত্তে হয় 'এ'। দ্বিতীয়ত সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী ষ্ক>ক্খ। (উপসর্গ পূর্ব্বে থাকিলে স্পর্শবর্ণের মহাপ্রাণতা হয় না, সুতরাং ষ্ক>ক্ক হওয়াই নিয়ম-সঙ্গত। যেমন—দুষ্করং>দুক্করং; নিষ্কর্মঃ>নিকম্মো)। তৃতীয়ত—ম্য>ম্ম। বিশ্ববিদ্যালয়ের Text-এ আছে নেক্খম্ম, ব্যাখ্যাপুস্তকে আছে 'নেক্খম' শব্দের বিশ্লেষণ।

পটিপজ্জ—প্রতি + পদ্ পঞ্চমী (লোট্) মধ্যম পুরুষের একবচন। সংস্কৃত রূপ প্রতিপদ্যস্ব—পালিতে 'প্রতিপদ্য'-রূপ ধরিয়া লইয়া আনুষঙ্গিক পরিবর্ত্তনগুলি করা হইয়াছে। ১। প্র>প (শব্দের প্রথমে সংযুক্ত ব্যঞ্জন বসে না)। ২। তি>টি (মূর্দ্ধন্যীভবন, পূর্ব্ববর্ত্তী র-ফলার প্রভাবে)। ৩। দ্য>জ্জ (সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী)।

মখাদেবম্ববনুয্যানে—মখাদেব – আম্রবন = উদ্যানে। সাধারণতঃ 'দ্য'>জ্জ। কিন্তু এখানে পরাগত সমীভবনে দ্য>য্য। অথবা, মাগধী প্রভাবে উজ্জান>উয্যান হইতে পারে।

পুচ্ছিংসু—পুচ্ছ (প্রচ্ছ) অজ্জতনী ইংসু (প্রথম পুরুষের বহুবচন)।

মমা'ত্তি—মম + ইতি। পালি স্বরসন্ধির নিয়ম—স্বরের পর স্বর থাকিলে একটি স্বর লুপ্ত হয়। এখানে পরবর্ত্তী স্বর 'ই'কার লুপ্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী স্বরের লোপ হইলে কখনও কখনও পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হয়—মম=মমা। অন্য উদাহরণ—সাধু + ইতি>সাধূ'তি; দেব + ইতি>দেবা'তি। (পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর লুপ্ত হইলেও কখনও কখনও পরবর্ত্তী স্বর দীর্ঘ হয়—তথা + উপমং> তথূপমং)।

সো এবং বত্বা তং দিবসম্ এব রজ্জং পহায় ইসিপব্বজ্জং পব্বজিত্বা তস্মিঞ্ঞেব মখাদেবম্ববনে বিহরন্তো চতুরাসীতিবসস্সহস্সানি চত্তারো ব্রহ্মবিহারে ভাবেত্বা অপরিহীনজ্ঝানে ঠিতো কালং কত্বা

ব্রহ্মলোকে নিব্বত্তিত্বা পুন ততো চুতো মিথিলায়ং যেব নিমি নাম রাজা হুত্বা ওসক্কমানং অত্তনো বংসং ঘটেত্বা তত্থ' এব অম্ববনে পব্বজ্জিত্বা ব্রহ্মবিহারে ভাবেত্বা পুন ব্রহ্মলোকূপগো ব অহোসি।

—এইরূপ বলিয়া তিনি সেইদিনই রাজ্য ত্যাগ করিয়া ঋষি-সুলভ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং সেই মখাদেবের আম্রবনে বিহার করিতে করিতে চুরাশি হাজার বছর চারিটি ব্রহ্মবিহারে অবস্থিত থাকিয়াও তাঁহার ধ্যান শেষ হইল না। তখন মৃত্যুর পর তিনি ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন। তারপর সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া মিথিলায় নিমি নামে রাজা হইয়া নিজের প্রবৃদ্ধ বংশেই জন্মগ্রহণ করিলেন; পুনরায় সেই আম্রবনে প্রব্রজ্যা বাসের পর ব্রহ্মবিহারে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং ব্রহ্মলোকে গমনের যোগ্যতা অর্জ্জন করিলেন।

বত্বা—বচ্+ক্তাচ্ (Gerund)।

পহায়—প্র-হা+ল্যপ্ > প্রহায় > পহায়।

তস্মিঞ্ঞেব—তস্মিন্+এব। পালি নিগ্গহীত সন্ধির বিশেষত্ব লক্ষণীয়। প্রথমত 'ন' স্থানে অনুস্বার। 'এব' শব্দের 'এ' পরে থাকিলে অনুস্বারের স্থানে ঞ্ঞ হয়।

চত্তারো ব্রহ্মবিহারে—মৈত্রী (friendship), করুণা (compassion), মুদিতা (peacefulness) ও উপেক্ষা (non-attachment) এই চারিটি অবস্থার সহিত মানসিক সংযোগের নামই ব্রহ্মবিহার।

নিব্বত্তিত্বা—নির্—বৃৎ+ত্বাচ্ (Gerund)—জন্মগ্রহণ করিয়া।

হুত্বা—ভূ+ত্বাচ্ (Gerund)। 'ভূ' স্থানে 'হু' আদেশ।

ওসক্কমানং—অবশাখ্+ক্যচ্+কর্ম্মবাচ্যে শানচ্—নামধাতু। সঙ্গত রূপ ওসক্খমানং। (শাখা ইব আচরতি—শাখয়তি। 'অব' উপসর্গ। অব=ও)

যেব—মিথিলায়ং+এব। পালি নিগ্গহীত সন্ধির নিয়ম এই—'হি' ও 'এব' পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী অনুস্বার স্থানে বিকল্পে 'ঞ' হয়। যেমন, তং+হি=তঞ্হি। 'এব' পরে থাকিলে যদি অনুস্বার স্থানে ঞ্ হয় তবে তাহার দ্বিত্ব হইবে। যেমন—তং+এব=তঞ্ঞেব।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে 'ঞ' হয় বিকল্পে। যখন 'ঞ' হইবে না তখন অনুস্বারের পরে (অনুস্বারের স্থানে নয়) 'য' আগম হইবে। মিথিলায়ং+এব =মিথিলায়ং যেব।

[তিন]

'সুভাসিত'

পাঠ্যগ্রন্থে 'ধম্মপদ' হইতে কয়েকটি শ্লোক নির্ব্বাচিত হইয়াছে—শিরোনাম দেওয়া হইয়াছে 'সুভাষিত'। পালি রচনায় 'ষ'-এর অবস্থান ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে বিভ্রান্তিজনক। কিন্তু নূতন নামকরণের কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। প্রথম সংস্করণে 'ধম্মপদ'—এই শিরোনাম মুদ্রিত হইয়াছিল। 'ধম্মপদ' নামে আপত্তি কোথায় বুঝা কঠিন। ধম্মপদ ছাব্বিশটি বর্গে (বগ্‌গ) বিভক্ত। শ্লোকগুলি বিভিন্ন বর্গ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

১। **অপ্‌পমত্তো পমত্তেসু সুত্তেসু বহুজাগরো**
অবলস্‌সং ব সীঘস্‌সো হিত্বা যাতি সুমেধসো।

—প্রমত্তগণের মধ্যে নিজে অপ্রমত্ত হইয়া, সুপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিয়া পণ্ডিত—দ্রুতগামী অশ্ব যেরূপ দুর্ব্বল অশ্বকে অতিক্রম করে—সেইরূপ শীঘ্রগামী হন।

সীঘস্‌সো—শীঘ্রাশ্বঃ > সিগ্‌ঘস্‌সো > সীঘস্‌সো।

(ক) পালিতে শ > স;

(খ) ঘ্র > গ্‌ঘ; (সমীকরণ); সংযুক্ত ব্যঞ্জন পরে আছে বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব; পরে একটি ব্যঞ্জন (গ্‌) লোপ করিয়া স্বরটিকে আবার দীর্ঘ করা হইয়াছে।

(গ) অ-কারের পর বিসর্গ > ও।

২। **দুন্নিগ্‌গহস্‌স লহুনো যত্থকামনিপাতিনো**
চিত্তস্‌স দমথো সাধু চিত্তং দন্তং সুখাবহং।

—দুর্নিগ্রহ, লঘু, যথেচ্ছ বিচরণশীল চিত্তকে উত্তমরূপে দমন কর। দমিত (সংযত) চিত্ত সুখের কারণ হইয়া থাকে।

লহুনো—সংস্কৃত ইন্‌-ভাগান্ত শব্দরূপের সাদৃশ্যে গঠিত (গুণিনো); এইরূপ ভিক্‌খুনো, মুনিনো।

দমথো—পঞ্চমীর (লোট্—Imperative) মধ্যমপুরুষের বহুবচন। লট্ মধ্যমপুরুষ দ্বিবচনের বিভক্তি 'স্' এখানে যুক্ত হইয়াছে। দমথঃ > দমথো (Extended from Present dual—Second person)। এইরূপ Extension-এর উদাহরণ পালিপ্রাকৃতে প্রচুর পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা

পুস্তকে 'দমথো'—ক্রিয়াপদরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই। সেখানে বলা হইয়াছে 'দমথো' পুংলিঙ্গ কর্তৃকারকের একবচনের পদ। 'চিত্তস্স দমথো সাধু' এই বাক্যের অর্থ করা হইয়াছে চিত্তের দমন (Restraint) শুভজনক। ডক্টর সুকুমার সেন তাঁহার 'Comparative Grammar of the middle Indo Aryan' গ্রন্থে লট্ মধ্যমপুরুষের দ্বিবচন 'থস্' বিভক্তি যে লোট্ মধ্যম পুরুষের বহুবচনে প্রযুক্ত হয় তাহা স্বীকার করিয়াছেন (পৃঃ ১০৯)। ভিক্ষু শীলভদ্র রচিত ধম্মপদের অনুবাদগ্রন্থে এই অংশের অনুবাদ করা হইয়াছে—"চিত্তের দমন শুভজনক"। এই অনুবাদই হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে গৃহীত হইয়াছে।

'চিত্তস্স'-কর্মকারকের অর্থে ষষ্ঠী—পালিতে এরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। পঞ্চমীর অর্থেও ষষ্ঠী হইয়া থাকে—যেমন, 'সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স।'

দন্তং > দান্তং > দম্ + ক্ত > সংযুক্ত ব্যঞ্জন পরে আছে বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হইয়াছে।

৩। ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং
অত্তনো ব অবেক্খেয্য কতানি অকতানি চ।

—অপরের ত্রুটি, অপরের কৃত বা অকৃত কর্মের আলোচনা করিও না—নিজের কৃত বা অকৃত কর্মের উপরই দৃষ্টি রাখিবে।

পরেসং < পরেষাং—(ক) ষ > স

(খ) অনুস্বারের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব।

কতাকতং < কৃতাকৃতং—ঋ > অ।

অত্তনোব—আত্মনঃ এব। ব < এব—আদিস্বর লোপ Aphesis অথবা সন্ধিতে 'এ' লোপ।

অবেক্খেয্য—অব-ঈক্ষ সপ্তমী (বিধিলিঙ) প্রথম পুরুষের একবচনে এয্য (Pali Optative)।

৪। যথাপি পুপ্ফরাসিম্হা কয়িরা মালাগুণে বহূ
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুসলং বহুং।

—পুষ্পরাশি হইতে যেরূপ বহু মাল্য রচিত হয় সেইরূপ যে মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাকেও বহুল পরিমাণে মঙ্গল কর্ম করিতে হইবে।

পুপ্ফরাসিম্হা < পুষ্পরাশিস্মাৎ

(ক) ষ্প > প্ফ (সমীকরণ)

(খ) অন্ত্য ব্যঞ্জন 'ৎ'-এর লোপ

(গ) স্মা>ম্হা বিপর্য্যাস ও উষ্মধ্বনির মহাপ্রাণতা।

পুপ্ফরাশিম্হাৎ—সর্ব্বনামশব্দের রূপ সাদৃশ্যে গঠিত (Analogy)।

কয়িরা—সংস্কৃত কুর্য্যাৎ (বিধিলিঙ প্রথম পুরুষের একবচন) > * কর্য্যাৎ < * কর্য্যা > কয়্‌রা—বিপর্য্যাস (Metathesis)

স্বরভক্তির (Anaptyxis) ফলে 'ই'।

মচ্চেন<মর্ত্ত্যেন

(ক) তিন ব্যঞ্জনের সংযোগ হয় না বলিয়া রেফ লোপ

(খ) ত্য>চ্চ (অন্যোন্য সমীকরণ)।

৫। পুত্তা ম'ত্থি ধনং ম'ত্থি ইতি বালো বিহঞ্ঞতি

অত্তা হি অত্তনো নত্থি কুতো পুত্তো কুতো ধনং।

—আমার পুত্র আছে, আমি ধনবান এইরূপ চিন্তা করিয়া মূর্খ বিনষ্ট হয়। আমি নিজেই আমার নিজের নই—পুত্র বা ধনই বা কিসে আপনার হইবে?

ম'ত্থি—মে+অত্থি। স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকিলে একটি স্বরের লোপ হয়। এখানে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর লুপ্ত হইয়াছে।

বিহঞ্ঞতি<বিহন্যতে

(ক) পালিতে ন্য=ঞ্ঞ (ন্ন অথবা জ্ঞ—এই দুইটি সংযুক্ত ব্যঞ্জনেরও এইরূপ রূপান্তর হয়)।

(খ) সংস্কৃতের আত্মনেপদ-পরস্মৈপদের পার্থক্য পালিতে সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় না।

৬। সেলো যথা একঘনো বাতেন ন সমীরতি

এবং নিন্দাপসংসাসু ন সমিঞ্জন্তি পণ্ডিতা।

—সংহত শৈল যেরূপ বায়ুর দ্বারা বিচলিত হয় না, পণ্ডিতগণও সেইরূপ নিন্দাপ্রশংসায় বিচালিত হন না।

সেলো<শৈলঃ

(ক) শ>স

(খ) ঐ>এ—পালিতে ঐকার নাই

(গ) অ-কারের পর বিসর্গ>ও।

সমীরতি—এখানে কর্ম্মবাচ্যের অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগ হইয়াছে। সম্—ঈর্+লট্ তি।

সমিজ্ঞক্তি—*ইঝ ধাতু (Hypothetical)+লট্ অস্তি।

৭। যো সহস্সং সহস্সেন সংগামে মানুসে জিনে
একং চ জেয্যং অত্তানং স বে সংগামজুত্তমো।

—যিনি সহস্রবার সহস্র মানুষকে সংগ্রামে জয় করিয়াছেন (তাহা অপেক্ষা) যিনি কেবলমাত্র নিজেকে জয় করিয়াছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ বিজয়ী।

জিনে—<জিনেৎ (অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপ)। পালিতে জি ধাতুর রূপ—জেতি, জিনাতি। সংস্কৃতের আদর্শে বিধিলিঙ্-এর রূপ জিনেৎ। Pali optative জেয্য।

জেয্যং—সংস্কৃত জেয়ং (জেতব্য)>জেয্যং Doubling of Consonant due to accent. অর্থ দাঁড়াইবে—যিনি জেতব্য আপনাকে জয় করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্ব বিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে বলা হইয়াছে "Read জেয্য" (জেয্যং নহে)—জি+এয্য Optative Third Person Singular. এই ক্ষেত্রে অর্থ হইবে—যিনি নিজেকে জয় করিবেন।

সংগামজুত্তমো—সংগ্রামজিৎ+উত্তমো

(ক) অন্ত্যব্যঞ্জন 'ত্'-এর লোপ

(খ) সংগামজি+উত্তমো।

স্বরসন্ধি—পূর্ব্বস্বরের লোপ।

পরবর্ত্তী স্বর জ-কারের সঙ্গে যুক্ত।

স বে—'বে' পাদপূরণের অব্যয়। সে-ই।

৮। সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স সব্বে ভায়ন্তি মচ্চুনো
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে।

—সকলেই দণ্ডকে ভয় পায়—সকলেই মৃত্যুভয়ে ভীত। সকলকে আত্মোপম জ্ঞান করিয়া প্রাণের হানি করিও না—আঘাতও করিও না।

দণ্ডস্স—অপাদান কারকে পঞ্চমীর স্থানে ষষ্ঠী।

ভায়ন্তি—বৈদিক রূপ 'ভয়তে' সংস্কৃত রূপ 'বিভেতি'।

হনেয্য—হন+সপ্তমী (Optative) প্রথম পুরুষের একবচন।

ঘাতয়ে—ঘাতয়েৎ (হন+ণিচ্ বিধিলিঙ্ প্রথম পুরুষের একবচন)। অন্ত্য ব্যঞ্জনের লোপ।

৯। সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স সব্বেসং জীবিতং পিয়ং
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে॥

—সকলেই দণ্ডকে ভয় পায়—জীবন সকলেরই প্রিয়। সকলকে আত্মোপম জ্ঞান করিয়া প্রাণের হানি বা আঘাত করিও না।

১০। পস্স চিত্তকতং বিম্বং অরুকায়ং সমুস্সিতং
আতুরং বহুসঙ্কপ্পং যস্স নত্থি ধুবং ঠিতি।

—এই বিচিত্রিত, ক্ষতসঙ্কুল, সমুন্নত, ব্যাধিপীড়িত এবং বহু কামনাযুক্ত এই দেহবিম্বের প্রতি দৃষ্টিপাত কর—যাহার কোন ধ্রুব স্থিতি নাই।

চিত্তকতং<চিত্রকৃতং ; ঋ=অ।

ধুবং<ধ্রুবং—শব্দের প্রথমে সাধারণতঃ সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকে না বলিয়া র-ফলার লোপ।

অরুকায়ং—অরুষ্‌+কায়ং। ছিদ্রযুক্ত কায়া।

সমুস্‌সিতং—সমুচ্ছ্রিতং। যাহা উঁচু হইয়া উঠিয়াছে।

ঠিতি < স্থিতি

(ক) শব্দের আদিতে সাধারণতঃ সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকে না বলিয়া স্‌ লুপ্ত

(খ) থিতি>ঠিতি (স্বতোমূর্দ্ধন্যীভবন)।

১১। অপ্পস্সুতা'য়ং পুরিসো বলিবদ্দো ব জীবতি
মংসানি তস্স বড্‌ঢন্তি পঞ্‌ঞা তস্স ন বড্‌ঢতি।

—স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তি বলীবর্দ্দের ন্যায় জীবন ধারণ করে। তাহার মাংস বর্দ্ধিত হয়, প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত হয় না।

অপ্পস্সুতা'য়ং—অপ্পস্সুতো+অয়ং। পালি স্বরসন্ধির নিয়ম এই যে স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকিলে একটি স্বরের লোপ হয়। পূর্ব্বস্বর লুপ্ত হইলে পরবর্ত্তী স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়। এখানে পূর্ব্ব স্বর ও-কার লুপ্ত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী স্বর অ-কার দীর্ঘ হইয়াছে। (মনে রাখিতে হইবে পরবর্ত্তী স্বর লুপ্ত হইলেও পূর্ব্ব স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়—যেমন সাধু+ইতি= সাধূতি ; দেব+ইতি=দেবাতি)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা পুস্তকে এই সন্ধিকে বলা হইয়াছে "Contraction of vowels into আ"—এই ব্যাখ্যা পালি ব্যাকরণ-বিরোধী।

বড্‌ঢতি < বর্দ্ধতে—মূর্দ্ধন্যীভবন (রেফের প্রভাব, এই জন্য Resultant cerebralisation)।

পঞ্‌ঞা < প্রজ্ঞা

(ক) শব্দের আদিতে সাধারণতঃ সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকে না, তাই র-ফলার লোপ।

(খ) জ্ঞ>ঞ্‌ঞ।

১২। অচরিত্বা ব্রহ্মচরিয়ং অলদ্ধা যোব্বনে ধনং
জিণ্ণ কোঞ্চা'ব ঝায়ন্তি খীণ মচ্ছে'ব পল্ললে।

—ব্রহ্মচর্য্য আচরণ না করিয়া, যৌবনে ধন উপার্জ্জন না করিয়া, মনুষ্য মৎস্যহীন সরোবরে জীর্ণ ক্রৌঞ্চের ন্যায় বৃথাই ধ্যান করে (অর্থাৎ চিন্তা করে)।

যোব্বনে < যৌবনে

(ক) পালিতে ঔ>ও

(খ) শ্বাসাঘাতের জন্য ব-কারের দ্বিত্ব।

জিণ্ণ কোঞ্চা'ব—জিণ্ণকোঞ্চ + ইব (জীর্ণক্রৌঞ্চঃ ইব)

স্বরসন্ধির নিয়ম অনুযায়ী পরবর্ত্তী স্বরের লোপ হইয়াছে, এবং পূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ হইয়াছে।

ঝায়ন্তি < ধ্যায়ন্তি—ধ্য>জ্ঝ>ঝ।

১৩। অত্তা হি অত্তনো নাথো কো হি নাথো পরো সিয়া
অত্তনা'ব সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং।

—আপনিই আপনার আশ্রয় (শরণ), অন্য কে আর আশ্রয় হইবে? আপনাকে সুসংযত করিলে দুর্লভ শরণ লাভ হয়।

সিয়া < স্যাৎ

(ক) অন্ত্য ব্যঞ্জনের লোপ

(খ) স্বরভক্তি ই-কারের আগম স্যা>সিয়া।

অত্তনা'ব—অত্তনা+এব পরবর্ত্তী স্বরের লোপ।

১৪। উত্তিট্‌ঠে নপ্পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ।

—উত্থানশীল হও, প্রমত্ত হইও না, সুচরিত ধর্ম্ম পালন কর। ধর্ম্মচারী ইহলোকে ও পরলোকে সুখে বাস করেন।

উত্তিট্‌ঠে>উত্তিষ্ঠেৎ

(ক) অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপ।

(খ) ষ্ঠ>ট্‌ঠ (সমীকরণ)।

নপ্পমজ্জেয্য—(ন প্রমাদ্যেত) ন+প্র+মদ্-সপ্তমী (বিধিলিঙ্) প্রথম পুরুষের একবচনে এয্য। 'ন' কারের পরে 'প্র' এই সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সমীকরণ হইয়াছে, সুতরাং 'ন' এখানে উপসর্গের ন্যায় ব্যবহৃত।

চরে<চরেৎ—অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ। **সেত্তি**<শেতে।

পরম্হি—পরস্মিন্।

(ক) অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপ।

(খ) স্মি>ম্হি (বিপর্য্যাস ও উষ্মবর্ণের মহাপ্রাণতা)।

১৫। **ন কহাপণ বস্সেন তিত্তি কামেসু বিজ্জতি**
অপ্পস্সাদা দুক্খা কামা ইতি বিঞ্ঞায় পণ্ডিতো।

—স্বর্ণ মুদ্রার বর্ষণেও কামনার তৃপ্তি হয় না। কামনা অল্পস্বাদ ও দুঃখজনক—ইহা যিনি জানিয়াছেন তিনি পণ্ডিত।

কহাপণ—কার্ষাপণ>কস্সাপণ>কহাপণ ; বাংলার কাহণ শব্দের উৎপত্তি 'কহাপণ' হইতে। ইরাণীয় বস্তুমানবাচক 'কর্ষ' শব্দ হইতে গৃহীত সংস্কৃত "কার্ষাপণ" শব্দ মুদ্রাবিশেষ বুঝাইত।

বিঞ্ঞায়<বিজ্ঞায় ; জ্ঞ=ঞ্ঞ। **তিত্তি**<তৃপ্তি।

১৬। **জয়ং বেরং পসবতি দুক্খং সেত্তি পরাজিতো**
উপসন্তো সুখং সেত্তি হিত্বা জয়পরাজয়ং।

—জয় শত্রুতা সৃষ্টি করে, পরাজিত ব্যক্তি দুঃখে অবস্থান করে। যিনি শান্তচিত্ত তিনি জয় ও পরাজয় ত্যাগ করিয়া সুখে অবস্থান করেন।

জয়ং—কর্তৃকারকের পদ ; সংস্কৃতে পুংলিঙ্গ ; এখানে ক্লীবলিঙ্গ পদরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে।

১৭। **আরোগ্যপরমা লাভা সন্তুট্‌ঠী পরমং ধনং**
বিস্সাসপরমা ঞাতি নিব্বাণং পরমং সুখং।

—আরোগ্য শ্রেষ্ঠ লাভ, সন্তোষ শ্রেষ্ঠ ধন, বিশ্বাস শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতি,[২] নির্ব্বাণ শ্রেষ্ঠ সুখ।

সন্তুট্‌ঠী—ব্যঞ্জন পরে থাকায় পূর্ব্বস্বরের দীর্ঘতা।

ঞাতি<জ্ঞাতি ; জ্ঞ>ঞ্ঞ>ঞ (শব্দের আদিস্থিত বলিয়া)।

২। ভিক্ষু শীলভদ্র কৃত ধম্মপদের অনুবাদে আছে "বিশ্বস্ত মিত্র শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতি।" —কিন্তু মূলে "মিত্রের" উল্লেখ নাই।

১৮। **মা পিয়েহি সমাগঞ্ছি অপ্পিয়েহি কুদাচনং**
পিয়ানং অদস্‌সনং দুক্খং অপ্পিয়ানঞ্চ দস্‌সনং।

—প্রিয় এবং অপ্রিয়—উভয়েরই সংসর্গ ত্যাগ করিবে। প্রিয়ের অদর্শন দুঃখ, অপ্রিয়ের দর্শন দুঃখ।

সমাগঞ্ছি—এখানে 'মা' এই নিষেধার্থক অব্যয়ের যোগে লুঙ্ (মাঙি লুঙ্) অর্থাৎ অদ্যতনীর প্রয়োগ হইয়াছে। সম্—আ—গম্+ই অদ্যতনী মধ্যম পুরুষের একবচন। 'ঞ্' বিষমীভবনের উদাহরণ। ব্যাকরণসম্মত রূপ—সমাগচ্ছি। মূল ধম্মপদের কোন কোন সংস্করণে 'সমাগচ্ছি' পাঠ-ই রক্ষিত আছে।

কুদাচনং—'কুদা' শব্দে 'কু' প্রাতিপদিক—'কুত্র' 'কুহ'—প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্যে। অনুস্বার—অ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের একবচনের রূপের সাদৃশ্যে।

১৯। **অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে**
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলীকবাদিনং।

—ক্রোধহীনতা দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, সাধুতা দ্বারা অসাধুকে জয় করিবে; দানের দ্বারা জয় করিবে কৃপণকে, সত্যের দ্বারা জয় করিবে মিথ্যাবাদীকে।

জিনে<জিনেৎ। অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপ।

কদরিয়ং<কদর্যং। স্বরভক্তি ই-কারের আগম (Anaptyxis);
কদর্য শব্দের অর্থ বর্তমানে 'কুৎসিত' হইয়াছে। প্রাচীন অর্থ 'কৃপণ'।

২০। **ন তেন পণ্ডিতো হোতি যাবতা বহু ভাসতি**
খেমী অবেরী অভয়ো পণ্ডিতো'তি পবুচ্চতি।

—বহু ভাষণ করিলেই (অর্থাৎ বাচালতা দ্বারা) কেহ পণ্ডিত হয় না। যিনি সহিষ্ণু এবং শত্রুতা ও ভয় হইতে মুক্ত তিনিই পণ্ডিত।

হোতি—পালিতে 'ভূ' ধাতুর আর একটি রূপ 'হু'—সেই ক্ষেত্রে ইহার বর্তমান কালে ক্রিয়ারূপ হইবে—হোন্তি, হোতি; হোসি, হোথ; হোমি, হোম। অন্যত্র ভবতি, ভবন্তি—এই রূপও হইবে।

খেমী<ক্ষেমী; শব্দের আদিতে ক্ষ>খ। ক্ষেম অর্থাৎ ধৈর্য্য আছে যাহার।

অবেরী<অবৈরী—পালিতে ঐ>এ।

পবুচ্চতি—প (প্র)+বচ্ লট কর্মবাচ্যে; পণ্ডিতো+ইতি>**পণ্ডিতো'তি**—স্বরসন্ধিতে পরবর্তী স্বরের লোপ।

২১। **দূরে সন্তো পকাসেন্তি হিমবন্তো ব পব্বতো**
অসন্তেথ ন দিস্সন্তি রত্তিখিত্তা যথা সরা।

—তুষারাবৃত পর্ব্বতের ন্যায় সাধুগণ দূর হইতেই প্রকাশিত হন। অসাধুগণ রাত্রিকালে নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় দৃষ্ট হয় না।

হিমবন্তো ব—হিমবন্তো+ইব। স্বরসন্ধিতে পরবর্ত্তী স্বরের লোপ।

অসন্তেথ—অসন্তো+এথ। স্বরসন্ধিতে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের লোপ, পরবর্ত্তী স্বর পূর্ব্ববর্ত্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনে যুক্ত।

রত্তিখিত্তা—রাত্রিক্ষিপ্তা (Cast at night) রাত্রি>রত্তি; ক্ষিপ্তা> খিত্তা।

২২। **সুখা মত্তেয্যতা লোকে অথো পেত্তেয্যতা সুখা**
সুখা সামঞ্ঞতা লোকে অথো ব্রহ্মঞ্ঞতা সুখা।

—সংসারে মাতা ও পিতার প্রতি আনুগত্য সুখকর—শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের প্রতি আনুগত্যও সুখাবহ।

মত্তেয্যতা, পেত্তেয্যতা, সামঞ্ঞতা, ব্রহ্মঞ্ঞতা—এই শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি ব্যাকরণবিধি সম্মত নহে। ইহাদের উৎস সম্পর্কে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে—

* মাত্রেয়তা > মত্তেয্যতা

* পৈত্রেয়তা > পেত্তেয্যতা

* শ্রামণ্যতা > সামঞ্ঞতা

* ব্রহ্মণ্যতা > ব্রহ্মঞ্ঞতা।

প্রতিক্ষেত্রেই শ্বাসাঘাতের ফলে য-কারের দ্বিত্ব হইয়াছে।

২৩। **চক্খুনা সংবরো সাধু সাধু সোত্তেন সংবরো**
ঘাণেন সংবরো সাধু সাধু জিব্হায় সংবরো।

—চক্ষুর সংযম মঙ্গল, কর্ণের সংযম মঙ্গল; নাসিকার সংযম মঙ্গল, জিহ্বার সংযম মঙ্গল।

সোত্তেন < শ্রোত্রেণ।

জিব্হায় < তৃতীয়ার একবচন। (জিহ্বা—জিব্হা—metathesis)।

২৪। কায়েন সংবরো সাধু সাধু বাচায় সংবরো
মনসা সংবরো সাধু সাধু সব্বথ সংবরো।

—কায়সংযম মঙ্গল, বাক্‌সংযম মঙ্গল, চিত্তসংযম মঙ্গল, সর্ব্ব বিষয়েই সংযম মঙ্গল।

বাচায়—স্ত্রীলিঙ্গ 'বাচা' শব্দের তৃতীয়ার একবচন।

২৫। যস্স কায়েন বাচায় মনসা নত্থি দুক্কতং
সংবুতং তীহি ঠানেহি তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

—যাঁহার কায় বাক্য এবং মনের দ্বারা কৃত পাপ নাই—যিনি এই তিনটি স্থানে সংযত, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলিব।

দুক্কতং < দুষ্কৃতং।

(ক) ঋ > অ

(খ) ষ্'-এর সমীকরণে উপসর্গ পূর্ব্বে আছে বলিয়া 'ক' এর মহাপ্রাণতা হয় নাই—কেবল 'ক'-এর সঙ্গে ষ-কারের সমীকরণ হইয়াছে।

সংবুতং < সংবৃতং—ঋ> উ।

তীহি < ত্রীভিঃ।

(ক) শব্দের আদিতে ত্রী = তী

(খ) ভ = হ

(গ) বিসর্গ লোপ। অ-কারের পর বিসর্গ ও-কার হয়—অন্য স্বরের পর থাকিলে লুপ্ত হয়। পালি-প্রাকৃতে বিসর্গ নাই।

ব্রূমি—ব্রবীমি; ব্রূবঃ (দ্বিবচন), ব্রূমঃ (বহুবচন)—এই ক্রিয়ারূপের সাদৃশ্যে—'ব্রূমি'।

২৬। ন জটাহি ন গোত্তেহি ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো
যম্‌হি সচ্চং চ ধম্মো চ সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো।

—জটা, গোত্র অথবা জাতি দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না; কিন্তু যাহাতে সত্য ও ধর্ম্ম বিরাজিত তিনিই শুচি এবং তিনিই ব্রাহ্মণ।

জচ্চা < জাত্যা।

(ক) ত্য = চ্চ (সমীকরণ)

(খ) সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ব্বস্বর হ্রস্ব।

যম্‌হি < যস্মিন্।

(ক) অন্ত্য ব্যঞ্জন 'ন্' এর লোপ

(খ) স্মি > ম্‌হি।

সুচী < শুচিঃ

(ক) অ-কার ভিন্ন অন্য স্বরের পরে বিসর্গ লোপ

(খ) ছন্দের অনুরোধে স্বরের দীর্ঘতা।

২৭। ধম্মং চরে সুচরিতং
ন তং দুচ্চরিতং চরে
ধম্মচারী সুখং সেতি
অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ।

—সুচরিত ধর্ম্মের সেবা করিবে, পাপধর্ম্মের সেবা করিও না। ধর্ম্মচারী ইহ-লোকে ও পরলোকে সুখে অবস্থান করেন।

দুচ্চরিতং—দুঃ + চরিতং।

বিসর্গের পর কোন বর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ থাকিলে বিসর্গের লোপ হয় এবং সেই স্থানে ঐ বর্গের প্রথম বর্ণ হয়। অন্যান্য উদাহরণ—পুনঃ পুনঃ > পুনপ্প্‌ুনো; দুঃখং > দুক্‌খং।

চরে < চরেৎ—অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপ।

অস্মিং—অস্মিন্‌।

(ক) পদান্ত ব্যঞ্জন লোপ

(খ) লুপ্ত ব্যঞ্জনের স্থলে অনুস্বার (Compensatory Nasalisation)। পালিতে অনুস্বার ব্যতীত অন্য কোন ব্যঞ্জনবর্ণ শব্দের অন্তে থাকিতে পারে না।

পরম্‌হি—পরস্মিন্‌।

(ক) অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপ

(খ) স্মি > ম্‌হি বিপর্য্যাস ও উষ্মবর্ণের মহাপ্রাণতা।

মনে রাখিতে হইবে পালিতে স্ম, শ্ম, ষ্ম—এই সংযুক্ত ব্যঞ্জনগুলির সর্ব্বত্র সমীকরণ হয় না—অর্থাৎ 'ম্ম' হয় না। 'অস্মিন্‌' এই পদে 'ম্ম' হয় নাই।

২৮। যথা বুব্বুলকং পস্‌সে
যথা পস্‌সে মরীচিকং
এবং লোকং অবেক্‌খন্তং
মচ্চুরাজা ন পস্‌সতি।

—যেমন লোকে বুদ্বুদ দেখে, যেমন মরীচিকা দেখে, সেইরূপ যে এই জগৎকে দেখে তাহাকে মৃত্যুরাজ (যম) দেখেন না।

বুব্বু লকং—বুষ্বু দকং (বুষ্বু দ + স্বার্থে ক)।

দ-কারের ল-কারে পরিবর্ত্তন ব্যাখ্যা করা কঠিন—কিন্তু এই পরিবর্ত্তন পালি-প্রাকৃতে হইয়াছে দেখা যায়। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই পরিবর্ত্তনের সম্ভাব্য স্তরগুলি নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—d (দ) > ḍ (ড—মূর্দ্ধণ্যীভবন) > ḷ (মূর্দ্ধন্য ল) > l (দন্ত্য ল) > r (র)। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন 'ল' পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। (তুলনীয়: ভদ্র > ভল্ল > ভাল। পঞ্চদশ > পন্নডহ > পন্নরহ > পনের। কিন্তু ষট্‌দশ > ষোড়শ > ষোলহ > ষোল। এখানে পরিবর্ত্তন 'র' পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই।

২৯। এথ পস্সথিমং লোকং
চিত্তং রাজরথূপমং
যথ বালা বিসীদন্তি
নত্থি সঙ্গো বিজানতং।

—এস, বিচিত্র রাজরথতুল্য এই জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। মূর্খব্যক্তিগণ এইস্থানে বিষাদগ্রস্ত হয়—জ্ঞানীব্যক্তিদের কোন আকর্ষণ নাই।

পস্সথিমং—পস্সথ + ইমং।

স্বরসন্ধিতে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের লোপ। পরবর্ত্তী স্বর পূর্ব্ব ব্যঞ্জনে যুক্ত।

রাজরথূপমং—রাজরথ + উপমং।

স্বরসন্ধিতে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের লোপ ও পরবর্ত্তী স্বরের দীর্ঘতা।

বিজানতং < বিজানতাং ষষ্ঠীর বহুবচন।

৩০। যস্স পাপং কতং কম্মং
কুসলেন পিধীয়তি
সো ইমং লোকং পভাসেতি
অব্ভা মুত্তো'ব চন্দিমা।

—যাহার কৃত পাপকর্ম্ম কুশল কর্ম্মের দ্বারা আবরিত হয়—সে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় এই পৃথিবীকে প্রভাসিত করে।

পিধীয়তি—অপি—ধা লট্ কর্ম্মবাচ্যে > পিধীয়তে। (অপি ও অব উপসর্গের অ-লোপ সংস্কৃত ব্যাকরণে বিহিত)। পিধীয়তে > পিধীয়তি (ধী > ধী—ঘোষবর্ণের অঘোষত্ব পৈশাচী প্রাকৃতের একটি বৈশিষ্ট্য। পালিতেও কোথাও কোথাও এইরূপ অঘোষীভবন দেখা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা পুস্তকে বলা হইয়াছে—'ধী' has become 'থী' by the influence of the root 'স্থা'। এই ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত।

পালি-প্রাকৃতে আত্মনেপদ-পরস্মৈপদ বিধানের পার্থক্য রক্ষিত হয় না বলিয়া কর্মবাচ্যের ক্রিয়াপদে পরস্মৈপদী ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হইয়াছে।

সো ইমং—কোন কোন 'ধম্মপদ' গ্রন্থে 'সোমং' পদটি দেখিতে পাওয়া যায়। ছন্দানুরোধে তা-ই হওয়া সঙ্গত। 'সোমং' পদে সন্ধি করা হইয়াছে। সন্ধিতে পরবর্তী স্বর লুপ্ত হইয়াছে।

পভাসেন্তি < প্রভাসয়ন্তি।

(ক) শব্দের আদিতে প্র > প

(খ) পালিতে অয় > এ।

চন্দিমা < চন্দ্রমাঃ।

(ক) অকার ভিন্ন অন্য স্বরের পরে বিসর্গ লোপ

(খ) পালি-প্রাকৃতে তিন ব্যঞ্জনের সংযোগ হয় না বলিয়া র-ফলার লোপ

(গ) ম > মি—ইমন্ ভাগান্ত শব্দের প্রভাবে। তুলনীয়ঃ লথিমন্—লঘিমা।

ডক্টর সুকুমার সেন বলিয়াছেন, পালিতে **"The vowel sequence a a a is often modified to a i a." (Comparative Grammar of Middle Indo Aryan** পৃঃ ১৪)। অন্যান্য উদাহরণ—চরম > চরিম; পরম > পরিম।

৩১। অন্ধভূতো অয়ং লোকো
তনুকেত্থ বিপস্সতি
সকুন্তো জালমুত্তো'ব
অপ্পো সগ্গায় গচ্ছতি।

—এই জগৎ অন্ধ হইয়াছে; এখানে অল্পসংখ্যক লোকই দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। জালে আবদ্ধ হইলে যেমন অল্পসংখ্যক বিহঙ্গ মুক্তি পায়, সেইরূপ অল্প সংখ্যক লোকই স্বর্গে গমন করে।

তনুকো—তনু+স্বার্থে ক, অত্যন্ত অল্পসংখ্যক।

তনুকেত্থ—তনুকো+এত্থ—স্বরসন্ধিতে পূর্বস্বরের লোপ।

জালমুত্তো'ব—জালমুত্তো+ইব—স্বরসন্ধিতে পরবর্ত্তী স্বরের লোপ। মুক্তঃ > মুত্তো।

৩২। একং ধম্মং অতীতস্‌স
মুসাবাদিস্‌স্ জন্তুনো
বিতিণ্ণ-পরলোকস্‌স
নত্থি পাপং অকারিয়ং।

—যে জীব ধর্ম্মবিধি অতিক্রম করিয়া (অর্থাৎ লঙ্ঘন করিয়া) মিথ্যাভাষী হয় এবং পরলোকের চিন্তা করে না—তাহার অকরণীয় পাপ কিছুই নাই।

মুসাবাদিস্‌স—মৃষাবাদিনঃ ; অ-কারান্ত শব্দের মত রূপ—(a-Declension)

অকারিয়ং—অকার্য্যং। স্বরভক্তি 'ই'।

৩৩। ন বে কদরিয়া দেবলোকং বজন্তি
বালা হবে নপ্পসংসন্তি দানং
ধীরো চ দানং অনুমোদমানো
তেনেব সো হোতি সুখী পরত্থ।

—কৃপণ ব্যক্তিগণ দেবলোকে গমন করে না—নির্ব্বোধ ব্যক্তি কিন্তু দানের প্রশংসা করে না। ধীর ব্যক্তি (জ্ঞানী) দানে আনন্দ লাভ করিয়া পরলোকে সুখী হন।

বে<বৈ ; সংস্কৃত অব্যয় পদ (পালিতে ঐ>এ)।

হবে<হ বৈ ; সংস্কৃত অব্যয় পদ। উভয় ক্ষেত্রেই বাক্যালঙ্কারে প্রযুক্ত হইয়াছে।

পরত্থ<পরত্র (পরলোক)।

৩৪। পথব্যা একরজ্জেন সগ্‌গস্‌স গমনেন বা
সব্বলোকাধিপচ্চেন সোতাপত্তিফলং বরং।

—পৃথিবীর রাজত্ব, স্বর্গে গমন এবং সর্ব্বলোকের উপর আধিপত্য অপেক্ষা 'স্রোতাপত্তি'ফল শ্রেষ্ঠ।

সব্বলোকধিপচ্চেন<সর্ব্বলোকাধিপত্যেন।

সোতাপত্তিফলং—স্রোতাপত্তিফলং ; স্রোতের সহিত যুক্ত হওয়ার ফল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে আছে—

"The fruit of the state of coming to the Stream (of true

religion)." বৌদ্ধ ধর্ম সাধনায় সোতাপত্তি, সকদাগমিক, অনাগমিক ও অর্হত্ব এই চারিটি সাধনাস্তর আছে।

[চার]

'মিলিন্দ পন্‌হো।'

[বিশ্ববিত্তালয়ের পাঠসংগ্রহে (Middle Indo Aryan Reader) 'মিলিন্দ পঞ্‌হ' মুদ্রিত হইয়াছে। শব্দটি 'মিলিন্দ প্রশ্নঃ'—সুতরাং সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী 'প্রশ্নঃ' হইবে 'পন্‌হো'—নাসিক্য বর্ণ 'ন' আগে আসিবে, উষ্মবর্ণ 'শ' 'হ' হইয়া পরে যাইবে। প্র>প; অ-কার পরবর্তী বিসর্গ> ও। এখানে 'ন'-কারের 'ঞ' তে পরিবর্তিত হইবার কোন কারণ নাই। অবশ্য পালি নিগ্‌গহীত সন্ধির একটি নিয়ম এই যে 'হ' বা 'হি' পরে থাকিলে পূর্ববর্তী অনুস্বার স্থানে বিকল্পে 'ঞ' হয়—কিন্তু এখানে অনুস্বার নাই বলিয়া এই নিয়ম প্রযোজ্য হইতে পারে না]

রাজা আহ : ভন্তে নাগসেন, কেন কারণেন মনুস্সা ন সব্বে সমকা, অঞ্‌ঞে অপ্পায়ুকা অঞ্‌ঞে দীঘায়ুকা, অঞ্‌ঞে বহ্বাবাধা (বহ্বালাভা) অঞ্‌ঞে অপ্পাবাধা, অঞ্‌ঞে দুব্বণ্ণা অঞ্‌ঞে বণ্ণবন্তো, অঞ্‌ঞে অপ্পেসক্‌খা অঞ্‌ঞে মহেসক্‌খা, অঞ্‌ঞে অপ্পভোগা, অঞ্‌ঞে মহাভোগা, অঞ্‌ঞে নীচকুলিনা, অঞ্‌ঞে মহাকুলিনা, অঞ্‌ঞে দুপ্‌পঞ্‌ঞা, অঞ্‌ঞে পঞ্‌ঞাবন্তো তি।

থেরো আহ : কিস্‌স পন মহারাজ রুক্‌খা ন সব্বে সমকা, অঞ্‌ঞে অম্বিলা, অঞ্‌ঞে লবনা, অঞ্‌ঞে তিত্তকা, অঞ্‌ঞে কটুকা, অঞ্‌ঞে কসাবা, অঞ্‌ঞে মধুরা তি।

মঞ্‌ঞামি ভন্তে বীজানং নানাকারণেনা তি।

—রাজা বলিলেন, ভদ্র নাগসেন, কি কারণে সকল মানুষ সমান নহে? কেহ অল্পায়ু, কেহ দীর্ঘায়ু, কেহ বহু ব্যাধিগ্রস্ত, কেহ অল্প ব্যাধিগ্রস্ত, কেহ কুৎসিত কেহ সুন্দর, কেহ নগণ্য কেহ বিখ্যাত, কেহ অল্পভোগী কেহ মহাভোগী, কেহ নীচ বংশজাত কেহ মহাকুলীন, কেহ মূর্খ কেহ বা বিদ্বান?

স্থবির বলিলেন—মহারাজ, সমস্ত বৃক্ষ এক প্রকার নহে কেন? —কোনটি

অম্ল, কোনটি লবণাক্ত, কোনটি তিক্ত, কোনটি কটু আবার কোনটি কষায় কোনটি বা মধুর ?

হে ভদ্র, আমার মনে হয় বীজের বিভিন্নতার জন্যই এইরূপ হইয়া থাকে।

ভন্তে—ভদন্ত। সম্বোধনে। ভবৎ শব্দের বহুবচনে 'ভবন্ত'—সম্ভবতঃ উহা হইতেই শব্দটির উৎপত্তি।

বহ্বাবাধা—বহবো আবাধা (পীড়া) যেষাং, (বহুব্রীহি)। "আলাভা" শব্দও গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তী 'অপ্পাবাধা' শব্দের সঙ্গে উহার সঙ্গতি নাই।

অপ্পেসক্খা < অল্পে শাখ্যাঃ (শাখ্যঃ—শাখাসম্পর্কীয়—শাখা+য)

Insignificant.

দুপ্পঞ্ঞা < দুষ্প্রজ্ঞা

(ক) তিন ব্যঞ্জনের সংযোগ থাকে না বলিয়া র-ফলার লোপ।

(খ) ষ্প > প্প—উপসর্গ থাকিলে স্পর্শ বর্ণের মহাপ্রাণতা হয় না।

(গ) জ্ঞ > ঞ্ঞ।

কিস্স—* কি+ষষ্ঠীর একবচন। প্রাচীন বাঙ্লায় কীস; আধুনিক বাঙ্লায় 'কিসে'।

রুক্খা < বৃক্ষাঃ ; ক্ষ > ক্খ ;

বৃক্ষাঃ > *রুক্খা>রুক্খা। প্রাচীন বাঙ্লা—'রূখ'—'রূখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ'।

অম্বিলা—অম্ল-> *অম্ব্-> অম্বিল- (স্বরভক্তি ই) বাঙ্লা—অম্বল।

কসাবা—কষায়-> কসাঅ-> কসাব- (যশ্রুতি)।

নানাকারণেনা তি—নানাকারণেন+ইতি ;

স্বরসন্ধিতে পরবর্তী স্বরের লোপ। পরবর্তী স্বরের লোপে পূর্ব্ববর্তী স্বরের দীর্ঘতা।

এবং এব খো মহারাজ কম্মানং নানাকারণেন মনুস্সা ন সব্বে সমকা......ভাসিতম্-পেতং মহারাজ ভগবতা ঃ কম্মস্সকা মানব সত্তা কম্মদায়াদা কম্মযোনী কম্মবন্ধু কম্মপটিসরণা। কম্মং সত্তে বিভজতি যদি দং হীনপ্পণিততায়া তি।

কল্লো সি ভন্তে নাগসেনা তি।

—মহারাজ, এই কারণেই ভিন্ন ভিন্ন কর্মহেতু সকল মানুষ একপ্রকার নহে··· মহারাজ, ভগবান বুদ্ধ এই কথাই বলিয়াছেন—কর্ম মানুষের নিজস্ব, তাহারা কর্মফলের উত্তরাধিকারী। কর্ম হইতেই তাহাদের উৎপত্তি, কর্মই তাহাদের বন্ধন হেতু, কর্মই আশ্রয়। কর্মই তাহাদিগকে উচ্চ ও নীচ—এইরূপে বিভক্ত করিয়াছে।

ভন্ত নাগসেন, আপনি জ্ঞানী।

ভাসিতম পেতং—ভাসিতমপি+এতং ; স্বরসন্ধিতে পূর্ব্বস্বরের লোপ ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠে মুদ্রণপ্রমাদ রহিয়াছে—

Bhāsitam-p'-etam না হইয়া Bhāsitama-p'-etam হইবে।

কম্মস্সকা<কর্মস্বকাঃ—কর্মই যাহাদের নিজস্ব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা পুস্তকে অর্থ করা হইয়াছে—Bound by one's own actions ; এই অর্থ অসঙ্গত। কম্মবন্ধু—শব্দটিরও অর্থ দেওয়া হইয়াছে 'Bound by Karma'—তবে এই দুইটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

কম্মদায়াদা—দায়াদ—উত্তরাধিকারী, ধনভাগী। মানুষ কর্মের ফলভোগ করে বলিয়া কর্ম্মের উত্তরাধিকারী—'Successors to Karma'.

কম্মযোনী—যোনি—উৎপত্তিস্থান। মানুষ কর্মানুযায়ী জন্মগ্রহণ করে বলিয়া কর্ম মানুষের উৎপত্তির কারণ। 'Originating from Karma.'

কম্মবন্ধূ—বন্ধু from Sankskrit root বন্ধ্ 'to bind', অর্থ—কর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ ; 'Bound by actions.'

কম্মযোনী (কম্মযোনি) এবং কম্মবন্ধূ (কম্মবন্ধু)—এই দুইটি শব্দের অন্ত্য স্বরের দীর্ঘতা লক্ষণীয়। পালি সন্ধির একটি নিয়ম রহিয়াছে—সুখোচ্চারণ ও ছন্দোরক্ষার জন্য ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্ব্বস্থিত হ্রস্ব স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়। উদাহরণ—

'এবং গামে মুনীচরে' (মুনি+চরেৎ)।

'কামতো জায়তী (জায়তি) সোকো কামতো জায়তী (জায়তি) ভয়ং'

হীনপ্পণিততায়<হীনপ্রণীততয়া শব্দ—আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের তৃতীয়ার একবচন ; লতা<লতায়)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠে পণীত—'পণিত' মুদ্রিত হইয়াছে।

কল্লোসি—কল্লো+অসি। স্বরসন্ধিতে পরবর্ত্তী স্বরের লোপ। কল্যঃ<কল্লো।

রাজা আহ : ভন্তে নাগসেন, তুম্হে ভনথ—কিন্তি ইমং দুক্খং নিরুজ্ঝেয্য অঞ্ঞঞ্চ দুক্খং ন উপ্পজ্জেয্যা তি।

এতদত্থা মহারাজ অম্হাকং পব্বজ্জা তি।

কিং পটিগচ্চে ব বায়মিতেন নন্তু সম্পত্তে কালে বায়মিতব্বন্তি।

থেরো আহ : সম্পত্তে কালে মহারাজ বায়ামো অকিচ্চকরো ভবতি পটিগচ্চে ব বায়ামো কিচ্চকরো ভবতি।

ওপম্মং করোহী তি।

—রাজা বলিলেন, ভদ্র নাগসেন, আপনি বলুন মানুষ কিরূপে এই দুঃখ দূর করিবে এবং অন্য দুঃখ যাহাতে উপস্থিত না হয় তাহা করিবে?

মহারাজ, এই নিমিত্তই আমাদের প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

প্রতিকারপূর্ব্বক অর্থাৎ পূর্ব্বেই চিন্তাপূর্ব্বক চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, না সময় উপস্থিত হইলে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য?

থের বলিলেন—সময় কালে চেষ্টা করিলে তাহা নিষ্ফল হয়, পূর্ব্বেই চিন্তাপূর্ব্বক চেষ্টা করিলে তাহা সফল হয়।

রাজা বলিলেন, উপমা দিয়া বুঝাইয়া দিন।

তুম্হে < তুষ্মে (বৈদিক)। ইহা হইতেই প্রাচীন বাংলায় তুহ্মি > তুমি হইয়াছে।

কিন্তি—কিং + ইতি। পালি সন্ধিতে অনুস্বারের পরবর্ত্তী স্বরের কখন কখন লোপ হয়। কিং + তি > কিন্তি। অনুস্বারের পরস্থিত ব্যঞ্জন যে বর্গীয়—অনুস্বারের স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়।

নিরুজ্ঝেয্য—নি — রুধ + সপ্তমী (বিধিলিঙ) এয্য প্রথম পুরুষের একবচন (কর্ম্মবাচ্যে)।

উপ্পজ্জেয্য—উৎ + পদ + এয্য সপ্তমী (বিধিলিঙ) প্রথম পুরুষের একবচন।

অঞ্ঞঞ্চ—অন্যং + চ

(ক) পালিতে ন্য > ঞ্ঞ

(খ) নিগ্গহীত সন্ধির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। অনুস্বার যে বর্গের বর্ণের পূর্ব্বে থাকে তাহার স্থানে ঐ বর্গের পঞ্চমবর্ণ হয়। এখানে অনুস্বার স্থানে চ বর্গের পঞ্চমবর্ণ অর্থাৎ 'ঞ' হইয়াছে।

অম্হাকং < অস্মাকং।

উষ্ম ও নাসিক্যবর্ণের সমীকরণ। নাসিক্যবর্ণ আগে আসিয়াছে, উষ্মবর্ণ 'হ' হইয়া বিপর্য্যাসের ফলে পরে গিয়াছে।

পটিগচ্চে ব—প্রতিকৃত্য+এব

(ক) শব্দের আদিতে র-ফলা লোপ

(খ) র-ফলার প্রভাবে ত>ট। মূর্দ্ধণীভবন

(গ) কৃ>ক। ঋ=অ

(ঘ) ত্য>চ্চ (অন্যোন্য সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী)

(ঙ) স্বরসন্ধির ফলে পূর্ব্বস্বরের লোপ।

অকিচ্চকরো<অকৃত্যকরঃ

(ক) কৃ=কি (ঋ=ই)

(খ) ত্য=চ্চ।

করোহী তি—করোহি+ইতি

স্বরসন্ধিতে পরবর্ত্তী স্বরের লোপ। পরবর্ত্তী স্বর লুপ্ত হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর কখন কখন দীর্ঘ হয়। হি>হী।

থেরো<থইরো<স্থবিরঃ।

তং কিং মঞ্ঞাসি মহারাজ : যদা ত্বং পিপাসিতো ভবেয্যাসি তদা ত্বং উদপানং খনাপেয্যাসি তলাকং খনাপেয্যাসি : পানীয়ং পিবিস্সামীতি।

ন হি ভন্তে তি।

এমমেব খো মহারাজ সম্পত্তে কালে বায়ামো অকিচ্চকরো ভবতি পটিগচ্চেব বায়ামো কিচ্চকরো ভবতি তি।

ভিয্যো উপম্মং করোহী তি।

—মহারাজ, আপনি কি মনে করেন, যখন আপনি পিপাসার্ত্ত হইবেন তখন 'জল পান করিব'—এইরূপ ভাবিয়া কি আপনি কূপ খনন করাইবেন, সরোবর খনন করাইবেন?

না মহাশয়।

সেইরূপ, মহারাজ তৎকালে চেষ্টা করিলে তাহা নিষ্ফল হয়, পূর্ব্বেই চিন্তাপূর্ব্বক চেষ্টা করিলে তাহা সফল হয়।

আবার উপমা দিন।

তং<ত্বং ; পালিতে সাধারণতঃ শব্দের আদিতে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকে না। এই পঙ্‌ক্তিতেই "ত্বং পিপাসিতো" প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা লক্ষণীয়।

মঞ্ঞ্ঞাসি < মন্যসে

(ক) ন্য = ঞ্ঞ

(খ) আত্মনেপদী ধাতু পরস্মৈপদীরূপে ব্যবহৃত।

ভবেয্যাসি—ভূ+এয্যাসি (বিধিলিঙ্—মধ্যম পুরুষের একবচন)।

খনাপেয্যাসি—খন্+ণিচ্—সপ্তমী মধ্যমপুরুষের একবচন এয্যাসি।

তলাকং < তড়াগং

(ক) ড় > ল় মূর্দ্ধন্য ল (ল—এই বর্ণটি বৈদিক ভাষা হইতে পালি গ্রহণ করিয়াছে)

(খ) গ > ক অঘোষীভবন। ইহা পৈশাচী প্রাকৃতের একটি বৈশিষ্ট্য।

ভিয্যো < ভূয়ঃ

(ক) ভূ—ভি এই স্বরপরিবর্তন অনিয়মিত—Arbitrary interchange of Vowels.

(খ) যঃ > য্যো ; শ্বাসাঘাতের ফলে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব।

তং কিং মঞ্ঞাসি মহারাজ : যদা ত্বং বুভুক্খিতো ভবেয্যাসি তদা খেত্তং কসাপেয্যাসি, সালিং রোপাপেয্যাসি, ধঞ্ঞং অভিহরাপেয্যাসি : ভত্তং ভুঞ্জিস্‌সামী তি।

ন হি ভন্তে তি।

এবমেব খো মহারাজ সম্পত্তে কালে বায়ামো অকিচ্চকরো ভবতি, পটিগচ্চেব বায়ামো কিচ্চকরো ভবতীতি।

ভিয্যো ওপম্মং করোহী তি।

—মহারাজ, আপনি কি মনে করেন, যখন আপনি বুভুক্ষিত হইবেন তখন কি আপনি ক্ষেত্র কর্ষণ করাইবেন—শালিধান্য রোপণ করাইবেন, 'অন্ন ভক্ষণ করিব' এইরূপ মনে করিয়া ধান্য সংগ্রহ করাইবেন ?

না, মহাশয়।

এইরূপ মহারাজ, সময়কালে চেষ্টা করিলে তাহা নিষ্ফল হয়, পূর্ব্বেই চিন্তাপূর্ব্বক চেষ্টা করিলে তাহা সফল হয়।

পুনরায় উপমা দিন।

কারাপেয্যাসি—কৃ+ণিচ্+সপ্তমী এয্যাসি (বিধিলিঙ মধ্যম পুরুষের একবচন)।

রোপাপেয্যাসি—রুহ্+ণিচ্+সপ্তমী এয্যাসি (বিধিলিঙ্ মধ্যম পুরুষের একবচন।

ধঞ্‌ঞং < ধান্যং।

ভত্তং < ভক্তং। তুলনীয় বাংলা 'ভাত'।

অভিহরাপেয্যাসি—অভি-হৃ+ণিচ্+সপ্তমী এয্যাসি (বিধিলিঙ্ মধ্যম পুরুষের একবচন)।

তং কিং মঞ্‌ঞাসি মহারাজ: যদা তে সংগামো পচ্চুপট্‌ঠিতো ভবেয্য তদা ত্বং পরিখং খনাপেয্যাসি, পাকারং কারাপেয্যাসি, গোপুরং কারাপেয্যাসি, অট্টালকং কারাপেয্যাসি, ধঞ্‌ঞং অভিহরাপেয্যাসি—তদা ত্বং হত্থিস্মিং সিক্‌খেয্যাসি, অস্সস্মিং সিক্‌খেয্যাসি, রথস্মিং সিক্‌খেয্যাসি, ধনুস্মিং সিক্‌খেয্যাসি, থরুস্মিং সিক্‌খেয্যাসী তি।

নহি ভন্তে তি।

এবমেব খো মহারাজ, সম্পত্তে কালে বায়ামো অকিচ্চকরো ভবতি, পটিগচ্চেব বায়ামো কিচ্চকরো ভবতি।

—মহারাজ, আপনি কি মনে করেন, যখন আপনার সংগ্রাম উপস্থিত হইবে তখন আপনি পরিখা খনন করাইবেন, প্রাকার নির্মাণ করাইবেন, নগরদ্বার (গোপুর) ও অট্টালিকা নির্মাণ করাইবেন; ধান্য (রসদ) সংগ্রহ করাইবেন? আপনি কি তখন হস্তী, অশ্ব ও রথচালনার বিদ্যা শিক্ষা দিবেন? ধনু ও অসিচালনা শিক্ষা দিবেন?

না মহাশয়!

এইরূপ মহারাজ, সময়কালে চেষ্টা করিলে তাহা নিষ্ফল হয়, পূর্ব্বেই চিন্তাপূর্ব্বক চেষ্টা করিলে তাহা সফল হইয়া থাকে।

পচ্চুপট্‌ঠিতো < প্রত্যুপস্থিত:

(ক) প্র > প। শব্দের আদিতে বলিয়া

(খ) ত্যু > চ্চু। সমীকরণ

(গ) স্থি > ট্‌ঠি। সমীকরণ।

হত্থিস্মিং, অসুলস্মিং, রথস্মিং, থরুস্মিং—সর্ব্বনাম শব্দরূপের সাদৃশ্যে গঠিত। (Words framed by Analogy)। হস্তিস্মিন্, অশ্বস্মিন্, রথস্মিন্ (তুলনীয় সর্ব্বস্মিন্) অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ—তারপর অনুস্বারের আগম। (Compensatory nasalisation)।

থরুস্মিন্—< ৎসরুস্মিন্। ৎ+স=থ। হিন্দি, ওড়িয়া ও বাংলায় 'তরবাল' 'তরবারি' প্রভৃতি শব্দ বোধহয় ইহা হইতে উৎপন্ন।

ভাসিতম পেতং মহারাজ ভগবতা—

পটিগচ্চেব তং কয়িরা যং জঞ্ঞা হিতং অত্তনো
ন সাকটিক চিন্তায় মন্তা ধীরো পরক্কমে।
যথা সাকটিকো নাম সমং হিত্বা মহাপথং
বিসমং মগ্‌গং আরুয়্‌হ অক্খচ্ছিন্নো ব ঝায়তি।
এবং ধম্মা অপক্কম্ম অধম্মং অনুবত্তিয়
মনো মচ্চুমুখং পত্তো অক্খচ্ছিন্নো ব সোচতীতি
কল্লো সি ভন্তে নাগসেনা তি।

—মহারাজ, ভগবান বুদ্ধও এইরূপ বলিয়াছেন—পূর্ব্ব হইতেই ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া সেই কার্য্য করিবে যাহাতে নিজের মঙ্গল হয়। চিন্তাশীল ধীর ব্যক্তি শকট-চালকের ন্যায় চিন্তা করিয়া কাজ আরম্ভ করিবেন না। শকটচালক যেরূপ সমতল রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুর পথ অবলম্বন করে এবং তাহার ফলে অক্ষদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সে বৃথাই চিন্তাগ্রস্ত হয় (ধ্যান করিতে থাকে)—সেইরূপ ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া যে অধর্ম্মের পথ অনুসরণ করে তাহার মন মৃত্যুর সম্মুখীন হয় এবং সে ভগ্নচক্র শকটচালকের ন্যায় অনুশোচনা করে।

ভদ্র নাগসেন, আপনি পরম বিজ্ঞ।

জঞ্ঞা < * জ্ঞ্যাৎ—জন্ ধাতুর বিধিলিঙ প্রথম পুরুষের একবচন।

যং জঞ্ঞা হিতং—যাহা মঙ্গল উৎপাদন করিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা পুস্তকে— জানীয়াৎ > * জাজ্ঞাৎ > জঞ্ঞা—এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়া অর্থ করা হইয়াছে—"One should know". এই অর্থ এখানে সঙ্গত মনে হয় না।

মন্তা ধীরো—চিন্তাশীল, ধীর ব্যক্তি

মহাপথং—সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী 'মহাপথ' কোন বাঞ্ছনীয় পথ নহে, কিন্তু পালিতে মহাপথ—রাজপথ।

আরূম্ ্হ— < আরুহ্—বিপর্য্যাস।

পরক্কমে— < পরাক্রমেৎ।

(ক) ক্র > ক্ক

(খ) সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে দীর্ঘস্বর হ্রস্ব

(গ) অন্ত্য ব্যঞ্জনের লোপ।

[পাঁচ]

ধনিয় সুত্ত

[সমগ্র কবিতাটি একটি সাধারণ গৃহস্থ ধনিয় গোপ এবং ভগবান বুদ্ধের কথোপকথন। ধনিয় গোপ সুখী গৃহস্থ—ক্ষুদ্র কুটির, গোধন, অনুগত স্ত্রীপুত্র। নিজের উপার্জ্জিত সামান্য বিত্ত—এই সব লইয়াই সে সন্তুষ্ট। এখানে ধনিয় গোপের গার্হস্থ্য জীবনের একটি সুন্দর চিত্র এবং তাহার পাশাপাশি ভগবান বুদ্ধের সংযত ও মুক্ত জীবনের ছবি আমরা দেখিতে পাই। ধনিয় গোপ যে সুখের নীড় রচনা করিয়াছে তাহার আকর্ষণ—'মার' স্বয়ং-ই যেন তুলিয়া ধরিয়াছে বুদ্ধের নিকটে। শেষ পর্য্যন্ত এই মায়া যখন ব্যর্থ হইয়া গেল, ধনিয় আত্মসমর্পণ করিল বুদ্ধের কাছে—তখন নেপথ্য হইতে 'মার' আত্মপ্রকাশ করিল। এই কবিতায় মারের প্রসঙ্গ অল্প হইলেও সামান্য নহে।]

ধনিয়ো<ধন্যঃ—স্বরভক্তি 'ই'।

কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন—'ধনিকঃ'। সেইক্ষেত্রে এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে—ধনিকঃ > ধনিকো > ধনিও > ধনিয়ো—য-শ্রুতি।

১। ধনিয়ো গোপো

পক্কোদনো দুদ্ধ খীরো হং অস্মি
অনুতীরে মহিয়া সমানবাসো
ছন্না কুটি আহিতো গিনি
অথ চে পথয়সী পবস্স দেব।

—আমার অন্ন রন্ধন করা হইয়াছে, দুগ্ধ দোহন করা হইয়াছে—মহীনদীর তীরে আমি সম্মানের সহিত বাস করি। আমার কুটির আচ্ছাদিত, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত। সুতরাং হে মেঘের দেবতা, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, বর্ষণ করিতে পার।

ছুদ্ধ খীয়ো+অহং—ছুদ্ধোখীয়োহং। স্বরসন্ধিতে পরবর্ত্তী স্বরের লোপ।

সমানবাসো—কেহ এই শব্দটির অর্থ করিয়াছেন 'সমশ্রেণীর লোক'—কেহ করিয়াছেন 'সমান বয়সী'। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে যাহা বলা হইয়াছে তাহা দুর্ব্বোধ্য। 'সমান' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিতে গিয়া সেখানে বলা হইয়াছে—সমান is the present participle (middle voice) of অস্—to be.

পদটি বহুব্রীহিসমাসনিষ্পন্ন। মানেন সহ বর্ত্তমানঃ—স মানঃ; সমানঃ বাসঃ যস্য সঃ।

গিনি<অগ্নি:

(ক) আদিস্বর লোপ—Aphesis

(খ) স্বরভক্তি 'ই'—Anaptyxis।

চে<চেৎ (যদি—if)—অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপ।

পত্থয়সী—ছন্দের অনুরোধে ব্যঞ্জনের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়।

পবস্স < প্রবর্ষ।

২। ভগবা

অক্কোধনো বিগতখিলো 'হং অস্মি
অনুতীরে মহিয়েকরত্তিবাসো।
বিবটা কুটি নিব্বুতো গিনি
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব।

—আমি ক্রোধহীন অবস্থায়, আমার সমস্ত বন্ধন বিগত। মহীনদীর তীরে আমি একরাত্রি বাস করি। আমার কুটির অনাচ্ছাদিত (অর্থাৎ আমার নির্দ্দিষ্ট গৃহ নাই। উন্মুক্ত আকাশতলে আমার বাস) এবং অগ্নি (বাসনাবহ্নি) নির্ব্বাপিত। সুতরাং হে মেঘের দেবতা, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, বর্ষণ করিতে পার।

বিগতখিলো+অহং—বিগতখিলো'হং। স্বরসন্ধিতে পরবর্ত্তী স্বরের লোপ। বিগত হইয়াছে খিল অর্থাৎ বন্ধন যাহার।

মহিয়া+একরত্তিবাসো—মহিয়েকরত্তিবাসো। স্বরসন্ধিতে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের লোপ।

বিবটা<বিবৃতা

(ক) ঋ>অ

(খ) ঋ-কারের প্রভাবে ত>ট (মূর্দ্ধন্যীভবন)

৩। ধনিয়ো গোপো

অন্ধকমকসা ন বিজ্জরে
কচ্ছে রুলহতিণে চরন্তি গাবো।
বুট্‌ঠিম্‌ পি সহেয্যুং আগতং
অথ চে পথয়সী পবস্‌স দেব।

—এখানে মশা ও মাছি নাই। তৃণাচ্ছাদিত তীরভূমিতে গাভীগুলি বিচরণ করে। বৃষ্টি আসিলেও তাহারা তাহা সহ্য করিতে পারিবে। সুতরাং হে মেঘের দেবতা, যদি ইচ্ছা হয়—বর্ষণ করিতে পার।

অন্ধকমকসা—মাছি ও মশা। মকসা<মশকা ; বিপর্য্যাস—Metathesis।

বিজ্জরে—বিদ্‌+লট্‌ অন্তে ; 'অন্তে' স্থলে 'অরে' বিভক্তি অশোকের গির্ণার অনুশাসনে দেখা যায়। পালির উদাহরণ—লভরে (লভন্তে), সোচরে (শোচন্তে)। এইরূপ প্রয়োগ বেদেও আছে—শেরে (শী ধাতু)।

কচ্ছে < কক্ষে, নিকটবর্ত্তী তীরভূমিতে। বাঙ্‌লা "কাছে" শব্দটি ইহা হইতে আসিয়াছে।

রুলহতিণে < রূঢ়তৃণে।

সহেয্যুং—সহ+এয্যুং Optative Third person, plural.

৪। ভগবা

বদ্ধা হি ভিসী সুসংখতা
তিণ্ণো পারগতো বিনেয্য ওঘং।
অথো ভিসিয়া ন বিজ্জতি
অথ চে পথয়সী পবস্‌স দেব।

—আমার ভেলা বাঁধা হইয়াছে এবং তাহা সুসংস্কৃত। (বাসনার) প্লাবন বশীভূত করিয়া আমি অপরতীরে উত্তীর্ণ হইয়াছি। (এখন আর) ভেলার কোন প্রয়োজন নাই। হে মেঘের দেবতা, যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে বর্ষণ করিতে পার।

ভিসী < বৃষি (বৃষী)

(ক) ঋ > ই

(খ) ষ-কারের মহাপ্রাণতা (শ্বাসাঘাতের প্রভাবে)

(গ) ষ > স

সংস্কৃতে বৃষী অর্থ কুশাসন—এখানে তৃণনির্ম্মিত ভেলা-অর্থে প্রযুক্ত।

'ভিসী' শব্দের ব্যাখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা পুস্তকে বলা হইয়াছে—"Note spontaneous aspiration." 'স্বতো মহাপ্রাণতা' কথাটি যুক্তিহীন। মধ্যভারতীয় আর্য্যভাষায় সাধারণতঃ অনাদি অক্ষরে (Non-initial Syllable) শ্বাসাঘাত পড়িত—কিন্তু আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের উদাহরণও দুর্লভ নহে; যেমন, পনসঃ > ফণসো; পলিতং > ফলিতং; কুব্জঃ > খুজ্জো; বিসিনী > ভিসিণী। এই সকল ক্ষেত্রে মহাপ্রাণতা শ্বাসাঘাতজনিত—'spontaneous' নহে। ডক্টর শহীদুল্লা বলিয়াছেন—"পালি ও প্রাকৃতের যুগে প্রাথমিক (Primary) শ্বাসাঘাত উপধা দীর্ঘস্বরে এবং আনুষঙ্গিক (secondary) শ্বাসাঘাত আদিস্বরে পড়িত।"[৩]

সুসংখতা > সুসংস্কৃতা

(ক) ঋ > অ

(খ) স্ক > খ্‌খ > ক্‌খ > খ।

পালি-প্রাকৃতে তিন ব্যঞ্জনের সংযোগ হয় না।

ভিসিয়া—তৃতীয়ার একবচন (ভিসী শব্দ)।

তুলনীয়ঃ নদী—নদিয়া।

৫। ধনিয়ো গোপো

গোপী মম অস্‌সবা অলোলা

দীঘরত্তং সংবাসিয়া মনাপা

তস্‌সা ন সুণামি কিঞ্চি পাপং

অথ চে পথয়সী পবস্‌স দেব।

—গোপী—আমার স্ত্রী আমার আজ্ঞানুসারিণী (অনুগতা) এবং অচঞ্চলা। সে আমার মনোরমা এবং দীর্ঘকাল সে আমার সঙ্গে একত্র বাস করিয়াছে।

৩। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এই মত সমর্থন করেন—"......This stress was usually on the first long syllable from the end of the word and there was a secondary stress on the first syllable" O. D. B. L; Page 276.

তাহার সম্পর্কে কোন পাপের কথা আমি শুনি নাই। ইহার পরে, হে মেঘের দেবতা, যদি ইচ্ছা কর তবে বর্ষণ করিতে পার।

অস্‌সবা < আশ্রবা
(ক) শ্র > স্স
(খ) যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ব্বে আ > অ।

সংবাসিয়া< সংবাস্যা—একত্র বাসের যোগ্য। স্বরভক্তি—'ই'

মনাপা— < * মনঃ+আপা—মনোজ্ঞা।

৬। ভগবা

চিত্তং মম অস্‌সবং বিমুত্তং
দীঘরত্তং পরিভাবিতং সুদন্তং
পাপং পন মে ন বিজ্জতি
অথ চে পত্থয়সী পবস্‌স দেব।

—আমার চিত্ত আজ্ঞাকারী (বাধ্য) এবং মুক্ত। দীর্ঘকাল ধ্যানযুক্ত হওয়ায় উত্তমরূপে বশীভূত। আমার কিন্তু কোন পাপ নাই। ইহার পরে হে মেঘের দেবতা; যদি তুমি ইচ্ছা কর, বর্ষণ করিতে পার।

৭। ধনিয়ো গোপো

অত্তবেত্তনভতো'হং অস্মি
পুত্তা চ মে সমানিয়া অরোগা
তেসং ন সুণামি কিঞ্চি পাপং
অথ চে পত্থয়সী পবস্‌স দেব।

—আমি নিজের শ্রমে যে বেতন পাই তাহাতেই আমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হয়। আমার পুত্রগণ লোকের সম্মানিত এবং তাহারা স্বাস্থ্যবান। তাহাদের কোন পাপের কথা আমি শুনি নাই। ইহার পরে, হে মেঘের দেবতা, যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে বর্ষণ করিতে পার।

অত্তবেত্তনভতো'হং—অত্তবেত্তনভতো+অহং; স্বর সন্ধিতে পরবর্ত্তী স্বরের লোপ। আত্মবেতনভৃতঃ

(ক) আত্ম > অত্ত সমীকরণ।

(খ) ঋ > অ; ভৃতঃ > ভতো।

সমানিয়া < সমান্যা (স্বরভক্তি 'ই')

৮। ভগবা

নাহং ভতকো'অস্মি কস্সচি
নিব্বিট্ঠেন চরামি সব্বলোকে
অত্থো ভতিয়া ন বিজ্জতি
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব।

—আমি কাহারও ভৃত্য নই। আমি বেকার অবস্থাতেই সর্ব্বলোকে বিচরণ করি। আমার বেতনের কোন প্রয়োজন নাই। ইহার পরে, হে মেঘের দেবতা, তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে বর্ষণ করিতে পার।

ভতকো' অস্মি—এখানে পূর্ব্ববর্ত্তী কোন স্বর লুপ্ত হয় নাই। অর্থাৎ স্বরসন্ধি হয় নাই। সুতরাং স্বরলোপের চিহ্ন (') অর্থহীন। (ভৃতকো+অস্মি)।

নিব্বিট্ঠেন—বিষ্টি—forced labour ; নির্ব্বিষ্টেন>নিব্বিট্ঠেন—তৃতীয়ার একবচন ; without employment.

ভতিয়া—ভৃতি > ভতি (ঋ>অ) তৃতীয়ার একবচন।

৯। ধনিয়ো গোপো

অত্থি বসা অত্থি ধেনুপা
গোধরণিয়ো পবেণিয়োপি অত্থি
উসভো পি গবম্পতী চ অত্থি
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব।

—আমার বন্ধ্যা, দুগ্ধবতী ও গর্ভবতী গাভী আছে—প্রবেণীও (বিনা প্রসবেই যে গাভী দুগ্ধ দেয়—কপিলা ; কামধেনু) আছে। গোশ্রেষ্ঠ বৃষও আমার আছে। সুতরাং, হে মেঘের দেবতা, তুমি যদি ইচ্ছা কর—বর্ষণ করিতে পার।

বসা < বশা Barren cow বন্ধ্যা গাভী।

ধেনুপা—Milch cow ; দুগ্ধবতী গাভী।

গোধরণিয়ো—গর্ভবতী গাভী (গোধরণী) ; Cows carrying calf।

পবেণিয়ো—প্রবেণী—বহুবচন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা পুস্তকে শব্দটির অর্থ করা হইয়াছে—"Cows that would not mate" কপিলা বা কামধেনু নামে একপ্রকার গাভী আছে। ইহারা গর্ভধারণ করে না, সন্তান প্রসবও করে না, অথচ সংবৎসর দুগ্ধ দান করে।

অখি—বহুবচনের অর্থে একবচনের প্রয়োগ।

গবম্পাতী চ—গবাং+পতিঃ

(ক) অনুস্বারের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের হ্রস্বতা—গবং। 'পতিঃ' শব্দের বিসর্গ লোপ—অ-কার ভিন্ন স্বরের পরবর্ত্তী বলিয়া।

(খ) গবং+পতি

নিগৃহীত সন্ধি। অনুস্বারের স্থানে পরবর্ত্তী ব্যঞ্জন যে বর্গীয়—সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হইয়াছে।

(গ) ছন্দের অনুরোধে ব্যঞ্জনের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়—তাই গবম্পতি+চ<গবম্পাতী চ।

উসভো < ঋষভঃ (বৃষ, ষাঁড়)

(ক) ঋ > উ (খ) ষ > স (গ) অ-কারের পরবর্ত্তী বিসর্গ > ও

উষভো+অপি—স্বরসন্ধিতে পরবর্ত্তী স্বরের লোপ।

১০। ভগবা

নত্থি বসা নত্থি ধেনুপা
গোধরণিয়ো পবেণিয়ো পি নত্থি
উসভো পি গবম্পতীধ নত্থি
অথ চে পত্থয়সী পবস্স দেব।
(এই শ্লোকটি নবম শ্লোকের অনুরূপ)

—আমার বন্ধ্যা দুগ্ধবতী ও গর্ভবতী গাভী নাই, প্রবেণীও নাই। গোশ্রেষ্ঠ বৃষও আমার নাই। সুতরাং, হে মেঘের দেবতা, তুমি যদি ইচ্ছা কর, বর্ষণ করিতে পার।

গবম্পতীধ—গবম্পতি+ইধ

স্বরসন্ধিতে একটির লোপ, অন্যটির দীর্ঘতা। এখানে 'গবম্পতি' শব্দের ই-কার লুপ্ত হইলে পরবর্ত্তী ই-কারের দীর্ঘতা হইবে। আবার 'ইধ' শব্দের ই-কার লুপ্ত হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তী 'গবম্পতি' শব্দে ই-কারের দীর্ঘত্ব হইবে। যে ভাবেই সন্ধির সূত্র প্রয়োগ করি না কেন শব্দটি দাঁড়াইবে 'গবম্পতীধ'।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা পুস্তকে শুধু বলা হইয়াছে—'Note Contraction'; বলা বাহুল্য, এখানে Contraction এর প্রশ্ন নাই—একটি স্বর লুপ্ত হইয়াছে এবং অন্যটি দীর্ঘ হইয়াছে। ইহা পালি স্বরসন্ধির একটি প্রধান সূত্র। 'Contraction' বলিলে ব্যাপারটি বুঝা কঠিন হইয়া উঠে।

১১। ধনিয়ো গোপো

খীলা নিখাতা অসম্পবেধী
দামা মুঞ্জময়া নবা সুসণ্ঠনা
নহি সক্‌খিস্তি ধেনুপাপি ছেত্তুং
অথ চে পত্থয়সী পবস্‌স দেব।

—(গরুর) খুঁটিগুলি শক্ত করিয়া পোঁতা হইয়াছে—সেইগুলি একটুও নড়ে না। মুঞ্জাতৃণের দড়িগুলি নূতন এবং সুন্দররূপে পাকানো হইয়াছে—দুগ্ধবতী গাভীগুলি তাহা ছিঁড়িতে পারিবে না। সুতরাং হে মেঘের দেবতা, তুমি যদি ইচ্ছা কর; বর্ষণ করিতে পার।

খীলা < কীলাঃ—শ্বাসাঘাতের প্রভাবে 'ক'-এর মহাপ্রাণতা। চতুর্থ শ্লোকে 'ভিসী' শব্দের ব্যাখ্যায় আমাদের মন্তব্য দ্রষ্টব্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে 'Spontaneous aspiration' বলা হইয়াছে। বাঙ্‌লায় দরজার 'খিল' এই প্রসঙ্গে তুলনীয়।

অসম্পবেধী < অসম্প্রব্যথী (অসম্প্রব্যথিন্ শব্দ)

(ক) তিন ব্যঞ্জনের সংযোগ হয়না বলিয়া র-ফলার লোপ।

(খ) থ > ধ ঘোষীভবন (Voicing)।

সুসণ্ঠনা < সুসংস্থানা (well twisted)।

সক্‌খিস্তি < শক্যন্তি—শক্ লট্ প্রথম পুরুষের বহুবচন ক্য > ক্‌খ।

১২। ভগবা

উসভোরিব ছেত্বা বন্ধনানি
নাগো পূতিলতং ব দালয়িত্বা
নাহং পুন উপেস্‌সং গব্‌ভসেয্‌যং
অথ চে পত্থয়সী পবস্‌স দেব।

—বৃষের ন্যায় সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, হাতী যেমন পূতিলতাকে দলিত করে সেইরূপ (সকল বাধা) দলিত করিয়া আমি পুনরায় গর্ভশয্যায় ফিরিয়া আসিব না। ইহার পরে, হে মেঘের দেবতা—যদি তুমি ইচ্ছা কর, বর্ষণ করিতে পার।

উসভোরিব—উসভো+ইব।

পালি স্বরসন্ধির একটি প্রধান সূত্র এই, স্বরের পর স্বর থাকিলে দুই স্বরের

মধ্যে—য, ব, ম, দ, ন, ত, র, ল—এই ব্যঞ্জনগুলির আগম হয়। (সূত্র—'য-ব-ম-দ-ন-ত-র-লা চাগমা')। এখানে র-কারের আগম হইয়াছে।

পূতিলতং—পূতি একপ্রকার লতা (বাঙলা—পুই)।

উপেস্সং—উপ + ই ল্ট উত্তম পুরুষের একবচন।

গব্ভ সেয্যং—প্রাকৃতে 'শয্যা' হয় 'সেজ্জা'। সুতরাং গর্ভশয্যা > গব্ভসেজ্জা। দ্বিতীয়ার একবচনে হইবে 'গব্ভসেজ্জং'। মূল শ্লোকে আছে 'গব্ভসেয্যং'। ইহার উৎপত্তি হইয়াছে * 'গর্ভশেয়ং' শব্দ হইতে।

(ক) র্ভ > ব্ভ (সমীকরণ); (খ) শ > স;

(গ) য > য্য (শ্বাসাঘাতের প্রভাবে)

> ১৩। নিন্নঞ্ চ থলঞ্ চ পূরয়ন্তো
> মহামেঘো পাবস্সি তাবদেব
> সুত্বা দেবস্স বস্সতো
> ইমং অত্থং ধনিয়ো অভাসথ।

—তখন নিম্ন এবং উচ্চ ভূমি পরিপূর্ণ করিয়া মহামেঘ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। মেঘদেবতার বর্ষণধ্বনি শুনিয়া ধনিয় গোপ এই কথা বলিল।

নিন্নঞ্ চ—নিম্নং চ

(ক) প্রথমত ম্ন > ন্ন সমীকরণ

(খ) দ্বিতীয়ত—নিগ্গহীত সন্ধি। অনুস্বারের পরে ব্যঞ্জন থাকিলে সেই ব্যঞ্জন যে বর্গীয়—অনুস্বারের স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। এখানে অনুস্বারের স্থানে চ বর্গের পঞ্চম বর্ণ 'ঞ্' হইয়াছে।

থলঞ্ চ—থলং + চ

নিগ্গহীত সন্ধি। অনুস্বারের স্থানে চ বর্গের পঞ্চম বর্ণ 'ঞ্'।

পাবস্সি—প্র + বৃষ্ অদ্যতনী প্রথম পুরুষের একবচন 'ই'।

তাবদেব—তাব + এব

স্বরের পর স্বর থাকিলে 'যবমদনতরলা চাগমা' এই সূত্র অনুযায়ী 'দ'-কারের আগম। লক্ষ্য করিতে হইবে 'তাবৎ' শব্দের যে অন্ত্য ব্যঞ্জন লুপ্ত হইয়াছিল তাহাই এখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অভাসথ—ভাষ—লঙ (হীয়স্তনী) প্রথম পুরুষের এক-বচন 'থ'। কখনও কখনও 'থ' আদেশ হয়—যথা, 'সা সামণেরমবোচথ'। (পালিপ্রকাশ, পৃঃ ১৭২)

১৪। লাভা বত নো অনপ্পকা
যে ময়ং ভগবন্তং অদ্দসাম।
সরণং তং উপেম চক্‌খুম
সথা নো হোহি তুবং মহামুনি।

—আমাদের লাভ নিতান্ত অল্প হইল না—যেহেতু আমরা ভগবানের দর্শন লাভ করিলাম। হে চক্ষুষ্মান্‌, আমরা তোমার শরণ লইলাম। হে মহামুনি, তুমি শাস্তা (উপদেশদাতা) হও।

অনপ্পকা < অনল্পকা।

ময়ং < বয়ং—মম, মে, ময়া প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্যে আদি ব্যঞ্জন 'ম' তে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

অদ্দসাম—*দ্রশ্‌—লুঙ্‌, উত্তম পুরুষের বহুবচন—We have seen *অদ্রশাম > অদ্দসাম (Historical form).

উপেম—উপ+ই লট্‌ মস্‌। উপ+এম>উপেম।

চক্‌খুম < (চক্‌খুমন্‌) চক্ষুষ্মন্‌ সম্বোধনের একবচন। অন্ত্য ব্যঞ্জনের লোপ। ক্ষ>ক্‌খ্‌।

সথা<শাস্তা

(ক) স্ত> থ (সমীকরণ)

(খ) শা>স। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে দীর্ঘস্বর হ্রস্ব।

হোহি—ভূ স্থানে 'হু' আদেশ ; হু+লোট্‌ হি (মধ্যম পুরুষের একবচন)।

তুবং>ত্বং—স্বরভক্তি উ-কার।

১৫। গোপী চ অহঞ্‌চ অস্সবা
ব্রহ্মচরিয়ং সুগতে চরামসে।
জাতি মরণস্স পারগা
দুক্‌খস্স, অন্তকরা ভবামসে।

—গোপী, আমার স্ত্রী এবং আমি উভয়েই তোমার আজ্ঞাবহ। হে সুগত, আমরা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব এবং এই ভাবে জন্ম মরণের পারগামী হইয়া দুঃখের অন্তকারী হইব।

অহঞ্‌চ—অহং+চ

নিগ্‌গহীত সন্ধি। অনুস্বারের স্থানে চ বর্গের পঞ্চমবর্ণ ঞ্‌।

চরামসে—চর্‌+লোট্‌ (পঞ্চমী) উত্তম পুরুষের বহুবচন—আমসে।

১৪। লাভা বত নো অনপ্পকা
যে ময়ং ভগবন্তং অদ্দসাম।
সরণং তং উপেম চক্‌খুম
সথা নো হোহি তুবং মহামুনি।

—আমাদের লাভ নিতান্ত অল্প হইল না—যেহেতু আমরা ভগবানের দর্শন লাভ করিলাম। হে চক্ষুমান্, আমরা তোমার শরণ লইলাম। হে মহামুনি, তুমি শাস্তা (উপদেশদাতা) হও।

অনপ্পকা < অনল্পকা।

ময়ং < বয়ং—মম, মে, ময়া প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্যে আদি ব্যঞ্জন 'ম' তে পরিবর্তিত হইয়াছে।

অদ্দসাম—* দ্রশ্—লুঙ্, উত্তম পুরুষের বহুবচন—We have seen * অদ্রশাম > অদ্দসাম (Historical form).

উপেম—উপ + ই লট্ মস্। উপ + এম > উপেম।

চক্‌খুম < (চক্‌খুমন্) চক্ষুষ্মন্ সম্বোধনের একবচন। অন্ত্য ব্যঞ্জনের লোপ। ক্ষ > ক্‌খ্।

সথা < শাস্তা

(ক) স্ত > থ (সমীকরণ)

(খ) শা > স। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে দীর্ঘস্বর হ্রস্ব।

হোহি—ভূ স্থানে 'হু' আদেশ ; হু + লোট্ হি (মধ্যম পুরুষের একবচন)।

তুবং > ত্বং—স্বরভক্তি উ-কার।

১৫। গোপী চ অহঞ্চ চ অস্‌সবা
ব্রহ্মচরিয়ং সুগতে চরামসে।
জাতি মরণস্‌স পারগা
দুক্‌খস্‌স, অন্তকরা ভবামসে।

—গোপী, আমার স্ত্রী এবং আমি উভয়েই তোমার আজ্ঞাবহ। হে সুগত, আমরা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব এবং এই ভাবে জন্ম মরণের পারগামী হইয়া দুঃখের অন্তকারী হইব।

অহঞ্চ চ—অহং + চ

নিগ্‌গহীত সন্ধি। অনুস্বারের স্থানে চ বর্গের পঞ্চমবর্ণ ঞ্।

চরামসে—চর্ + লোট্ (পঞ্চমী) উত্তম পুরুষের বহুবচন—আমসে।

পালিতে সংস্কৃতের আত্মনেপদী ধাতু পরস্মৈপদে এবং পরস্মৈপদী ধাতু আত্মনেপদে প্রযুক্ত হইয়াছে। এখানে চর্ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদী ক্রিয়া বিভক্তি— 'আমসে'। এইরূপ—ভবামসে (ভূ + আমসে)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যা পুস্তকে ভ্রমবশতঃ "প্রথম পুরুষের বহুবচন" মুদ্রিত হইয়াছে। লোট্ উত্তম-পুরুষের বহুবচনের ক্রিয়াবিভক্তি—'আমসে—ব্যাখ্যা-পুস্তকে মুদ্রিত 'মসে' নহে। 'মসে'—এই ক্রিয়াবিভক্তির উৎপত্তি সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহাও কষ্টকল্পিত।

মন্তব্য : 'মার' এতক্ষণ ধনিয় গোপের মনোরম গার্হস্থ্য জীবনচিত্রের মাধ্যমে নিজের মোহিনী শক্তিকেই বিস্তার করিতেছিল—যখন সে দেখিল তাহার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হইয়াছে.এবং ধনিয় গোপ নিজেই ভগবান বুদ্ধের নিকটে আত্মসমর্পণ করিতেছে তখন সে নেপথ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়া আত্মসমর্থনে কথা বলিতে আরম্ভ করিল :

১৬। মারো পাপিমা

নন্দতি পুত্তেহি পুত্তিমা
গোমিকো গোহি তথেব নন্দতি।
উপধী হি নরস্স নন্দনা
নহি সো নন্দতি যো নিরূপধি।

—পুত্রগণের দ্বারা পুত্রবান নন্দিত হয়—গাভীসমূহের দ্বারা সেইভাবে আনন্দিত হয় গোমিক। সম্পদই মানুষের আনন্দের কারণ—সম্পদহীন ব্যক্তি আনন্দিত হয় না।

মার—সংস্কৃতে শব্দটির মর্ম কামদেব। বৌদ্ধ সাহিত্যে ইহার অপর নাম 'নমুচি'। ইহাকে সমস্ত কুপ্রবৃত্তির জনক বলা হয়।

পাপিমা— < পাপিমান্—অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপ।

পুত্তিমা < পুত্রবান্ (পুত্রঃ > পুত্তো > পুত্তি + মতুপ = পুত্তিমান্ ; অন্ত্য-ব্যঞ্জনের লোপ।

গোমিকং—গোধনবিশিষ্ট। বাঙ্লা 'গু'ই উপাধি ইহা হইতে আসিয়াছে।

উপধী—উপধি—সম্পদ (Possessions)—ছন্দানুরোধে ব্যঞ্জনের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের দীর্ঘতা।

নিরূপধি—উ-কারের দীর্ঘত্ব ছন্দানুরোধে।

তথেব—তথা + এব ; স্বরসন্ধিতে পূর্ব্বস্বরের লোপ।

১৭। ভগবা

সোচতি পুত্তেহি পুত্তিমা
গোমিকো গোহি তথেব সোচতি।
উপধী হি নরস্‌স সোচনা
নহি সো সোচতি যো নিরূপধি।

—পুত্রবান্ পুত্রগণের জন্যই শোক করে—সেইরূপে গাভীসমূহের জন্য শোক করে গোমিক। সম্পদই মানুষের শোকের কারণ। সম্পদহীন ব্যক্তি শোক করে না।

বৌদ্ধ সাহিত্যে মারের প্রলোভন কাহিনী অতি প্রসিদ্ধ। মারের বহু সেনা—'কাম' তাহাদের মধ্যে প্রধান। 'কামা তে পঠমা সেনা'। বুদ্ধদেবকে প্রলুব্ধ করিতে আসিয়া মার কিরূপে পরাজিত হইয়াছিল তাহার একটি সুন্দর কাহিনী রহিয়াছে মহাবগ্‌গের অন্তর্গত সুত্তনিপাতের 'পধানসুত্তে'। বুদ্ধদেবের মার-বিজয়ের আর একটি কাহিনী আছে 'নিদান-কথায়'। পালি সাহিত্যের অন্যত্রও মারের প্রসঙ্গ রহিয়াছে।

আলোচ্য ধনিয় সুত্তে মার একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। মাত্র শেষের দিকেই সে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছে একথা সত্য, কিন্তু আগাগোড়া নেপথ্যে থাকিয়াই সে ধনিয়গোপের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের চিত্রটির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে বুদ্ধদেবের উপর তাহার স্নিগ্ধ প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ধনিয়গোপের সুন্দর জীবনচিত্র প্রকৃতপক্ষে মারেরই মোহিনী মায়া।

পঞ্চম অধ্যায়

[প্রাকৃত]

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বৈদিক কথ্য ভাষার বিবর্ত্তনের ফলে প্রাকৃতের উদ্ভব হইয়াছিল বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৮০০—৬০০-র কাছাকাছি সময়ে। এই সময়ে প্রধানতঃ তিন প্রকার প্রাকৃতের উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়—'উদীচ্য' (Northern), 'মধ্যদেশীয়' (Central) ও 'প্রাচ্য' (Eastern)।[১]

খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে অশোকের অনুশাসনগুলির মধ্যে আমরা প্রাকৃতের চারিটি উপভাষার সন্ধান পাইতেছি—

১। উত্তর-পশ্চিমা (North Western—শাহবাজগঢ়ী ও মান্‌সেহ্‌রা অনুশাসন)।

২। দক্ষিণ-পশ্চিমা (South-Western—গির্ণার অনুশাসন)।

৩। প্রাচ্য-মধ্যা (East-Central—কালসী ও ছোট অনুশাসনগুলি)।

৪। প্রাচ্যা (Eastern—ধৌলী ও জৌগড় অনুশাসন)।

পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে প্রাকৃতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃতেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। ইহার ফলে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের কিছু পরে শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, অর্দ্ধমাগধী, মাগধী প্রভৃতি প্রাকৃতের উদ্ভব হইল। এই সকল প্রাকৃতের সাহিত্যিক রূপও দেখা দিল। প্রাদেশিক কথ্য প্রাকৃতগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়াই নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষাগুলির উদ্ভব হইয়াছে। প্রাকৃত ও নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষার মধ্যবর্ত্তী অবস্থাকে বলা হয় 'অপভ্রংশ'।

প্রাকৃত ভাষা বিকাশের বিভিন্ন স্তর

প্রাকৃত ভাষার বিবর্ত্তনের ইতিহাস আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতক হইতে খ্রীষ্টীয় দশম শতক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই ইতিহাসকে মোটামুটি চারিটি স্তরে বিন্যস্ত করা যাইতে পারে :

প্রথম স্তর—খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ হইতে—খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতক।

অন্তর্ব্বর্ত্তী স্তর—খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতক হইতে—খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক।

১। 'বাঙ্‌লা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' গ্রন্থে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"এত প্রাচীনকালে অন্য প্রাকৃতের খবর আমরা পাই না, তবে সম্ভবতঃ অন্য প্রকারেরও প্রাকৃত ছিল।"
(পৃঃ ১০১)

দ্বিতীয় স্তর—খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতে—খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক।

তৃতীয় স্তর—খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক হইতে—খ্রীষ্টীয় দশম শতক।

[প্রথম স্তর—খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৬০০—খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২০০]

প্রথম স্তরের প্রাকৃতের নিদর্শন হইতেছে—**অশোকের অনুশাসন** ও **পালি**। প্রথমতঃ অশোকের অনুশাসনের ভাষার সম্পর্কে আলোচনা করা হইল :

১। **উত্তর-পশ্চিমা** (শাহবাজগঢ়ী ও মান্‌সেহ্‌রা অনুশাসন) :

প্রথম স্তর
অশোকের অনুশাসন

(ক) র-কার ও স-কার যুক্ত ব্যঞ্জনের সাধারণতঃ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। যেমন—প্রজা, অস্তি, ব্রমণ (ব্রাহ্মণঃ)। কোথাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যেমন—দিয়ড, (দ্বি-অর্দ্ধ), অঠ (অষ্ট)।

(খ) খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত বলিয়া দীর্ঘস্বরের চিহ্ন নাই—দেবনং পিয় (দেবানাং প্রিয়)।

(গ) যুক্ত ব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জন রূপে লিখিত—কটবো (কর্ত্তব্যঃ), পসতি (পশ্যতি), দখতি (দক্ষতি)।

(ঘ) কোথাও কোথাও 'শ' এবং 'ষ' রহিয়া গিয়াছে—যেমন, প্রিয়দশিস রঞো, দোষং।

(ঙ) য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের সমীভবন ও সরলীকরণ—প্রিয়স (প্রিয়স্য), কলণ (কল্যাণ)।

(চ) ঋ = রি, রু এবং কচিৎ র। মৃগঃ > ম্রুগো, মিগে।

(ছ) অনাদিস্থিত হ-কারের কোথাও কোথাও লোপ—ইহ > ইঅ; ব্রাহ্মণ > ব্রমণ।

(জ) 'ত্বা' প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তে 'ত্বী' প্রত্যয়ের ব্যবহার—দ্রশেতি (দৃষ্ট্বা)।

২। **দক্ষিণ-পশ্চিমা**—(গির্ণার অনুশাসন—জুনাগড়) :

প্রথম স্তরের প্রাকৃতের প্রাচীনতম নিদর্শন আমরা এখানে পাইতেছি—বৈদিক সংস্কৃতের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে। প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে উল্লিখিত হইল :

(ক) শ, ষ > স।

(খ) র-ও স-যুক্ত ব্যঞ্জনের বহু ক্ষেত্রেই সমীকরণ হয় নাই—অস্তি, সস্তি, সর্ব্বত্র।

(গ) য-যুক্ত ব্যঞ্জনের সমীকরণ ও সরলীকরণ হইয়াছে—কলাণ (কল্যাণ), প্রিয়স (প্রিয়স্য)।

(ঘ) ত্ব, ত্ম > ৎপ। আত্ম > আৎপ; চত্বারঃ > চৎপারো।

(ঙ) অব > ও; অয় > এ—এই পরিবর্ত্তন অনেক ক্ষেত্রে হয় নাই। ভবতি ও হোতি—দুইই ব্যবহৃত হইয়াছে।

(চ) সপ্তমীর স্মিন্ > ম্হি। তস্মিন্ > তম্হি (অন্যান্য উপভাষায়—সি অথবা স্পি)।

(ছ) আত্মনেপদের প্রয়োগ কোথাও কোথাও রহিয়া গিয়াছে—আরভরে, মঞতে।

৩। প্রাচ্যমধ্যা—(কালসী ও তোপ্‌রা (দিল্লী) অনুশাসন):

প্রাচ্যমধ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য—

(ক) 'র' সাধারণতঃ 'ল' হইয়াছে।

(খ) 'শ' এবং 'ষ' কোথাও কোথাও রহিয়া গিয়াছে।

(গ) বিসর্গযুক্ত পদান্ত অ-কার এ-কারে পরিণত হইয়াছে—একে মিগে।

(ঘ) পদান্ত অ-কারের আ-কার প্রবণতাও প্রাচ্যমধ্যার একটি বৈশিষ্ট্য। আহ > আহা।

(ঙ) স্বার্থিক 'ক' বা 'কি' প্রত্যয়ের প্রয়োগ। 'ক্য' বা 'কি্য'রূপে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। দেবদশিকি্য > দেবদাসী।

(চ) পদমধ্যবর্ত্তী ও-কারের এ-কারে পরিণতি—করোতি > কলেতি।

(ছ) য-স ও র-যুক্ত ব্যঞ্জনের সর্ব্বত্র সমীভবন ও সরলীকরণ—অষ্ট > অঠ; অস্তি > অথি।

(জ) 'দ্ব' ছাড়া অন্যত্র ব-ফলার সম্প্রসারণ—দ্বাদশ > দুবাদশ; কিন্তু (চত্বারি > চত্তালি)।

(ঝ) স্বর মধ্যবর্ত্তী 'ক' এর কচিৎ ঘোষীভবন—লোকং > লোগং।

৪। প্রাচ্য—(ধৌলী ও জৌগড় অনুশাসন):

প্রাচ্যমধ্যার সহিত প্রাচ্যার মোটামুটি মিল রহিয়াছে। প্রাচ্যাতেও পদান্ত বিসর্গযুক্ত অ-কার এবং পদমধ্যবর্ত্তী 'ও' এ-কারে পরিণত হয়। র > ল হওয়াও প্রাচ্যার একটি লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণ নিম্নে বিবৃত হইল—

(ক) শ, ষ > স।[২]

(খ) উত্তম পুরুষ সর্ব্বনামের প্রথমার একবচনে—'হকং' (ইচ্ছামি হকং)।

অশোকের প্রাচ্য অনুশাসনের প্রধান তিনটি ভাষাগত বৈশিষ্ট্য হইতেছে র > ল; শ, ষ > স; পদান্ত বিসর্গযুক্ত অ-কার > এ। পরবর্ত্তীকালে প্রাচ্য প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত মাগধী প্রাকৃতে এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের একটি বৈশিষ্ট্য (অর্থাৎ শ, ষ > স) লক্ষিত হয় না। মাগধী প্রাকৃতে স, ষ > শ। কিন্তু অশোকের সমসাময়িক যোগীমারা গুহার সুতনুকা প্রত্নলিপিতে এই বিশেষত্বটি রহিয়াছে—

শুতনুক নম দেবদশিক্যি
তং কময়িথ বলনশেয়ে
দেবদিনে নম লূপদখে[৩]।

মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষা অর্থাৎ প্রাকৃতের প্রথম স্তরের নিদর্শন অশোকের অনুশাসন ছাড়াও অন্যান্য বহু প্রত্নলিপি ও তাম্রশাসনে আমরা পাইতেছি। পালি ভাষাও প্রাকৃতের প্রথম-স্তরের পরিচয় বহন করিতেছে।[৪]

দেখা যাইতেছে প্রাকৃতের প্রথম স্তরে ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্ত্তন হইয়াছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সমীকরণ ছাড়াও অন্যান্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—তাহার মধ্যে পদান্ত ব্যঞ্জনের লোপ একটি। আদিতে বা মধ্যে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকিলে একটি ব্যঞ্জন লুপ্ত হইয়াছে অথবা একটি স্বরবর্ণ আনিয়া ব্যঞ্জন দুইটি বিশ্লিষ্ট করা হইয়াছে। যেমন—দ্বাদশ > বারস; অর্হতি > অরিহদি।

প্রথম স্তরের শেষের দিকে আর একটি উল্লেখযোগ্য ধ্বনিপরিবর্ত্তন স্বর মধ্যবর্ত্তী অঘোষবর্ণের ঘোষীভবন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে অশোকের প্রাচ্য ও প্রাচ্যমধ্য অনুশাসনেই এই ঘোষীভবনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে। যেমন—

২। প্রাচ্য প্রাকৃতের দুইটি রূপ—পশ্চিমা প্রাচ্য ও পূর্ব্বী প্রাচ্য। পূর্ব্বী প্রাচ্য মগধে বলা হইত বলিয়া ইহার নাম 'মাগধী'। অশোকের অনুশাসনে পশ্চিমা প্রাচ্যের নিদর্শন রহিয়াছে। পূর্ব্বী প্রাচ্যের সঙ্গে ইহার পার্থক্য এইখানে যে পূর্ব্বীতে কেবল 'শ' ব্যবহৃত হইত এবং পশ্চিমায় ব্যবহৃত হইত 'স'। পূর্ব্বী প্রাচ্যের নিদর্শন পাওয়া যায় ছোটনাগপুরের রামগড় পাহাড়ের "সুতনুকা" লিপিতে।

৩। সুতনুকা নামে এক দেবদাসী—তাহাকে কামনা করিয়াছিল বারাণসীবাসী দেবদত্ত নামে এক রূপদক্ষ (শিল্পী)।

৪। পালির আলোচনা কয়েকটি অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে করা হইয়াছে।

অচল > অজল (ধৌলি) ; লোক > লোগ (জৌগড়) ; লিপি > লিবি (তোপ্‌রা) ইত্যাদি।

অন্তর্বর্তী স্তর [খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক)]

প্রাকৃতের অন্তর্বর্ত্তী স্তরে অঘোষবর্ণের ঘোষীভবন বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ঘোষ ব্যঞ্জন লুপ্ত হইয়াছে। যেমন—রথ > রধ ; রূপ>রূব ; বিজয় > বিঅয় ; সুরত > সুরদ ; প্রথম > পধম। প্রথমে স্বরমধ্যবর্ত্তী অঘোষ ব্যঞ্জনের শিথিল উচ্চারণের ফলে তাহা ঘোষবৎ হইয়াছে—পরে উষ্মীভূত হইয়া তাহা লুপ্ত হইয়াছে। দুই প্রান্তে ঘোষবৎ স্বরধ্বনি—মধ্যে অঘোষ ব্যঞ্জন; উচ্চারণে কিছু শিথিল হইলেই অঘোষব্যঞ্জনের ঘোষবৎ হইবার পথে কোন বাধা থাকে না। এই শিথিলতা আরও অগ্রসর হইলেই ব্যঞ্জন লোপের পথ প্রশস্ত হইয়া আসে।

অন্তর্বর্ত্তী স্তর

স্বরমধ্যবর্ত্তী ব্যঞ্জন সম্পর্কে প্রাকৃত ভাষাভাষীদের এই উচ্চারণ-শৈথিল্যকে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন—'Spirant pronunciation in M. I. A' [৫]

খ্রীষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীর কথ্য প্রাকৃতের ভিত্তিতে গঠিত সাহিত্যিক প্রাকৃতেও (এই প্রাকৃতের প্রয়োগ সংস্কৃত নাটকে দেখা যায়) স্বরমধ্যবর্ত্তী অঘোষবর্ণের ঘোষীভবন ও তাহার লোপের নিদর্শন রহিয়াছে। মাগধী ও শৌরসেনী প্রাকৃতে 'ক'—'গ' হইয়া লুপ্ত হইয়াছে—কিন্তু 'ত'—'দ' রূপেই রক্ষিত হইয়াছে অর্থাৎ লুপ্ত হয় নাই। অবশ্য মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে স্বরমধ্যবর্ত্তী অঘোষ ব্যঞ্জনের লোপ একটি বিশেষ লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে মাগধী ও শৌরসেনী প্রাকৃতেও স্বরমধ্যবর্ত্তী অঘোষ ব্যঞ্জন লুপ্ত হইয়াছিল—তবে সাহিত্যে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। প্রাচীনতম প্রাকৃত ব্যাকরণেও তাহার উল্লেখ নাই। শৌরসেনী অপভ্রংশে এইরূপ লোপের প্রচুর উদাহরণ রক্ষিত হইয়াছে। মাগধী অপভ্রংশের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই—তথাপি লোপের অনুমান অযৌক্তিক নহে। লোপ না হইলে মাগধী প্রাকৃত হইতে বহু বাঙ্‌লা শব্দের উৎপত্তি ব্যাখ্যা সম্ভব হইত না।[৬]

৫। O. D. B. L. Page 85

৬। মাগধী পাদ > পা অ > পা ; চলতি > চলদি > চলই > চলে ; শতং < শদে > শঅ > শ।

বস্তুতঃ স্বরমধ্যবর্ত্তী ব্যঞ্জনের ঘোষীভবন সুরু হইয়াছে অন্তর্বর্ত্তী স্তরে—লোপের উদারণও কিছু কিছু এই স্তরেই মিলিতেছে।

দ্বিতীয় স্তর [7] [খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতে ষষ্ঠ শতক] :

প্রাকৃতের দ্বিতীয় স্তরে স্বরমধ্যবর্ত্তী ঘোষবৎ ব্যঞ্জন অল্পপ্রাণ হইলে লুপ্ত হইয়াছে—মহাপ্রাণ হইলে হ-কারে পরিণত হইয়াছে। গতঃ > গদো > গও ; তেভিঃ > তেহি। অন্তর্বর্ত্তী স্তরে যে পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছিল তাহাই দ্বিতীয় স্তরে পরিণতরূপ লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় স্তর

এই স্তরের কথ্য প্রাকৃতের ভিত্তিতেই সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত গঠিত হইয়াছিল। এই সাহিত্যিক প্রাকৃতে এবং খ্রীষ্টীয় প্রথম তিনশতাব্দীর কতকগুলি প্রত্নলিপিতে দ্বিতীয় স্তরের প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া যায়।

তৃতীয় স্তর—[খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক হইতে দশম শতক] :

এই স্তরের প্রাকৃতকে বলা হয় অপভ্রংশ। অপভ্রংশের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এই :

(ক) পদান্ত দীর্ঘস্বরের হ্রস্বীভবন—আ > অ ; এ, ও > ই, উ
(খ) স্বরমধ্যবর্ত্তী 'ম' স্থানে 'বঁ'
(গ) ষষ্ঠীর একবচনে 'হ' বিভক্তি
(ঘ) কারক গঠনে বিভক্তি হীনতা
(ঙ) একটি স্বরের পরিবর্ত্তে অন্য স্বর ("স্বরাণাং স্বরাঃ প্রায়োঽপভ্রংশে)"
(চ) স্বার্থিক প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্য (-ইল,-অল,-ড প্রভৃতি)
(ছ) ছন্দে সমমাত্রিকতা ও অন্ত্যানুপ্রাস
(জ) প্রথমার একবচনে বিভক্তিহীনতা বা 'উ' (প্রাকৃত 'ও' হইতে উৎপন্ন)
(ঝ) তৃতীয়ার বিভক্তি—এং, হিং, ; পঞ্চমীর বিভক্তি—অহ, হুং, হে ; ষষ্ঠীর বিভক্তি -অহ, -আহ, অসু্হ, হে, হো।

৭। ডক্টর সুকুমার সেন বলিয়াছেন, দ্বিতীয় উপস্তরের স্থিতিকাল খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী (ভাষার ইতিবৃত্ত পৃঃ ৮২)। কিন্তু অন্যত্র এই দ্বিতীয় স্তরের তিনটি উপস্তর কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন, আদি উপস্তরের স্থিতিকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতক হইতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক (পৃঃ ৯০)।

অপভ্রংশের যুগে প্রাকৃত ভাষার কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। নব্যভারতীয় আর্য্যভাষার উদ্ভবের অব্যবহিত পূর্ব্বে অপভ্রংশের যে রূপ দাঁড়াইয়াছিল—তাহাকে বলা হইয়াছে অবহট্‌ঠ (অপভ্রষ্ট)। অবশ্য নব্যভারতীয় আর্য্য ভাষাগুলির উদ্ভবের পরেও 'অবহট্‌ঠ' ভাষা সাহিত্যের বাহন রূপে চলিত ছিল।

তৃতীয় স্তর অপভ্রংশ

প্রাকৃত ভাষার বিবর্ত্তনের ইতিহাসে কখন এই অপভ্রংশ বিশেষত্বগুলি দেখা দিয়াছিল তাহা ভাষাতত্ত্বের এক জটিল প্রশ্ন। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার O. D. B. L গ্রন্থে (পৃঃ ৮৭) এই প্রশ্নটি সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন এবং সেই আলোচনা অনর্থক জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। 'পউম-চরিঅ' নামক প্রাকৃত গ্রন্থের (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় তৃতীয় শতক) সাক্ষ্য তিনি গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন নাই; অথচ এই গ্রন্থে কতকগুলি অপভ্রংশ লক্ষণ অস্বীকার করা কঠিন। প্রাকৃত ধম্মপদেও (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ) অপভ্রংশের লক্ষণ রহিয়াছে (ও > উ)—ইহাকেও তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। এমন কি কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক) কয়েকটি অপভ্রংশ গান রহিয়াছে—সেইগুলিও তাঁহার মতে প্রক্ষিপ্ত।

অপভ্রংশের সূচনা

মূল কথা এই যে, যে-ভাষা খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা অন্ততঃ কয়েক শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই ধীরে ধীরে নির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করিতেছিল। তাহা ছাড়া বৌদ্ধ সংস্কৃত ও নিয়া প্রাকৃতের[৮] সঙ্গে সাদৃশ্যের কথা বিবেচনা করিলে অপভ্রংশের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহ ওঠে না।

বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অপভ্রংশ গানগুলি যে প্রক্ষিপ্ত নয় তাহার প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে। প্রধান কথা এই, অপভ্রংশ ভাষায় যে সকল বৈশিষ্ট্য পরবর্ত্তী কালে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহা অপভ্রংশ যুগের প্রথম দিকেই লক্ষিত হইবে এমন আশা অসঙ্গত। সুনীতি বাবু মন্তব্য করিয়াছেন—এই অপভ্রংশ গানের ভাষায় ম—বঁ হয় নাই, এখানে স্বার্থিক প্রত্যয়—অল, ইল, ড প্রভৃতি নাই—সুতরাং অপভ্রংশের পূর্ণরূপ এখানে আমরা পাইতেছি না।

৮। 'নিয়া' চীনীয় তুর্কীস্থানের অন্তর্গত শান্‌শান্ রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত। এখানকার বালুকাস্তূপ হইতে যে সকল প্রত্নলিপি উদ্ধার করা হইয়াছে—তাহার ভাষাকে বলা হইয়াছে 'নিয়া' প্রাকৃত। লিপিগুলি প্রধানতঃ খরোষ্ঠীতে এবং অংশত ব্রাহ্মীতে লেখা। লিপিগুলি উত্তর-পশ্চিমা উপভাষায় রচিত—কেবল স্থানের নাম অনুযায়ী 'নিয়া প্রাকৃত' নামে পরিচিত। ইহার রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী।

পূর্ণরূপ না থাকুক, থাকিবার কথাও নয়,—অপভ্রংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য আমরা এখানে দুইটি অভিনব লক্ষণে পাইতেছি—বিভক্তিহীনতা ও অন্ত্যানুপ্রাস।

সাহিত্যিক প্রাকৃত

সাহিত্যিক প্রাকৃত কখনও কথ্যভাষা ছিল না। সংস্কৃত নাটকগুলিতে সাহিত্যিক প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে—ইহা মধ্যভারতীয় আর্য্যভাষার দ্বিতীয় স্তরের কথ্যরূপকে ভিত্তি করিয়া গঠিত একপ্রকার সাহিত্যের ভাষা। প্রাকৃত বৈয়াকরণ এই সাধুভাষার রূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। কথ্যরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া ধীরে ধীরে নব্যভারতীয় আর্য্যভাষার স্তরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই সাহিত্যিক প্রাকৃত পরবর্ত্তী নাট্যকারদের রচনাতেও অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া গিয়াছে।

সাহিত্যিক প্রাকৃত

প্রাকৃত ব্যাকরণে যে প্রধান প্রাকৃত ভাষাগুলির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নাম মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী অর্দ্ধমাগধী, মাগধী ও পৈশাচী। মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনীর মূলে দক্ষিণ-পশ্চিমা, অর্দ্ধমাগধীর মূলে মধ্যপ্রাচ্যা, মাগধীর মূলে প্রাচ্যা ও পৈশাচীর মূলে উত্তর-পশ্চিমা।

১। মহারাষ্ট্রী—

দণ্ডী তাঁহার 'কাব্যাদর্শে' বলিয়াছেন—'মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ'। প্রাকৃত ব্যাকরণে মহারাষ্ট্রীকেই মূল প্রাকৃত ধরিয়া লইয়া অন্যান্য প্রাকৃতের লক্ষণ আলোচনা করা হইয়াছে।

স্বরমধ্যবর্ত্তী অল্পপ্রাণ অঘোষবর্ণের ঘোষবর্ণে রূপান্তর এবং পরে লোপ; স্বরমধ্যবর্ত্তী ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণের হ-কারে রূপান্তর—এই পরিবর্ত্তন পদ্ধতি সকল প্রাকৃতে চলিতে থাকিলেও দক্ষিণাঞ্চলের[৯] মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতেই সর্ব্বপ্রথম সুসম্পূর্ণ হইয়াছে[১০]। উত্তরাঞ্চলের শৌরসেনী ও মাগধী প্রাকৃতে অঘোষবর্ণের ঘোষবৎ রূপ আরও অধিককাল রক্ষিত হইয়াছিল। অর্দ্ধমাগধীতেও তাই।

৯। ডক্টর সুকুমার সেন মহারাষ্ট্রীকে কোন বিশেষ অঞ্চলের প্রাকৃত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। "There is no reason to assign Maharastri to a fixed dialect area."—(Comparative Grammar of the Middle Indo-Aryan" পৃঃ ১৫)

১০ "It is the most advanced, as regards phonetic change, of the M. I. A. dialects of the second stage" (Comparative Grammar of the Middle Indo-Aryan পৃঃ ১৫)

স্বরমধ্যবর্তী ব্যঞ্জন লোপের ফলে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের মাধুর্য্য অন্যান্য প্রাকৃতের তুলনায় অধিক। এই জন্য সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত গান বা কবিতা প্রায়ই মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লেখা। গাথাসপ্তশতী, সেতুবন্ধ, গৌড় বধ (গোউড়বহো,) প্রভৃতি প্রাকৃত কাব্যের ভাষাও মহারাষ্ট্রী। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নলিখিতরূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে :

মহারাষ্ট্রী

(ক) স্বরমধ্যবর্তী অল্পপ্রাণ অঘোষ ব্যঞ্জনের লোপ এবং স্বরমধ্যবর্তী মহাপ্রাণ ঘোষবর্ণের হ-কারে রূপান্তর। চতুর্থী > চউথী ; কথম্ > কহং।

(খ) কর্ম্মবাচ্যে O. I. A. য > ইজ্জ (শৌরসেনী 'ঈয়') ; গম্যতে > গমিজ্জই।

(গ) ক্ষ > চ্ছ (শৌরসেনী 'ক্খ')— ইক্ষু > উচ্ছু।

(ঘ) আত্মা > অপ্পা (শৌরসেনী ও মাগধী অত্তা)।

(ঙ) কখনও কখনও 'স' স্থানে 'হ'—তস্য > তাহ।

(চ) সপ্তমী বিভক্তির স্মিন্ > ম্মি। (শৌরসেনী-স্‌হি)।

মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের আরও বহু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। শৌরসেনী প্রাকৃতের সঙ্গে মহারাষ্ট্রীর পার্থক্য এইখানে যে, শৌরসেনী প্রাকৃতে স্বরমধ্যবর্তী 'দ' ও 'ধ' রহিয়া গিয়াছে। কথয়তি > কধেদি (শৌরসেনী) > কহেই (মহারাষ্ট্রী।)

মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনীর পার্থক্য

মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের নিদর্শন—

অহিনঅমহুলোহভাবিও
তহ পরিচুম্বিঅ চুঅমঞ্জরিং
কমলবসঈমেত্ত নিব্বুও
মহুঅর বিসরিও 'সি ণং কহং। [১১] (শকুন্তলা)

১১। রবীন্দ্রনাথ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—

নবমধু-লোভী ওগো মধুকর
চূতমঞ্জরী চুমি'
কমল নিবাসে যে প্রীতি পেয়েছো
কেমনে ভুলিলে তুমি ?

কবির অনুবাদে সামান্য ভুল রহিয়া গিয়াছে। মূলে 'কমল' শকুন্তলাকে বুঝাইতেছে এবং 'চূতমঞ্জরী' বুঝাইতেছে হংসপদিকাকে। অনুবাদে বিপরীত ব্যাপার ঘটিয়াছে অর্থাৎ 'কমল' অর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে হংসপদিকা।

প্রকৃতপক্ষে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের সঙ্গে শৌরসেনীর কোন মৌলিক পার্থক্য নাই—এই দুইটি ভাষাই দক্ষিণ-পশ্চিমা প্রাকৃতের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহারাষ্ট্রী শৌরসেনী প্রাকৃতেরই পরবর্তী পরিণত রূপ।[১২] তাহা ছাড়া শৌরসেনী সংস্কৃতের প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া অন্যান্য প্রাকৃত অপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছে।

২। শৌরসেনী—

শৌরসেনী প্রাকৃতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি এই :

(ক) স্বরমধ্যবর্তী দ-কার ও থ-কারের অবস্থিতি—তথা > তধা; সাম্প্রতং > সংপদং।

(খ) ক্ষ > ক্খ—ইক্ষু > ইক্খু; কর্মবাচ্যের য > ঈয়—গম্যতে > গমীয়দি; সপ্তমীর স্মিন্ > ম্হি।

(গ) ক্ত্বা > ইয়, উঅ—কডুঅ, করিঅ; গডুঅ, গমিঅ। কেবলমাত্র কৃ ও গম্ ধাতুর উত্তর ইয় এবং উঅ প্রত্যয় হয়, অন্যত্র কেবল ইয়। যেমন, পঠ্—পঠিঅ।

শৌরসেনী প্রাকৃতের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকে শৌরসেনী শিক্ষিতা নারীর ও নীচ শ্রেণীর পুরুষের ভাষা। সাহিত্য দর্পণকার বলিয়াছেন—

শৌরসেনী

> পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাম্[১৩]
> শৌরসেনী প্রযোক্তব্যা তাদৃশানাঞ্চ যোষিতাম্
> তাসামেব তু গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রযোজয়েৎ।
> চেটীনামপ্যনীচানামপি স্যাৎ শৌরসেনিকা
> বালানাং যণ্ডকানাঞ্চ নীচগ্রহবিচারিণাম্
> উন্মত্তানামাতুরাণাং সৈব স্যাৎ সংস্কৃত ক্বচিৎ।

অর্থাৎ মধ্যম বা উত্তম প্রকৃতির শিক্ষিতা নারীগণ শৌরসেনী প্রাকৃত প্রয়োগ করিবেন। ঐ সকল রমণীরাই সঙ্গীতে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত প্রয়োগ করিতে হইবে। চেটীগণ মধ্যম ও উত্তম প্রকৃতির হইলেও শৌরসেনী প্রাকৃতে কথা বলিবে।

১২। "Maharastri is a latter phase of Sauraseni"—(Dr. D. Sarkar—"A Grammar of the Prakrit language)।

১৩। কৃতাত্মনাম্ পণ্ডিতানাঞ্চ ইত্যর্থঃ—টীকা।

বালক, ষণ্ড, নীচ, দৈবজ্ঞ ও আতুর ব্যক্তির জন্যও শৌরসেনী ভাষাই বিহিত—তবে উহারা কখনও কখনও সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিতে পারে।

কিন্তু উপরে যাহা বলা হইল তাহা অলঙ্কার শাস্ত্রের কথা। সংস্কৃত নাটকে শাস্ত্রীয় ভাষা-বিভাগের বিধি অনেক ক্ষেত্রেই লঙ্ঘন করা হইয়াছে।[১৪]

৩। মাগধী—

মাগধী প্রাকৃতের প্রধান বৈশিষ্ট্য :

(ক) ষ, স > শ। পুরুষঃ > পুলিশে।

(খ) বিসর্গযুক্ত পদান্ত অ-কার > এ ; এষঃ > এশে।

(গ) র > ল। রাজা > লাআ ; দারুণ > দালুণ।

(ঘ) জ > য। জানাতি > যানাদি। জায়তে > যায়দে। 'য'-কারের স্থিতি। যথা > যধা।

(ঙ) স্বরমধ্যবর্তী 'দ' 'ধ' রক্ষিত হইয়াছে—ভবিশ্‌শদি ; মালেধ।

(চ) মাগধী প্রাকৃতে অনেক স্থলে সমীকরণের নিয়মগুলি পালিত হয় নাই ; যেমন—'হস্তিস্কন্ধং শমালোবিদে' (শকুন্তলা)[১৫]। অনেকক্ষেত্রে নূতন মাগধী নিয়মে সমীকরণ হইয়াছে। যেমন, মৎস > মচ্ছ > মশ্চ অর্থাৎ চ্ছ > শ্চ। এইরূপ, র্ত > স্ট—ভর্তা > ভস্টা ; ক্ষ > স্ক—প্রেক্ষামি> পেস্কামি ; র্থ > স্ত—বিক্রয়ার্থ > বিককৃঅস্তং।

(ছ) অ-কারান্ত শব্দের সম্বোধনে আ-কার—হে পুরুষ > হে পুলিশা।

(জ) অ-কারান্ত শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে 'আহ' বিভক্তি—চালুদত্তাহ (চারুদত্তস্য)।

(ঝ) স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয়ের বহুল ব্যবহার—ভর্তৃকাঃ > ভস্টকে।

পৈশাচী ও মাগধী প্রাকৃতের মূলে রহিয়াছে শৌরসেনী। প্রাকৃত ব্যাকরণে মাগধীর কয়েকটি উপভাষাও আলোচিত হইয়াছে ; যেমন—শাকারী, চাণ্ডালী, ইত্যাদি। ডক্টর সুকুমার সেন বলিয়াছেন—"মাগধীর ব্যবহার সংস্কৃত নাটকে ছিল শুধু হাস্যকৌতুকের জন্যই—যেমন উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্‌লা নাটকে

১৪। "MSS. and texts, often assign the dialects contrary to the rules of Poetics and the statements of commentators" A. C. Woolner—Introduction to Prakrit, page 90.

১৫। "Where other Prakrits say হত্থো Magadhi has হশ্‌তে"—'Introduction to Prakrit (A. C. Woolner) page 6.

ঝি-চাকর-বামুনের মুখে বঙ্গালীর অথবা ঝাড়খণ্ডীর বিকৃত রূপ দেওয়া হইত।"[১৩] এই দুইটি উক্তিই ভ্রান্ত—কেননা, সংস্কৃত নাটকে সকল ক্ষেত্রেই মাগধী প্রাকৃতের সাহায্যে হাস্যকৌতুক সৃষ্টি করা হয় নাই; এবং উনবিংশ শতাব্দীর বহু বাঙ্‌লা নাটকে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগে ভাবগম্ভীর করুণ রসাত্মক নাটক রচিত হইয়াছে। বঙ্গালী বা ঝাড়খণ্ডী যাহাই হউক—তাহার মধ্যে হাস্যরসের উপকরণ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না।

৪। **অর্দ্ধমাগধী—**

অর্দ্ধমাগধীতে শৌরসেনী ও মাগধী—দুইয়েরই লক্ষণ রহিয়াছে—অর্থাৎ

(ক) র—ল দুইই আছে।

(খ) বিসর্গযুক্ত পদান্ত অ-কার 'এ' এবং 'ও'—দুইই হয়।

(গ) ষ, শ নাই—'স' আছে।

(ঘ) স্বর মধ্যবর্ত্তী লুপ্ত ব্যঞ্জনের স্থলে য-শ্রুতির প্রয়োগ—স্থিত > ঠিয়; সাগর > সায়র।

(ঙ) স্বর মধ্যবর্ত্তী 'গ' কোথাও কোথাও রহিয়া গিয়াছে—লোকস্মিন্ > লোগংসি।

(চ) স্ম > ংস। অস্মি > অংসি।

(ছ) স্‌স > স। এক্ষেত্রে পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হইয়াছে। বর্ষ > বস্‌স > বাস।

অর্দ্ধমাগধী

অর্দ্ধমাগধীর ব্যবহার জৈন সাহিত্যে দেখা যায়। জৈনদের শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় মহারাষ্ট্রীও ব্যবহার করিতেন। অর্দ্ধমাগধীর প্রভাব থাকায় এ ভাষাকে বলা হয় জৈন মহারাষ্ট্রী। দিগম্বর সম্প্রদায় শৌরসেনীও ব্যবহার করিতেন—অর্দ্ধমাগধীর প্রভাবযুক্ত এই শৌরসেনীকে জৈন শৌরসেনী বলা হইয়া থাকে।

৫। **পৈশাচী—**

পৈশাচী প্রাকৃতেই গুণাঢ্য তাঁহার 'বৃহৎ কথা' রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ লুপ্ত হইলেও সংস্কৃত অনুবাদের মধ্যে কাহিনীগুলি রক্ষিত হইয়াছে। পৈশাচীর মূলে রহিয়াছে উত্তর-পশ্চিমা বা গান্ধারী। শৌরসেনীর সহিত ইহার মিল রহিয়াছে।

১৩। ভাষার ইতিবৃত্ত পৃঃ ৯৩।

পৈশাচীর প্রধান লক্ষণগুলি এই :

(ক) স্বর মধ্যবর্তী অসংযুক্ত ঘোষবৎ ব্যঞ্জনের অঘোষবর্ণে রূপান্তর। নগর > নকর ; রাজা > রাচা ; গগন > গকন ; মেঘো > মেখো ; দশ-বদনো > দশবতনো ; মাধবো > মাথপো।

পৈশাচী

(খ) স্বর মধ্যবর্তী স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের অলোপ।

(গ) স্বরভক্তি—কষ্ট > কসট ; স্নেহ > সনেহো ; ভার্য্যা > ভারিআ।

(ঘ) ণ > ন। তরুণী > তলুনী।

(ঙ) মহারাষ্ট্রীর মত ত-লোপ হয় নাই, শৌরসেনীর মত 'ত' 'দ' হয় নাই, কিন্তু 'দ' 'ত' হইয়াছে—মদনো > মতনো।

(চ) ত্বা > তুন। গন্তূন, কাতুন।

পৈশাচীর একটি উপভাষার নাম—চূলিকা পৈশাচী। হেমচন্দ্র তাঁহার ব্যাকরণে এই প্রাকৃতের বিবরণ দিয়াছেন।

পৈশাচী প্রাকৃতের মূলে ছিল উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃত বা গান্ধারী প্রাকৃত। বররুচির 'প্রাকৃত প্রকাশের' দশম পরিচ্ছেদে পৈশাচী প্রাকৃতের বর্ণনা রহিয়াছে। কিন্তু দশম (পৈশাচী), একাদশ (মাগধী) ও দ্বাদশ (শৌরসেনী) পরিচ্ছেদ বররুচির রচনা নহে—পরবর্তীকালের যোজনা—এইরূপ একটি মত প্রচলিত আছে। যাহা হউক, 'প্রাকৃত প্রকাশের' দশম পরিচ্ছেদে পৈশাচী প্রাকৃতের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণিত হইয়াছে—

১। বর্ণের আদিতে না থাকিলে বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের স্থানে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ হয়—কেশবঃ > কেশপো ; মেঘঃ > মেখো।

২। ণ > ন। তরুণী > তলুনী।

৩। ত্বা > তুন। কৃত্বা > কাতুন।

হেমচন্দ্র তাঁহার প্রাকৃত ব্যাকরণে পৈশাচীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছেন। বৈশিষ্ট্যটি হইল স্বরমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনের অলোপ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে স্বরমধ্যবর্তী 'ত' মহারাষ্ট্রীর মত লোপ হয় না—শৌরসেনীর মত 'দ'-তেও রূপান্তরিত হয় না। কিন্তু 'দ'—'ত' হয়, যেমন ; মদনঃ > মতনো।

পৈশাচীতে স্বরভক্তির উদাহরণও দুর্লভ নয়—কষ্টং > কসটং ; ভার্য্যা > ভারিয়া।

পৈশাচীতে কর্মবাচ্যের প্রত্যয় ইয্য্। গীয়তে > গিয্যতে। এইরূপ

দিয্যতে (দীয়তে); পঠিয্যতে (পঠ্যতে)। ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া বিভক্তি 'এয্য'। 'এয্য' প্রকৃতপক্ষে বিধিলিঙ (optative)-এর ক্রিয়া বিভক্তি। কিন্তু ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া বিভক্তি লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া 'এয্য' ভবিষ্যতের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে—হবেয্য (ভবিষ্যতি)।

প্রাকৃত ব্যাকরণে পৈশাচী প্রাকৃতের লক্ষণ বর্ণিত হইলেও প্রাকৃত সাহিত্যে কোনো পৈশাচী রচনার সন্ধান মেলে না। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গুণাঢ্য পৈশাচী প্রাকৃতে 'বৃহৎ কথা' রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে—কাহিনীগুলি রহিয়া গিয়াছে কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে।[১৭] এই গ্রন্থগুলি হইল সোমদেব ভট্ট রচিত 'কথাসরিৎসাগর', ক্ষেমেন্দ্র রচিত 'বৃহৎ কথা মঞ্জরী' এবং বুধস্বামীর লেখা 'বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহ'। পৈশাচীর আলোচনায় বৈয়াকরণদের বিশ্লেষণ এবং বিক্ষিপ্ত দু' একটি শ্লোকই একমাত্র অবলম্বন।

বিভিন্ন প্রাকৃতের নিদর্শন

বিভিন্ন প্রাকৃতের আরও বহু উপভাষা রহিয়াছে—অপ্রয়োজন বোধে তাহাদের উল্লেখ করা হইল না। নিম্নে বিভিন্ন প্রাকৃতের কয়েকটি নিদর্শন দওয়া হইল।[১৮]

শৌরসেনী—তক্খণং সো মম পুত্ত-কিদও মঅ-সাবও উবত্থিদো। তদো তএ অঅং দাব পঢমং পিবদু ত্তি অণুকম্পিণা উবচ্ছন্দিদো। ন উণ দে অবরিচিদস্স হত্থাদো উদঅং অবগদো পাছুং। পচ্ছা তস্সিং জ্জেব উদএ মএ গহিদে কদো তেণ পণও। (শকুন্তলা—৫ম অঙ্ক)

—সেই সময়ে আমার পালিতপুত্র মৃগশাবক সেখানে উপস্থিত হইল। আপনার কাছে জল পান করিবে এই আশায় আপনি তাহাকে আদর করিতে লাগিলেন। কিন্তু আপনি অপরিচিত বলিয়া সে আপনার হাত হইতে জল পান করিতে আসিল না। পরে আমি সেই জল গ্রহণ করিলে সে প্রণয় প্রকাশ করিল।

মাগধী—অধ একদিঅশং মএ লোহিদমশ্চকে খণ্ডশো কপ্পিদে। যাব তশ্শ উদলব্ভন্তলে এদং মহালদণভাশুলং অঙ্গুলীঅঅং পেক্খামি। পশ্চা ইধ বিক্কঅত্থং নং দংশঅন্তে য্যেব গহিদে ভাবমিশ্শেহিং। এত্তিকে দাব এদশ্শ আগমে। অধুণা মালেধ কুট্টেধ বা।

১৭। ডক্টর সুকুমার সেন এই গ্রন্থগুলিকে বৃহৎ কথার অনুবাদ বলিয়াছেন (ভাষার ইতিবৃত্ত —পৃঃ ৯৪)। কিন্তু এইগুলি ঠিক অনুবাদ নয়—তবে 'বৃহৎ কথা' অবলম্বনে রচিত গ্রন্থ বটে।

১৮। মহারাষ্ট্রীর নিদর্শন পূর্বে শকুন্তলা নাটকের হংসপদিকার সঙ্গীতটিতে দেওয়া হইয়াছে।

—তারপর একদিন এক রুইমাছ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে গিয়া তাহার উদরের মধ্যে এই মহারত্নোজ্জল অঙ্গুরীয়কটি দেখিতে পাই। পরে বিক্রয়ের জন্য এখানে দেখাইবার সময় আপনাদের হাতে ধরা পড়িয়াছি। এইটুকুই ইহার বৃত্তান্ত। এখন মারুন অথবা কাটুন।

অর্দ্ধ মাগধী—পোলাসপুরে নাম নয়রে, সহস্সম্ববণে উজ্জানে জিয়সত্ত রায়া। তথ ণং পোলাসপুরে নয়রে, সদ্দালপুত্তে নামং কুম্ভকারে আজীবিওবাসএ পরিবসই।

—পলাসপুর নামে এক নগর ছিল; সেখানে সহস্রাম্রবন নামে এক উদ্যানে জিতশত্রু নামে এক রাজা ছিলেন। সেই পলাসপুর নামক নগরে সদ্দালপুত্ত নামে এক কুম্ভকার বাস করিতেন—তিনি ছিলেন আজীবিক সম্প্রদায় ভুক্ত।

পৈশাচী—

নচ্চন্তস্স য লীলাপাতুক্খেবেন কম্পিতা বসুধা—
উচ্ছলন্তি সমুদ্দা সইলা নিপতন্তি তং হলং নমথ।

—যাঁহার নৃত্য করিবার সময়ে চঞ্চল পদক্ষেপে বসুধা কম্পিত হয়, সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হয়, পর্ব্বত ধ্বসিয়া পড়ে—সেই হলধরকে প্রণাম কর।

(হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণ,
চতুর্থ অধ্যায়, ৩২৬ সংখ্যক সূত্র)

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাকৃত ব্যাকরণের মূল সূত্র

[এক]

ধ্বনি-পরিবর্ত্তন

মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতকে আদর্শ ধরিয়া লইয়া সাধারণভাবে প্রাকৃতের স্বরূপটি বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। প্রাকৃত ভাষায় ধ্বনিগত পরিবর্ত্তনের প্রশ্নটিই এখানে সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

১। একক বা অসংযুক্ত ব্যঞ্জনের (Single Consonants) কথা—

(ক) শব্দের আদিতে ন, য, শ, ষ—এই কয়টি ব্যঞ্জন ছাড়া অন্য ব্যঞ্জন সাধারণতঃ অপরিবর্ত্তিত থাকে। 'ন' এর মূর্দ্ধন্যীভবন ঘটে, মাগধী প্রাকৃত বাদে অন্যত্র 'য' হয় 'জ', মাগধী প্রাকৃতে 'শ' থাকে—অন্যত্র শ-ষ>'স'।

(খ) স্বরমধ্যবর্ত্তী না হইলেও 'তাবং' এবং 'তে' এই দুইটি শব্দের 'ত' ঘোষবৎ হয়—দাব, দে।

(গ) কোথাও কোথাও অল্পপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণতা ঘটে—পনস>ফনস ; কুব্জ>খুজ্জ। প্রাকৃতের যুগে কখনও কখনও আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়িত তাই এই মহাপ্রাণতা।

একক ব্যঞ্জন
Single Consonant

(ঘ) কোথাও কোথাও উচ্চারণস্থানের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—তিষ্ঠতি>চিট্ঠদি (দন্ত্যবর্ণ স্থানে তালব্য)। কৃত>কট (দন্ত্যবর্ণ স্থানে মূর্দ্ধন্য)।

(ঙ) শব্দের মধ্যে ধ্বনিপরিবর্ত্তন বেশী হইয়াছিল—

স্বরমধ্যবর্ত্তী ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, ব, য—এই কয়টি ব্যঞ্জন প্রায়ই লুপ্ত হইয়াছে—(কগচজতদপযবাং প্রায়ো লোপঃ)। এই লোপের প্রধান প্রতিনিধি মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত—মোদক>মোঅথ ; গতো>গও ; হৃদয়>হিঅথ।

স্বরমধ্যবর্ত্তী খ, ঘ, থ, ধ, ফ এবং ভ—মহাপ্রাণ বর্ণগুলি হ-কারে পরিণত হইয়াছে—সখি>সহি ; পৃথিবী>পুহবী ; বিভব>বিহব ('ভ' শব্দের আদিতে থাকিলেও হ-কারে পরিণত হইয়াছে—ভবতি>হোদি।

শব্দের শেষেও একক ব্যঞ্জনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—

(ক) ম্-স্থানে অনুস্বার। গৃহম্ আনয়তি—গেহং আনেদি।

(খ) অ-কারের পরে বিসর্গ > ও; অন্য স্বরের পরে বিসর্গ লোপ।

পুত্রঃ > পুত্তো; দেবেভিঃ > দেবেহি

(গ) অন্ত্য ব্যঞ্জনের লোপ—পশ্চাৎ > পচ্ছা।

২। এইবার সংযুক্ত ব্যঞ্জনের (Conjunts) কথা—

প্রথম কথা এই—শব্দের প্রথমে সংযুক্ত ব্যঞ্জন বসিবে না।

শব্দের মধ্যে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকিলে—হয় স্বরভক্তির সাহায্যে তাহাদিগকে বিশ্লিষ্ট করা হইয়াছে—না হয় তাহাদের সমীকরণ হইয়াছে।

সমীকরণের প্রধান নিয়ম এই :

(১) দুইটি সমান বর্ণ হইলে পরেরটি থাকিবে—দুইটি অসমান হইলে যাহার শক্তি[১] বেশী সেই থাকিবে।

সংযুক্ত ব্যঞ্জন Conjunct Consonants

যেমন, যুক্ত > যুত্ত; দুগ্ধ > দুদ্ধ (দুইটি স্পর্শ—সুতরাং দুইটি সমান; সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী পরেরটি রহিয়াছে।)

অগ্নি > অগ্‌গি; যুগ্ম > যুগ্‌গ (স্পর্শ ও নাসিক্য; নাসিক্য কম শক্তিশালী—তাই স্পর্শবর্ণটি রহিয়াছে।

কাব্য > কব্ব; বিস্ম > বিম্‌হ—এখানেও শক্তিশালীর জয় হইয়াছে।

সমীকরণের ইহাই সাধারণ সূত্র। কয়েকটি বিশেষ নিয়ম নিম্নে আলোচিত হইল।

সমীকরণের নিয়ম

(২) স্পর্শবর্ণের সঙ্গে উষ্মবর্ণের সংযোগ ঘটিলে—স্পর্শবর্ণ যদি পূর্ব্বে থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া 'চ্ছ' হইবে—বৎস > বচ্ছ; মৎস > মচ্ছ; কক্ষ > কচ্ছ।

যদি উষ্ম বর্ণ পূর্ব্বে থাকে তাহা হইলে স্পর্শবর্ণটিকে মহাপ্রাণ বর্ণে পরিণত করিয়া তাহার সহিত উষ্মবর্ণের সমীকরণ হইবে—হস্ত > হত্থ; আশ্চর্য > অচ্ছরিঅ।

১। A. C. Woolner তাঁহার 'Introduction to Prakrit' গ্রন্থে (গ্রন্থটি এখন দুষ্প্রাপ্য) সমীকরণের কৌশলটি বুঝাইবার জন্য শক্তি অনুসারে ব্যঞ্জনগুলিকে এইভাবে সাজাইয়াছেন :

(১) স্পর্শবর্ণ (নাসিক্য বাদে); (২) নাসিক্য; (৩) ল স ব য র (যথাক্রমে); (৪) হ।

কিন্তু পূর্ব্বে উপসর্গ থাকিলে স্পর্শবর্ণের মহাপ্রাণতা ঘটিবে না—অল্পপ্রাণ স্পর্শের সঙ্গেই উষ্মবর্ণের সমীকরণ হইবে। নিষ্ক>নিক্ক।

(৩) দন্ত্যবর্ণের সঙ্গে য-ফলা যুক্ত থাকিলে—প্রথমে দন্ত্যবর্ণটিকে তালব্যবর্ণে রূপান্তরিত করিয়া তাহার সহিত য-ফলার সমীকরণ করিতে হইবে। সত্য>সচ্চ ; মিথ্যা>মিচ্ছা ; অদ্য>অজ্জ ; মধ্য>মজ্ ঝ।

(৪) উষ্মবর্ণের সঙ্গে নাসিক্যবর্ণ যুক্ত থাকিলে, নাসিক্যবর্ণ যদি পরে থাকে তবে তাহাকে পূর্ব্বে আনিতে হইবে—উষ্মবর্ণ হ-কার রূপে পরে চলিয়া যাইবে। প্রশ্ন>পণ্ হ ; গ্রীষ্ম>গিম্‌হ ; উষ্ণ>উণ্ হ। (ব্যতিক্রম রশ্মি>রস্‌সি)।

মাগধী প্রাকৃতে বিশেষ ক্ষেত্রে পৃথক নিয়মে সমীকরণ হইয়া থাকে একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

[দুই]

প্রাকৃত ধ্বনি পরিবর্ত্তনের কয়েকটি বিশেষ নিয়ম ঃ

১। **সমীভবন** (Assimilation)—সমীভবনবিধির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উদাহরণ—প্রাপ্নোতি>পপ্পোত্তি ; দৃষ্টি>দিট্‌ঠি।

২। **বিষমীভবন** (Dissimilation)—সদৃশ ধ্বনিগুলির মধ্যে একটিকে পৃথক ধ্বনিতে পরিবর্ত্তিত করিবার নাম বিষমীভবন—লাঙ্গল>নঙ্গল ; ললাট> নলাট।

ধ্বনিপরিবর্ত্তনের নিয়ম

৩। **সাদৃশ্যজাত পদ** (Words formed by analogy)—শব্দের সাদৃশ্যে শব্দগঠনের দৃষ্টান্ত প্রাকৃতে রহিয়াছে—কায়েন = কায়সা (তুলনীয় 'মনসা') ; স্বয়ংবচঃ = স্বয়ংবচো (তুলনীয় 'তুষ্মবচো')।

৪। **পরিপূরক বৃদ্ধি** (Compensatory lengthening)—একটি ব্যঞ্জন লুপ্ত হইলে পূর্ব্বস্বরের দীর্ঘতা—অর্হৎ>অরুহা ; পরিষৎ>পরিসা ; সিংহো> সীহো।

৫। **বিপর্য্যাস** (Metathesis)—শব্দের মধ্যে দুইটি ব্যঞ্জনের স্থান পরিবর্ত্তন—হ্রদ>দহ ; মশক>মকস।

৬। **বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি** (Anaptyxis, Vowel Augmentation, Intrusive vowel)—যুক্ত ব্যঞ্জনের দুইটি ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি স্বরবর্ণের আগম—অর্হতি>অরিহদি ; ভার্য্যা>ভরিয়া ; আর্য্য>অরিয়।

৭। অপিনিহিতি (Epenthesis)

পদমধ্যবর্ত্তী ই-কার বা উ-কার স্বস্থানে থাকিয়া (বা না থাকিয়া) পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনের আগেই উচ্চারিত হইবার নাম অপিনিহিতি। প্রাকৃতের অপিনিহিতি সম্পর্কে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি—"বৈদিকের বিকারে জাত প্রাকৃতেও কচিৎ এইরূপ পূর্ব্বাভাসাত্মক 'ই' ও 'উ' বর্ণের বিপর্য্যয় হইত, তাহারও প্রমাণ আছে: যথা—সংস্কৃত কার্য্য = কার্ইঅ > কাইর্অ > ক-কাইর > কের ; ষষ্ঠীবাচক প্রত্যয় হিসাবে প্রাকৃতে এই 'কের' পদ প্রচলিত হয় ; পর্য্যন্ত = পর্যন্ত = পর্ই অন্ত > পইরন্ত > পেরন্ত ; পর্ব্ব = পর্উঅ > পউর > পোর—ইত্যাদি দুই চারিটি পদ প্রাকৃতে পাওয়া যায় এবং এগুলি এই পূর্ব্বাভাসাত্মক বিপর্য্যয় বা আগমের ফল। ইউরোপের ভাষাতত্ত্ববিদগণ স্বরধ্বনির এই প্রকার গতির নামকরণ করিয়াছেন Epenthesis"।[২]

সংস্কৃতে 'য' ইয়-রূপে উচ্চারিত হইত। সুনীতিবাবু এই ই-কারেরই অপিনিহিত অবস্থার উদাহরণ দেখাইয়াছেন। A. C. Woolner এই সকল ক্ষেত্রে প্রথমে স্বরভক্তির কথা বলিয়াছেন এবং স্বরভক্তির দ্বারা যে ই-কারের আগম হইয়াছে তাহারই অপিনিহিতি হইয়াছে—এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেমন, আর্য্য > অরিঅ > অইর > এর ; পর্য্যন্ত > পরিঅন্ত > পইরন্ত পেরন্ত ; আশ্চর্য্য > অচ্ছের (< অচ্ছইর < অচ্ছরিঅ) ; কার্য্য > কের।

যাহাই হউক—এইগুলি যে অপিনিহিতির উদাহরণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু ডক্টর সুকুমার সেন তাঁহার 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বলিয়াছেন—"প্রাকৃতে অপিনিহিতি একেবারেই নাই। প্রাকৃতে (এবং বাঙ্‌লায় কখনো কখনো) যাহা অপিনিহিতির নিদর্শন বলিয়া চলে তাহা আসলে স্বরধ্বনি-বিপর্য্যাসেরই নিদর্শন"।[৩]

মন্তব্যটি একটু বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

প্রথমত:—'স্বর-ধ্বনি-বিপর্য্যাস' বলিতে তিনি ঠিক কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলিতে একটি স্বর ও একটি ব্যঞ্জনের মধ্যে স্থান পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—দুইটি স্বরের মধ্যে নহে। কার্য্য > কারিঅ > কাইর > কের—এখানে ই-কার র-কারের পরে ছিল, আগে

২। বাঙ্‌লা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা—পৃ: ৭৫

৩। ভাষার ইতিবৃত্ত পৃ:—২২৫

আসিয়াছে—র-কার ই-কারের আগে ছিল, পরে আসিয়াছে—ইহাকে স্বরধ্বনি-বিপর্য্যাস বলিব কি ? বিপর্য্যাস দুইটি ব্যঞ্জনেরই হইয়া থাকে—দুইটি স্বরের বিপর্য্যাস হয় না। তা ছাড়া, এখানে স্বরের সংখ্যাও মাত্র একটি।

দ্বিতীয়তঃ—বাঙ্‌লায় **কখনো কখনো** যাহা অপিনিহিতির নিদর্শন বলিয়া চলে তাহাকেও তিনি 'স্বরধ্বনি-বিপর্য্যাস' রূপে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু 'কখনো কখনো' কেন ? বাঙ্‌লায় **সকল সময়** যাহা অপিনিহিতির নিদর্শন হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্ববঙ্গের উপভাষার একটি প্রধান উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য ; যেমন—কইর‍্যা > করিয়া। ইহাকে কি অপিনিহিতি না স্বরধ্বনি-বিপর্য্যাস বলা হইবে ?

প্রাকৃতে অপিনিহিতি একেবারেই নাই—এই বিশ্বাস বশে সুকুমারবাবু বাঙ্‌লা ষষ্ঠীর—র-এর বিভক্তির উৎস সন্ধান করিতে গিয়া কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি "ভাষার ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে কারক-বিভক্তি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

১। এই বিভক্তি আসিয়াছে -কর , -কার, -কের হইতে।

২। এই বিভক্তি-স্থানীয় অনুসর্গগুলি অপভ্রংশে বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রযুক্ত হইত এবং এই বিচ্ছিন্ন প্রয়োগ হইতেই বাঙ্‌লায় -কর,-কার, -কের আসিয়াছে।

৩। কার্য্য হইতে 'কের' আসিতে পারে না। স্মরণার্থক 'কৃ' ধাতু হইতে পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় (তুলনীয় বৈদিক 'কের')।[৪] প্রাকৃত স্তরে অপিনিহিতির সম্ভাবনা স্বীকার করিলে বাংলা ষষ্ঠী বাচক বিভক্তির উৎপত্তি বিচারসম্মত হয়।

৮। **অভিশ্রুতি (Umlaut)**

প্রাকৃতে অভিশ্রুতির কথা এ পর্য্যন্ত কেহই বলেন নাই। তবে উপরে উদ্ধৃত অপিনিহিতির উদাহরণগুলিতেই অভিশ্রুতির নিদর্শন রহিয়াছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অপনিহিত ই-কার বা উ-কার পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের সহিত মিলিত হইয়া নূতন স্বর সৃষ্টি করিয়াছে। কার্য্য > কারিঅ > কাইর > কের।

৯। **মূর্দ্ধণ্যীভবন**

প্রাকৃতে মূর্দ্ধণ্যীভবনের উদাহরণ প্রচুর মিলিবে। যখন বিনা কারণে স্বাভাবিক ভাবেই দন্ত্যবর্ণ মূর্দ্ধন্য বর্ণে পরিণত হয় তখন তাহাকে বলে

৪। কিন্তু 'ভাষার ইতিবৃত্ত' প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে বলা হইয়াছে—"ষষ্ঠীর 'র' এবং 'এর' আসিয়াছে যথাক্রমে 'কর', কার্য্য' শব্দ হইতে। (পৃঃ ১৫৯)

স্বতোমূর্দ্ধন্যীভবন (Spontaneous Cerebralisation); যেমন—পতাকা> পডাআ। যখন কোন মূর্দ্ধন্য বর্ণের প্রভাবে এই পরিবর্ত্তন হয় তখন তাহাকে বলে Resultant Cerebralisation; যেমন—প্রতিবর্দ্ধতে>পটিবড্ঢই; মৃত্তিকা>মট্টিআ; প্রতিমা>পডিমা।

১০। আদিস্বরলোপ (Aphesis)

প্রাকৃতে অনাদি স্বরে শ্বাসাঘাতের জন্য অনেক ক্ষেত্রে আদিস্বর লুপ্ত হইয়াছে। যেমন—অরণ্যং>রন্নং; অপি>পি (বি); ইদানীং>দাণিং; অলাবু>লা-উ। সংস্কৃত অপিহিত>পিহিত।

১১। মধ্যস্বর লোপ (Syncope)

যেমন—বদরং>বোরং; লবণং>লোণং; নবমালিকা>নোআলিআ; ময়ূরো>মোরো; চতুর্থী>চোথী।

১২। আদিবর্ণাগম (Prothesis)

স্ত্রী>ইথী।

১৩। সমাক্ষর লোপ (Haplology)

পাশাপাশি দুইটি সমান অক্ষরের মধ্যে একটিকে লুপ্ত করা হয়। প্রণালিকা>পবালিআ। *করিসিসি> করিসি (অপভ্রংশ)।

১৪। নাসিক্যীভবন (Nasalisation)

নাসিক্য বর্ণ লুপ্ত হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের অনুনাসিকতা—কুসুমানি> কুসুমাইঁ। সংযুক্ত বর্ণের একটি লুপ্ত হইলেও অনুস্বারের আগম হয়—(Compensatory Nasalisation) অশ্রু>অস্সু>অংসু।

১৫। শ্রুতিধ্বনি (Glides)

একমাত্র য-শ্রুতি অর্দ্ধমাগধী প্রাকৃতে দেখা যায়। যেমন—নগর নঅর>নয়র।

[তিন]

(স্বরবর্ণের রূপান্তর)

(ক) প্রাকৃতে 'ঋ' স্বরধ্বনি লুপ্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ ঋ-কারের পরিবর্ত্তে অ, ই, উ এবং কখনও কখনও 'এ' হইয়াছে। মৃগঃ > মিগো; মৃতঃ > মতো; মৃণালঃ > মুণালো; গৃহ > গেহ।

(খ) ঐ>এ; ঔ>ও; শৈলঃ > সেলো; ঔষধানি > ওসধানি।

(গ) অয় > এ; অব > ও; পুজয়তি > পুজোদি; ভবতি > ভোদি।

(ঘ) সংযুক্ত ব্যঞ্জন ও অনুস্বারের পূর্ব্বে দীর্ঘস্বর হ্রস্ব—কাব্যং > কব্বং মাং > মং।

রূপ পরিবর্ত্তন

প্রাকৃত রূপতত্ত্বের (Morphology) কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ এখানে আলোচিত হইতেছে।

শব্দরূপ—প্রাকৃতে পদান্ত ব্যঞ্জনের লোপ হয়, তাই ব্যঞ্জনান্ত শব্দগুলি স্বরান্ত শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছিল। দ্বিবচন লুপ্ত হইয়াছিল। দ্বিবচনের স্থান অধিকার করিয়াছিল বহুবচন। চতুর্থী ও ষষ্ঠী মিশিয়া গিয়াছিল। শব্দরূপে সকল শব্দকেই অ-কারান্ত শব্দের মত রূপ করিবার দিকে একটা ঝোঁক দেখা যায়। যেমন, পুত্র শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে পুত্তস্স, সেইরূপ মুনি শব্দের ষষ্ঠীর একবচনেও মুনিস্স। পুত্র শব্দের সপ্তমীর একবচনে পুত্তম্মি—অগ্নি শব্দেরও সপ্তমীর একবচনে অগ্‌গিম্মি। চতুর্থীতে পুত্তায় শব্দের সাদৃশ্যে 'কন্যায়' > কন্নাঅ।

প্রাকৃত শব্দরূপের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে এখানে সাদৃশ্যনীতিই (Principle of analogy) কাজ করিয়াছে বেশী। অ-কারান্ত, ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের সপ্তমীর একবচনের রূপ সর্ব্বনাম 'সর্ব্ব' শব্দের সপ্তমীর একবচনের মত—পুত্তম্মি (* পুত্রস্মিন্), অগ্‌গিম্মি (* অগ্নিস্মিন্), বায়ুম্মি (বায়ুস্মিন্)। সংস্কৃত ইন্-ভাগান্ত গুণিন্ শব্দের মত অগ্নি শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে হয় অগ্‌গিণো (মহারাষ্ট্রী 'অগ্‌গিস্স'—পুত্ত শব্দের মত)। প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনের রূপ 'অগ্‌গিণো'—গুণিন্ শব্দের মত। বায়ু শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে 'বায়ুস্স', 'বায়ুণো' দুইটি পদই হয়—একটি পুত্ত শব্দের সাদৃশ্যে—একটি সংস্কৃত ইন্-ভাগান্ত শব্দের সাদৃশ্যে। ঋ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ পিতৃ > পিদু > পিউ—অন্-ভাগান্ত রাজন্ > রাঅ, আত্মন্ > অত্ত > অপ্প, আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ মালা (লতা), ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ নদী—ও সর্ব্বনাম শব্দগুলির রূপরচনায় অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং প্রাকৃত শব্দরূপ পুংলিঙ্গ অ-কারান্ত শব্দরূপের ছাঁচে ঢালিবার একটা ঝোঁক রহিয়াছে—একথা বলা অপেক্ষা বলা সঙ্গত—প্রাকৃত শব্দরূপে সাদৃশ্যনীতি কাজ করিয়াছে বেশী অর্থাৎ প্রাকৃতে

এক শব্দরূপের সাদৃশ্যে অন্য শব্দের রূপগঠন করিবার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।[৫]

অবশ্য একথাও মনে রাখিতে হইবে যে প্রাকৃতে সংস্কৃত অন্, অৎ, মৎ ও বৎ-ভাগান্ত শব্দগুলির অন্ত্য ব্যঞ্জন লুপ্ত করিয়া অ-কারান্ত শব্দে পরিণত করা হইয়াছে এবং সেই সকল শব্দের কোন কোন বিভক্তির রূপ অ-কারান্ত 'পুত্ত' শব্দের মত। (অৎ = অন্ত ; মৎ = মন্ত ; বৎ = বন্ত)—মহতঃ > মহন্তস্স।

প্রধানতঃ অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম পদের ষষ্ঠীর স্স, এবং সপ্তমীর—স্মিন্ অন্ত শব্দ গ্রহণ করিলেও সেই সকল শব্দের রূপ পৃথক রীতিতেই করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ পদ গঠনকে সাদৃশ্যজাত বলিয়া মনে করাই সঙ্গত।[৬]

ধাতুরূপ

প্রাকৃতে ধাতুরূপের বৈচিত্র্য কম। দ্বিবচন লুপ্ত হইয়াছে—আত্মনেপদ প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। একমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিমা উপভাষায় কিছু কিছু আত্মনেপদী রূপ রহিয়া গিয়াছে। সংস্কৃতের অতীতকালের বিচিত্র সম্পদ লঙ্, লিট্ ও লুঙ্ লুপ্ত হইয়াছে—প্রাকৃতে অতীতকালে ক্রিয়া গঠন করা হইয়াছে কৃদন্ত প্রত্যয়ের সাহায্যে। কোথাও এই কৃদন্ত ক্রিয়ার সঙ্গে সহকারী ক্রিয়া থাকে—কোথাও বা নাই। সুতরাং সংস্কৃতের বিচিত্র ক্রিয়ারূপের মধ্যে প্রাকৃতে এই কয়টি মাত্র বাঁচিয়া আছে—

১। লট্—বর্ত্তমান (Present Indicative)।
২। লোট্—অনুজ্ঞা (Imperative)।
৩। বিধিলিঙ্ (Optative)।
৪। লৃট্—ভবিষ্যৎ (Future)।
৫। কর্ত্তৃবাচ্য ও কর্ম্মবাচ্যের ক্রিয়া (Active & Passive)।

৫। "Prakrit declension differ from those of Sanskrit mainly...through the simplification effected by transferring words from one declension to another i, e by analogy" A. C. Woolner (Introduction to Prakrit page 33).

৬। ডক্টর সুকুমার সেন বলিয়াছেন—"অধিকাংশ শব্দ অ-কারান্তের মত রূপ হইত" (ভাষার ইতিবৃত্ত পৃঃ ৮১)—ব্যাখ্যা করিয়া না বলিলে এই জাতীয় উক্তিতে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। (অষ্টম অধ্যায়ে প্রদত্ত—শব্দরূপ ও ধাতুরূপ দ্রষ্টব্য)।

৬। কৃদন্ত (Participles)।

৭। প্রেরণার্থক ণিজন্ত ক্রিয়া (Causative)।

৮। তুমুন-অন্তক ক্রিয়া (Infinitive)।

৯। ক্তা-ল্যপ্-অন্তক পূর্ব্বকালিক ক্রিয়া (Gerund)।

প্রাকৃত ধাতুরূপকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—(ক) অ-গণ, (খ) এ-গণ (ই-গণ) এবং (গ) অন্যান্য গণ।

(ক) অ-গণ (কর্ম্মবাচ্যের রূপও অ-গণের অন্তর্গত) ;

পুচ্ছদি, পুচ্ছই ; পুচ্ছসি ; পুচ্ছন্তি।

কর্ম্মবাচ্য—পুচ্ছীঅদি, পুচ্ছিজ্জই।

(খ) এ-গণ (অয় > এ ; এই গণের অন্তর্গত প্রেরণার্থক ও নামধাতু) :

কধেদি, কহেই ; কধেসি ; কধেন্তি, কহেন্তি।

প্রেরণার্থক—আণবেদি (আজ্ঞাপয়তি), কারাবেই (কারাপয়তি—Double Causative)।

নামধাতু—সুখেতি (সুখয়তি)।

(গ) অন্যান্য গণ—(O. I. A—নো—শক্নোতি) সক্কুণোমি ; (O. I. A—'ও' করোতি) করোমি ; (O. I. A—'না') সুনাদি, অস্তি > অত্থি ইত্যাদি।

সকল ধাতুরূপকেই ভ্বাদিগণীয় ধাতুর মত (অর্থাৎ অ-গণীয় ধাতুর মত) একটি ছাঁচে ঢালিবার একটা প্রবণতা প্রাকৃতে লক্ষিত হয় বটে—কিন্তু "সকল ধাতুর রূপ ভ্বাদিগণীয়ের মত"[১] একথা বলা চলে না।

ক্রিয়া বিভক্তি সম্পর্কে কয়েকটি কথা উল্লেখযোগ্য—

(ক) বর্ত্তমান কালের উত্তম পুরুষের একবচনে ম্হি > ম্মি এবং বহু বচনে 'ম্হ' যুক্ত হয়। এই বিভক্তি আসিয়াছে অস্ ধাতুর লটের উত্তম পুরুষের বিভক্তি হইতে। অস্মি > অম্হি ; স্ম > ম্হ। গচ্ছম্হি ; গচ্ছম্হ।

(খ) অপভ্রংশের শেষ যুগে উত্তম পুরুষের বহুবচনে 'হুঁ' বিভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—লভহুঁ, অচ্ছহুঁ। ডক্টর সুকুমার সেন ইহার উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন এই ভাবে—*মভ্যাম্ (তুভ্যাম্-এর সাদৃশ্যে) > মহুঁ > অহুঁ।

১। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' পৃঃ ৮২

'অহম্' হইতেও ইহার উৎপত্তি নির্দেশ করা চলে—অহকে > হগে > হএ > হউ > হোঁ > হুঁ। এই ব্যুৎপত্তিই সহজ ও স্বাভাবিক।

(গ) অনুজ্ঞা (লোট্) মধ্যম পুরুষের বহুবচনেও উক্ত 'হু' বিভক্তি হয়। অপভ্রংশে ইহার প্রয়োগ আছে—ছড্ডহু (Give up)[৮] লট্ মধ্যম পুরুষের বহুবচন 'থ' (থস্ নহে) এখানে প্রসারিত হইয়াছে। থ > হ > হু।

(ঘ) প্রাকৃতে ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়া-প্রাতিপদিক গঠিত হইয়াছে নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলির সাহায্যে—

১। ইস্স (> ইস্ন)—পুচ্ছিস্সদি; পুচ্ছিস্সং।

২। -ইহি (ইষ্য>ইসিঅ>ইসি>ইহি)—পুচ্ছিইহি, পেক্‌খিহিমি।

৩। ক্‌খ—ভক্‌খতি>ভক্ষ্যতি।

৪। অনেক ক্ষেত্রে দুইটি প্রত্যয় করা হইয়াছে—হোহিস্সামো।

(ঙ) বিধিলিঙের প্রয়োগ অর্দ্ধমাগধীতে এবং জৈনমহারাষ্ট্রীতেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রীতে বিধিলিঙের প্রয়োগ খুব কম—অন্যান্য প্রাকৃতে প্রায় নাই বলিলেই চলে।

প্রাচীন রূপ—লহেঅং, ভবেঅং লহে, ভবে, গচ্ছে, চরে, পডিগহে।

প্রাকৃতে সংস্কৃত প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তিত রূপ—যাৎ জ্জা (জ্জ)

যাস্ জ্জাসি (জ্জাহি)

যাম্ জ্জা (জ্জ)

বট্টেজ্জা, বট্টেজ্জাসি, বট্টেজ্জামি (-'মি' লটের উত্তম পুরুষের একবচনের রূপসাদৃশ্যে)। এইরূপ—জানীযাৎ, জাণিজ্জা, জাণেজ্জা।

(চ) কর্ম্মবাচ্য (Passive)

সংস্কৃতে কর্ম্মবাচ্যে 'য' প্রত্যয় যুক্ত হইত—প্রাকৃতে কোথাও কোথাও এই 'য'-কারের (১) পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে সমীকরণ হইয়াছে। আবার কোথাও (২) য>ইয়, আবার কোথাও (৩) য>ইয়>ইজ্জ হইয়াছে।

শৌরসেনী ও মাগধীতে 'ইয়' এবং অন্য প্রাকৃতে 'ইজ্জ'। এই 'ইয়' অথবা

৮। ডক্টর সুকুমার সেন তাঁহার Comparative Grammar of M. I. A গ্রন্থে (পৃঃ ১০৯) 'হু' বিভক্তিকে প্রথম পুরুষের একবচনের বিভক্তিরূপে দেখাইয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য—লট্ মধ্যম পুরুষের বহুবচন 'থস্' (?) এখানে ধার করা হইয়াছে। 'থস্' হইতে হু-বিভক্তির উৎপত্তি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত Middle Indo Aryan Readerএর ব্যাখ্যা পুস্তকে ইহাকে মধ্যম পুরুষের বহুবচনের বিভক্তিরূপে দেখানো হইয়াছে। ডক্টর সেন ঐ গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক।

'ইজ্জ' কোথাও মূল ধাতুর সঙ্গে, কোথাও আবার বর্ত্তমান কালের (লট্) রূপের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে।

উদাহরণ—(১) সমীকরণ (পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে)—মহারাষ্ট্রী দৃশ্যতে> দিস্সই ; গম্যতে>গম্মই।

(২) ইয়—গমীয়দি গচ্ছীয়দি (শৌরসেনী), ইশ্চীয়দি (মাগধী)।

ইষ্যতে>ইচ্ছ্যতে>ইশ্চীয়দি।

(৩) ইজ্জ—গমিজ্জই (মহারাষ্ট্রী)।

(ছ) প্রেরণার্থক ধাতু (Causative)

সংস্কৃতে 'অয়' (ণিচ্) বিকরণ যোগ করিয়া প্রেরণার্থক ধাতু গঠিত হয়—গময়তি, কারয়তি। 'অয়' প্রাকৃতে 'এ' হইয়াছে। সংস্কৃতে আ-কারান্ত ধাতুর পরে 'প' যুক্ত হইয়া 'অয়'—'পয়' হইয়াছে। 'পয়' প্রাকৃতে পে>বে হইয়াছে।

উদাহরণ—এ—কারয়তি > কারেই।

বে—নির্ব্বাপয়তি > নিব্বাবেদি ; স্থাপয়তি > ঠাবেই ; আজ্ঞাপয়তি> আণবেদি ; দর্শাপয়তি>দংশাবেত্তি (Double Causative)।

(জ) নামধাতু (Denominative)

প্রাকৃতে নামধাতুর রূপ অনেকটা প্রেরণার্থক ধাতুর রূপের মতই। অশোকের ধৌলী অনুশাসনে 'সুখীয়ন্তি', গার্ণার অনুশাসনে 'সুখাপয়ামি' পালিতে 'ধনীয়তি,' 'মমায়তি' (> মম), 'সুখাপেতি' প্রভৃতি পদ পাওয়া যায়। নিয়া প্রাকৃতে—'কমবেতি', অর্দ্ধমাগধীতে 'বেঢ়াবেই'।

(ঝ) তুমুন্-অন্তক ক্রিয়া (Infinitive)

সংস্কৃতের তুম্-প্রত্যয় শৌরসেনী ও মাগধীতে হইয়াছে—দুম্, মহারাষ্ট্রীতে হইয়াছে—উম্। এই প্রত্যয় কখনও মূল ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে, কখনও বর্ত্তমানকালের লট্ রূপের সহিত যুক্ত হইয়াছে—

শৌরসেনী—গচ্ছিদুং, গমিদুং, কাদুং, করিদুং (কর্ত্তুম্), পুচ্ছিদুং।

মহারাষ্ট্রী—কাউং (কর্ত্তুম্) পুচ্ছিউং।

(ঞ) ক্ত্বা-ল্যপ্-অন্তক—পূর্ব্বকালিক ক্রিয়া (Gerund)

সংস্কৃতে ধাতুর পূর্ব্বে উপসর্গ থাকিলে ল্যপ্ প্রত্যয় যুক্ত হইত—না থাকিলে 'ক্ত্বা' যুক্ত হইত। প্রাকৃতে এই নিয়ম রক্ষিত হয় নাই অর্থাৎ উপসর্গ না থাকিলেও 'ল্যপ্' (য) প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে।

য—পুচ্ছিঅ, গমিঅ, সুনিঅ, করিঅ, ওদারিঅ (অবতীর্য)—শৌরসেনী।

ক্ত্বা—জানিত্তা, পুচ্ছিত্তা, আগমিত্তা (অর্দ্ধমাগধী);
কিত্বা, ছিত্বা, স্বত্বা (খরোষ্ঠী ধম্মপদ)।

শৌরসেনী প্রাকৃতে কৃ ও গম্ ধাতুর পরে 'ডুঅ' প্রত্যয় বিকল্পে হইয়া থাকে—কডুঅ (করিঅ), গডুঅ (গমিঅ)। পক্ষে "দূণ", "ঊণ" প্রত্যয়ের প্রয়োগও দেখা যায়; যেমন—পেক্খিঊণ। তবে শৌরসেনী প্রাকৃতে য > ইয় রূপটিই সাধারণতঃ গৃহীত হইয়াছে।

মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে দূণ > ঊণ—যেমন পুচ্ছিঊণ; মাগধীতেও তাই—হোঊণ, হসিঊণ, কাঊণ। সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে প্রাকৃতে পূর্ব্বকালিক অসমাপিকা ক্রিয়া (Gerund) গঠনের জন্য নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে—

১। ত্বা, ত্তা
২। ইঅ
৩। দূণ, ঊণ
৪। ডুঅ
৫। ত্বী (উত্তর-পশ্চিমা গান্ধারী প্রাকৃতের একটি বৈশিষ্ট্য—আলোচেতি, তিট্ঠিতি)।

(ট) কৃদন্ত (Participles)।

প্রধান প্রত্যয়গুলির কথা নির্দ্দেশিত হইল:

বর্ত্তমানকালের প্রত্যয়—(Present Participle)

১। -অন্ত—
জানন্ত, পিবন্ত, হোন্ত।

২। -অন্তক (স্বার্থিক ক প্রত্যয়)—
খলন্তআ (খলন্তক); কলেন্তআ—মাগধীপ্রাকৃতে সম্বোধনের পদ;

৩। -মান—পেচ্ছমাণ; সুণমাণ (অর্দ্ধমাগধী) লোদমান (মাগধী), পুচ্ছমান।

৪। -আন—কুব্বাণ।

(ঠ) অতীতকালের প্রত্যয় (Past Participle)

১। -ন—দিন্ন, (দত্তঃ) পপলীণ্ (প্রপ্রলীনঃ)।

২। -ইত—জাণিদ, গহিদ, ভণিদ (ভন্)।

(ঙ) ভবিষ্যৎকালের প্রত্যয় (Future Participle—Passive)

সংস্কৃত 'তব্য' 'অনীয়' 'য'—এই তিনটি প্রত্যয়ের মধ্যে একমাত্র 'তব্য' প্রত্যয় প্রাকৃতের সর্ব্বস্তরে ব্যবহৃত হইয়াছে। অপভ্রংশের শেষ স্তরে আসিয়া এই 'তব্য' হইতেই বাঙ্‌লা ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া প্রাতিপদিক 'ইব' উদ্ভূত হইয়াছিল।

১। তব্য—হোদব্ব, জাণিদব্ব।

২। অনীয়—পুচ্ছণীয়।

৩। য—পেয্‌য (পেয়)।

(চ) সনন্ত ও যঙন্ত ক্রিয়া (The Desiderative and the Intensive)

এই শ্রেণীর ক্রিয়া প্রাকৃতে প্রচলিত বাগ্‌ধারার অন্তর্গত ছিল না। সংস্কৃত সনন্ত ও যঙন্ত ক্রিয়ার পরিবর্ত্তিত রূপ কিছু কিছু প্রাকৃতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে দেখিতে পাওয়া যায়—জিগিংসতি (জিগীষতি), জুউচ্ছই (জুগুপ্সতে); ববকৃখতি (বিবক্ষতি), দদ্দল্লতি (জাজ্বলতে)।

(ণ) অতীতকালের যৌগিক ক্রিয়া (Periphrastic Past)

এই শ্রেণীর ক্রিয়া গঠিত হইত অতীতকালের কৃদন্ত ক্রিয়ার সহিত 'অস্' ধাতু যোগ করিয়া—গদেসি (গতঃ অসি); হদোম্হি (হতঃ অস্মি)।

সপ্তম অধ্যায়

প্রাকৃত শব্দরূপ ও ধাতুরূপ

ক। শব্দরূপের আদর্শ

শব্দরূপের ক্ষেত্রে কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রাকৃতে দ্বিবচন নাই—চতুর্থী বিভক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ষষ্ঠী বিভক্তির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। অন্ত্য ব্যঞ্জন লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রাকৃতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দরূপও নাই।

নিম্নে যে কয়েকটি শব্দরূপের নিদর্শন দেওয়া হইতেছে তাহাতে শৌরসেনী ও মহারাষ্ট্রী রূপ থাকিবে—প্রয়োজন বোধে মাগধী রূপও দেওয়া হইবে।

১। অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

পুত্ত

	একবচন		বহুবচন	
	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী
প্রথমা	পুত্তো (মাগধী পুত্তে)	পুত্তো	পুত্তা	পুত্তা
দ্বিতীয়া	পুত্তং	পুত্তং	পুত্তে	পুত্তা, পুত্তে
তৃতীয়া	পুত্তেণ	পুত্তেণ	পুত্তেহিং	পুত্তেহিং পুত্তেহি
চতুর্থী	পুত্তস্স	পুত্তাঅ	পুত্তাণং	পুত্তাণং
পঞ্চমী	পুত্তাদো	পুত্তাও	পুত্তেহিংতো	পুত্তেহিংতো
ষষ্ঠী	পুত্তস্স (মাগধী—পুত্তাহ)	পুত্তস্স	পুত্তাণং	পুত্তাণং
সপ্তমী	পুত্তে	পুত্তম্মি, পুত্তে	পুত্তেসু	পুত্তেসু

২। ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

অগ্গি

	একবচন		বহুবচন	
	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী
প্রথমা	অগ্গী	অগ্গী	অগ্গীও অগ্গিণো,	অগ্গিণো, অগ্গী
দ্বিতীয়া	অগ্গিং	অগ্গিং	অগ্গিণো	অগ্গিণো

	একবচন		বহুবচন	
	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী
তৃতীয়া	অগ্‌গিণা	অগ্‌গিণা	অগ্‌গীহিং	অগ্‌গীহি
চতুর্থী	অগ্‌গিণো	অগ্‌গিস্‌স	অগ্‌গীণং	অগ্‌গীণ
পঞ্চমী[১]	অগ্‌গীদো	অগ্‌গীও	অগ্‌গীহিং	অগ্‌গীহি
ষষ্ঠী	অগ্‌গিণো	অগ্‌গিস্‌স	অগ্‌গীণং	অগ্‌গীণ
সপ্তমী	অগ্‌গিম্মি		অগ্‌গীসু	অগ্‌গীসু

৩। উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

	একবচন		বহুবচন	
	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী
প্রথমা	বায়ূ		বাউণো	বায়ূ
দ্বিতীয়া	বাউং		বাউণো	
তৃতীয়া	বাউণা		বাউহিং	বাউহি
চতুর্থী	বাউণো,	বাউস্‌স	বাউণং	বাউণ
পঞ্চমী	বাউদো	বাউও	বাউহিং	বাউহি
ষষ্ঠী	বাউণো	বাউস্‌স	বাউণং	বাউণ
সপ্তমী	বাউম্মি		বাউসুং	বাউসু

পিউ (=পিতৃ)

	একবচন		বহুবচন	
	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী
প্রথমা	পিদা	পিআ	পিদরো	পিঅরো
দ্বিতীয়া	পিদরং	পিঅরং	পিদরো, পিদরে	পিঅরো, পিঅরে
তৃতীয়া	পিদুণা	পিউণা	পিদুহি	পিউহিং
চতুর্থী	পিদুণো	পিউণো	পিদুণং	পিউণং
ষষ্ঠী	পিদুণো	পিউণো	পিদুনং	পিউণং
সপ্তমী	পিদরে	পিঅরে	পিউসু	পিউসুং

১। পঞ্চমীর প্রয়োগ কম এবং রূপও সন্দিগ্ধ।

৪। আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ[২]

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	মালা	মালাও
দ্বিতীয়া	মালং	মালা, মালাও, মালাউ
তৃতীয়া	মালাএ	মালাহিং, মালাহি
চতুর্থী	মালাএ	মালাণং, মালাণ
পঞ্চমী	মালাদো, মালাও	মালাহিংতো, মালাসুংতো
ষষ্ঠী	মালাএ	মালাণং, মালাণ
সপ্তমী	মালাএ	মালাসু, মালাসুং

৫। ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

	একবচন		বহুবচন	
	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী	শৌরসেনী	মহারাষ্ট্রী
প্রথমা		ণঈ		ণঈও, ণঈ
দ্বিতীয়া		ণঈং		ণঈও, ণঈ
তৃতীয়া		ণঈআ, ণঈএ		ণঈহিং, ণঈহি
চতুর্থী		ণঈআ, ণঈএ		ণঈণং, ণঈণ
পঞ্চমী	ণঈদো,	ণঈআ, ণঈএ		ণঈহিংতো, ণঈসুংতো
ষষ্ঠী		ণঈআ, ণঈএ		ণঈণং, ণঈণ
সপ্তমী		ণঈআ, ণঈএ		ণঈসু, ণঈসুং

৬। রাঅ (রাজন্) শব্দের রূপ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	রাআ	রাআণো
দ্বিতীয়া	রাআণং	রাআণো
তৃতীয়া	রণ্ণা (—রাজ্ঞা), রাইণা (স্বরভক্তি)	রাএহিং, রাহেহি
চতুর্থী	রণ্ণো, রাইনো, রাঅস্স	রাআনং; রাআণ

২। মাতৃ>মাতা>মা আ—মালা শব্দের মত রূপ হইবে।

	একবচন		বহুবচন
পঞ্চমী	রাআদো,	রাআহু	রাআহিংতো, রাআসুংতো
ষষ্ঠী		রণ্ণো, রাইণো	রাআণং, রাআণ
সপ্তমী	রাএ,	রাঅম্মি	রাএসু, রাএসুং

৭। অত্ত, অপ্প (= আত্মন্) শব্দের রূপ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	অত্তা, অপ্পা	অত্তাণো, অপ্পাণো
দ্বিতীয়া	অত্তং, অপ্পং, অপ্পাণং	অত্তাণো, অপ্পাণো
তৃতীয়া	অত্তণা, অপ্পণা	অত্তেহিং, অত্তেহি, অপ্পেহিং, অপ্পেহি
চতুর্থী	অত্তনো, অত্তস্স, অপ্পণো, অপ্পস্স	অত্তাণং, অত্তাণ, অপ্পাণং, অপ্পাণ
পঞ্চমী	অত্তাদো, অপ্পাদো	অত্তাহিংতো, অত্তাসুংতো, অপ্পাহিংতো, অপ্পাসুংতো
ষষ্ঠী	অত্তণো, অত্তস্স, অপ্পণো, অপ্পস্স	অত্তাণং, অত্তাণ, অপ্পাণং, অপ্পাণ
সপ্তমী	অত্তে, অত্তম্মি, অপ্পে, অপ্পম্মি	অত্তেসুং, অত্তেসু, অপ্পেসুং, অপ্পেসু

৮। উত্তমপুরুষ সর্বনাম শব্দের রূপ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	অহং, হং, অহম্মি, মি, অহকং (স্বার্থিক ক) (মহারাষ্ট্রী-অহঅং) (মাগধী-অহকে, হকে, হগে)	অম্হে (মাগধী-অম্মে)
দ্বিতীয়া	মং, মমং, অহম্মি, মি	অম্হে, ণো (মাগধী-অম্মে)
তৃতীয়া	মএ, মই, মমাই	অম্হেহিং, অম্হেহি
চতুর্থী	মম, মে, মহ	অম্হাণং, ণো
পঞ্চমী	মত্তো, মমাদো, মমাও	অম্হাহিংতো, অম্হাসুংতো
ষষ্ঠী	মম, মে, মহ, মজ্ঝ	অম্হাণং, ণো
সপ্তমী	মই, মমম্মি, মমম্মিং	অম্হেসু, অম্হেসুং

৯। মধ্যমপুরুষ সর্ব্বনামের রূপ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	তুমং (মহারাষ্ট্রী-'তং')	তুম্হে, তুজ্ঝে
দ্বিতীয়া	তুমং, তে	তুজ্ঝে, তুম্হে, বো
তৃতীয়া	তএ, তুএ, তই, তুমএ, তুমে, তে, দে	তুম্হেহিং, তুজ্ঝেহিং, তুম্হেহি, তুজ্ঝেহি, তুম্মেহিং
চতুর্থী	তুহ, তে, দে, তুজ্ঝ, তুম্ম, তুম্হ	তুম্হাণং, তুজ্ঝাণং, বো
পঞ্চমী	তত্তো, তইত্তো, তুমাদো, তুমাহি	তুম্হাহিংতো, তুম্হাসুংতো
ষষ্ঠী	তুহ, তে, দে, তুজ্ঝ, তুম্ম, তুম্হ	তুম্হাণং, তুজ্ঝাণং, বো
সপ্তমী	তই (মহারাষ্ট্রী—তুমম্মি)	তুম্হেসু, তুজ্ঝেসু

১০। প্রথমপুরুষ সর্ব্বনামের রূপ (পুংলিঙ্গ)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	সো, (মাগধী—শে)	তে
দ্বিতীয়া	তং	তে
তৃতীয়া	তেণ, তিণা	তেহিং, তেহি
চতুর্থী	তস্স, তাস, সে	তাণং, তাণ
পঞ্চমী	তত্তো, তদো, তো	তাহিংতো, তাসুংতো, তেহিং, তেহি
ষষ্ঠী	তস্স, তাস, সে	তাণং, তাণ
সপ্তমী	(শৌরসেনী) তস্সিং, (মহারাষ্ট্রী) তম্মি, তহিং, তস্সি, তম্হি	তেসুং, তেসু

খ। ধাতুরূপের আদর্শ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সংস্কৃতের বহুবিচিত্র ধাতুরূপের মধ্যে প্রধানতঃ লট্ (বর্ত্তমান), লোট্ (অনুজ্ঞা), লৃট্ (ভবিষ্যৎ) এবং বিধিলিঙ বর্ত্তমান ছিল। কয়েকটি ধাতুর কর্ত্তৃবাচ্যের রূপ প্রদর্শিত হইল :

লট্

অ-গণীয় রূপ

গম্

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	গচ্ছদি (শৌরসেনী)	গচ্ছন্তি (শৌরসেনী)
	গশ্চদি (মাগধী)	গশ্চন্তি (মাগধী)
মধ্যম	গচ্ছসি (শৌরসেনী)	গচ্ছধ (শৌরসেনী)
	গশ্চশি (মাগধী)	গশ্চধ (মাগধী)
উত্তম	গচ্ছামি (শৌরসেনী)	গচ্ছামো (শৌরসেনী)
	গশ্চামি (মাগধী)	গশ্চামো (মাগধী)

পুচ্ছ—(প্রচ্ছ)

	একবচন	বহুবচন
প্রথম	পুচ্ছদি, (মহারাষ্ট্রী পুচ্ছই)	পুচ্ছন্তি
মধ্যম	পুচ্ছসি	পুচ্ছধ, (মহারাষ্ট্রী পুচ্ছহ)
উত্তম	পুচ্ছামি	পুচ্ছামো

এ-গণীয় রূপ

কধ—(কথ্)

প্রথম	কধেদি (মহারাষ্ট্রী কহেই)	কধেন্তি (মহারাষ্ট্রী—কহেন্তি)
মধ্যম	কধেসি („ কহেসি)	কধেধ („ কহেহ)
উত্তম	কধেমি („ কহেমি)	কধেমো („ কহেমো)

লোট্

পুচ্ছ

প্রথম	পুচ্ছদু (মহারাষ্ট্রী-পুচ্ছউ) মাগধী—পুশ্চদু	পুচ্ছন্তু
মধ্যম	পুচ্ছ, পুচ্ছসু	পুচ্ছধ (মহারাষ্ট্রী-পুচ্ছহ) মাগধী—পুশ্চধ
উত্তম	পুচ্ছামু	পুচ্ছম্হ

হস্

প্রথম	হসহু (মহারাষ্ট্রী-হসউ, হসেউ)	হসন্তু, হসেন্তু
মধ্যম	হসহ	হসধ (মহারাষ্ট্রী-হসহ)
উত্তম	হসমু, হসেমু	হসামো, হসেমো

লৃট্ কৃ

প্রথম	করিস্সই, করিস্সদি, করিহিই (মহারাষ্ট্রী),	করিস্সন্তি
মধ্যম	করিস্সসি, করিহিসি (মহারাষ্ট্রী)	করিস্সধ (শৌরসেনী)
		করিস্সহ (মহারাষ্ট্রী)
উত্তম	করিস্সামি, করিস্সং	করিস্সামো

হস্

প্রথম	হসিহিই	হসিহিন্তি
মধ্যম	হসিহিসি	হসিহিহ, হসিহিথ
উত্তম	হসিস্সং, হসিস্সামি	হসিস্সামো
	হসিহামি, হসিহিমি	হসিহিমো

বিধিলিঙ্ (Optative)

বিধিলিঙের প্রয়োগ অর্দ্ধমাগধী ও জৈন মহারাষ্ট্রীতে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়—মহারাষ্ট্রীতে খুবই কম এবং অন্য প্রাকৃতে প্রায় দুর্লভ।

প্রথম —	গচ্ছেৎ > গচ্ছে	গচ্ছেজ্জা, গচ্ছেজ্জ
	* গচ্ছেয়াৎ > গচ্ছেজ্জা	
	* গচ্ছেয়ৎ > গচ্ছেজ্জ	
মধ্যম —	গচ্ছেঃ > গচ্ছে	
	* গচ্ছেয়সি > গচ্ছেজ্জাসি, গচ্ছেজ্জসি	গচ্ছেজ্জাহ
	গচ্ছেজ্জাহি, গচ্ছেজ্জহি	গচ্ছেজ্জহ
উত্তম —	গচ্ছেয়ম্ > গচ্ছেজ্জং	গচ্ছেজ্জাম
	* গচ্ছেয়ামি > গচ্ছেজ্জামি	

অষ্টম অধ্যায়

প্রাকৃত ভাষার ইতিকথা

(ক) লৌকিক সংস্কৃত ও প্রাকৃত

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতক হইতে খ্রীষ্টীয় দশম শতক পর্য্যন্ত—প্রাকৃত ভাষা এই দীর্ঘ ভ্রমণ পথে লৌকিক সংস্কৃত দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হইয়াছে তাহা এখানে আলোচনা করা যাইতে পারে।

বৈদিক ভাষার কথ্যরূপ ভাঙ্গিয়া প্রাকৃতের জন্ম হইয়াছিল—একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃতকে (অশোকের অনুশাসনে আমরা এই নিদর্শন পাই) আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া পাণিনি আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দীতে লৌকিক সংস্কৃতের (Classical Sanskrit) রূপ নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই লৌকিক সংস্কৃত ছিল সাহিত্যের ভাষা। এই ভাষাতেই পরবর্ত্তীকালে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া সংস্কৃত কবি ও নাট্যকার—কাব্য, নাট্য, আখ্যান ও মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

প্রাকৃত ছিল সংস্কৃতের এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ভাষা। রামায়ণ ও মহাভারতে বহু প্রাকৃত শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছে—পরবর্ত্তী বৈয়াকরণ সবিনয়ে ইহাদিগকে 'আর্ষ' প্রয়োগ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন পুরাণের বহু শ্লোক প্রথমতঃ প্রাকৃতে রচিত হইয়া পরে সংস্কৃতায়িত হইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য রচনা করিতেন তাঁহারা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করিতেন মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষা (অর্থাৎ বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃত), নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষা অথবা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা। সুতরাং বিভিন্ন যুগের এই সকল কথ্যভাষার প্রভাব তাঁহাদের সাহিত্যের ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃতে [১] আসিয়া পড়িবে তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শব্দভাণ্ডার, পদক্রম ও

১। পাণিনির যুগে সংস্কৃত জীবন্ত ভাষা ছিল, কেন না সেই যুগে প্রাকৃতের সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"During his age it was a living language, current as a sort of Hindostani of the upper class, and as such it had local variations and approximations to local vocabularies and idioms which it was impossible to bring under rule" (O. D. B. L. .Page 51). সংস্কৃত নাটকে উচ্চশ্রেণীর পাত্রের মুখে সংস্কৃত ভাষা দেওয়া হইয়াছে—এই প্রথা সংস্কৃতের উদ্ভবের প্রথম যুগের সামাজিক ঐতিহ্যের কথাই স্মরণ

বাগ্‌ভঙ্গী—এই সকল বিষয়েই উল্লিখিত প্রভাব লক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত ভাষা কথ্য প্রাকৃতের প্রভাব হইতে কখনও মুক্ত হইতে পারে নাই। কেবল প্রাকৃত শব্দ বা ধাতু নহে, প্রাকৃতের মাধ্যমে দ্রাবিড়, কোল, এমন কি বিদেশী গ্রীক, ফারসী প্রভৃতি ভাষার শব্দও সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছিল।

এ পর্য্যন্ত সংস্কৃতের উপর প্রাকৃতের প্রভাবের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতের বিবর্তনের ইতিহাসে প্রাকৃতের উপরও সংস্কৃতের প্রভাব লক্ষিত হয়। বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃতের ভিত্তিতেই প্রাকৃতের আদি স্তরে সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে পালি গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ প্রাকৃতকে কিছুটা মর্য্যাদা দিবার জন্যই সংস্কৃতের মিশ্রণ ঘটাইয়া গাথা সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন—এই ভাষার নাম মিশ্র সংস্কৃত অথবা বৌদ্ধ সংস্কৃত। এই ভাষায় বহু ক্ষেত্রে প্রাকৃত শব্দকেও সংস্কৃতায়িত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

বৌদ্ধ সংস্কৃতের উদাহরণ—

> সো দানি লোণং চ অলোণকং চ
> লুখং অলুখং অরসং সরসং চ
> পরিভুঞ্জসি তং চ জুগুপ্সমানো
> ইদং পি তে আশ্চরিয়ং ভদন্ত !

সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলির মধ্যে একমাত্র শৌরসেনী প্রাকৃতই সংস্কৃত ভাষার প্রভাব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। শূরসেন (অর্থাৎ) মথুরা অঞ্চল ছিল সংস্কৃত অনুশীলনের প্রধান কেন্দ্র এবং এই সংস্কৃত পরিবেশেই দক্ষিণ-পশ্চিমা উপভাষা শৌরসেনী প্রাকৃতরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। সংস্কৃত-প্রভাবান্বিত শৌরসেনী প্রাকৃতের উদাহরণ—

> অহো অচ্চাহিদং। পরিহাসেণ বি ইমং বক্কলং
> উবণঅন্তীএ মম এত্তিকং ভঅং আসী কিং পুণ
> লোভেণ পরধণং হরন্তস্‌স। হসিদুং বিঅ
> ইচ্ছামি। ণখু এআইনীএ হসিদব্বং।

(ভাস-প্রতিমা নাটক)

করাইয়া দেয়। কেন না, প্রাকৃতের আদি যুগে যখন সংস্কৃতের উদ্ভব হইয়াছিল তখন অভিজাত ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সংস্কৃত ভাষাতেই কথা বলিতেন এবং জনসাধারণ সেই ভাষা বুঝিতে পারিত।

উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে উদয়গিরি পাহাড়ে কলিঙ্গরাজ খারবেলের যে অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে (খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী) তাহা সংস্কৃত গদ্যরীতির আশ্রয়ে রচিত। এই অনুশাসন প্রাকৃতের উপর সংস্কৃত প্রভাবের এক সুন্দর নিদর্শন। ইহার সামান্য অংশ উদ্ধৃত হইল :

...কলিঙ্গাধিপতিনা সিরিখারবেলেন পন্দরস বসানি
সিরিকড়ার শরীরবতা কীড়িতা কুমারকীড়িকা।
ততো লেখরূপ গণনাববহারবিধিবিসারদেন
সববিজাবদাতেন নব বসানি যোবরজং পসাসিতং।

—কলিঙ্গাধিপতি শ্রীখারবেল পনের বৎসর শ্রীকড়ার শরীর ধারণ করিয়া বাল্য-ক্রীড়া করিয়াছিলেন। তাহার পর লেখরূপগণনা ব্যবহারবিধি-বিশারদ এবং সর্ব্ববিদ্যাভূষিত হইয়া নয় বৎসর যৌবরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের পর যে কয়টি প্রাকৃত প্রস্তুলিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যেও এইরূপ সংস্কৃতের প্রভাব পড়িয়াছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরে প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত হইতে অকৃপণ ভাবেই ঋণ গ্রহণ করিয়াছে।[২]

(খ) প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি

প্রাকৃত ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে 'প্রাকৃত' শব্দের অর্থ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে। 'প্রাকৃত' কথাটির প্রথম অর্থ স্বাভাবিক। স্বভাব হইতে যে ভাষা আগত তাহার নাম প্রাকৃত, অর্থাৎ ব্যাকরণ প্রভৃতির দ্বারা যাহার কোন সংস্কার করা হয় নাই তাহা প্রকৃতি। এই প্রকৃতি হইতে যাহা আগত তাহা প্রাকৃত[৩]। যাহার সংস্কার করা হইয়াছে তাহার নাম সংস্কৃত, যাহার তাহা হয় নাই তাহা প্রকৃতি—অর্থাৎ জাত হইয়া যাহা ঠিক সেইরূপই আছে তাহা প্রাকৃত।

প্রাকৃত শব্দের আর একটি অর্থ—'প্রকৃতি হইতে আগত'। এই প্রকৃতি কি? কেহ কেহ বলেন সংস্কৃত[৪]।

২। "This fact of Sanskrit interfering with natural development of the language by being always ready to supply new words......is a note-worthy thing in the development of Middle and New Indo-Aryan" (Dr. S. K Chatterjee O. D. B. L Page 54).

৩। ব্যাকরণাদিভিরনাহিত-সংস্কারো বাগ্ব্যাপারঃ প্রকৃতিঃ।
তত্র আগতং সৈব বা প্রাকৃতম্—কাব্যালঙ্কার বৃত্তি, রুদ্রট।

৪। প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং, তত্র ভবং, তত আগতং বা প্রাকৃতং —হেমচন্দ্র।
প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবত্বাৎ প্রাকৃতং স্মৃতম্—প্রাকৃত চন্দ্রিকা।
প্রাকৃতস্য তু সর্ব্বমেব সংস্কৃতং যোনিঃ—প্রাকৃত সঞ্জীবনী।

প্রাকৃত ভাষা—এই কথাটির আর একটি অর্থ প্রকৃতি অর্থাৎ জনসাধারণের ভাষা। প্রাকৃত সাধারণ লোকের কথ্য ভাষা ছিল বলিয়াই এই নাম।

যাঁহারা বলেন—'প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্'—তাঁহাদের মন্তব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে। প্রথম বক্তব্য—প্রকৃতি শব্দের অর্থ 'সংস্কৃত' বলিবার যুক্তি কোথায়? দ্বিতীয় বক্তব্য এই 'সংস্কৃত' বলিতে আমরা কোন্ সংস্কৃত বুঝিব?—বৈদিক সংস্কৃত না লৌকিক সংস্কৃত? বস্তুতঃ সংস্কৃত বলিতে লৌকিক সংস্কৃতকেই প্রধানতঃ বুঝা যায়—এবং যাঁহারা বলেন প্রাকৃত সংস্কৃত হইতে জাত—তাঁহারা লৌকিক সংস্কৃতই প্রাকৃতের মূল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে বৈদিক সংস্কৃতের কথ্যরূপ হইতেই প্রাকৃতের উদ্ভব হইয়াছে—অর্থাৎ 'প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্'। এখানে সংস্কৃত বলিতে বৈদিক সংস্কৃতকেই বুঝিতে হইবে। এই সংস্কৃত পাণিনি পতঞ্জলির সংস্কৃত নয়। বৈদিক সংস্কৃতের কথ্যরূপ ভাঙ্গিয়া প্রাকৃতে পরিণত হইয়াছিল এবং পাণিনির সমকালীন উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃতকে (কেননা এই প্রাকৃতই ছিল ধ্বনিতত্ত্বে এবং রূপতত্ত্বে বৈদিক সংস্কৃতের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী) ভিত্তি করিয়া সাহিত্যের ভাষা লৌকিক সংস্কৃত (Classical Sanskrit) গড়িয়া উঠিয়াছিল। পাণিনির যুগে অবশ্য এই ভাষা উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ স্বীয় সমাজে কথাবার্ত্তার ভাষা হিসাবেও ব্যবহার করিতেন কিন্তু সর্ব্বসাধারণের কথ্যভাষা প্রাকৃতের বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইল—এবং লৌকিক সংস্কৃত ক্রমে সাহিত্যের কৃত্রিম ভাষায় পরিণত হইল।

সুতরাং লৌকিক সংস্কৃত, অর্থাৎ পাণিনি যে ভাষার রূপ সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন তাহা ভাঙ্গিয়া প্রাকৃতের জন্ম হয় নাই। প্রাকৃতের জন্ম হইয়াছিল আরও আগে, বৈদিক সংস্কৃতের কথ্যরূপের বিকৃতির ফলে। প্রাকৃত ও লৌকিক সংস্কৃত পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়াছে—এই পর্য্যন্ত। পাণিনির পরে লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষারূপে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া—এই ভাষার বিকৃতি ঘটিতে পারে নাই। দীর্ঘ দুই হাজার বৎসর ধরিয়া যে সংস্কৃত সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার ভাষারূপ অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া গিয়াছে।

তথাপি কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে লৌকিক সংস্কৃত হইতেই প্রাকৃতের জন্ম হইয়াছে এবং এই সংস্কৃত কথ্যভাষা রূপে প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ সংস্কৃতের এতদূর অনুরাগী যে তাঁহারা মনে করেন যে শুধু প্রাকৃত কেন, ভারতের প্রত্যেকটি ভাষা—এমন কি দুনিয়ার তাবৎ ভাষাই নাকি 'সংস্কৃত'

হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তবে এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে কোন জোরালো যুক্তি পাওয়া যায় না।

(গ) প্রাকৃত ভাষার মৌলিক বৈশিষ্ট্য

মধ্যভারতীয় আর্য্য ভাষা অর্থাৎ প্রাকৃতের এমন কি কি বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা তাহাকে একদিকে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য অর্থাৎ বৈদিক সংস্কৃত এবং অন্য দিকে নব্যভারতীয় আর্য্য অর্থাৎ বাঙ্‌লা হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে?

ধ্বনিতত্ত্বে দেখিতেছি বৈদিক সংস্কৃতে ঋ, ঌ, এ, ঐ—সমগ্র ব্যঞ্জন বর্ণমালা, শব্দের অন্তস্থিত ব্যঞ্জন এবং সর্ব্বপ্রকার সংযুক্ত ব্যঞ্জন রক্ষিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আছে তিনটি বচন, তিনটি লিঙ্গ এবং আটটি কারক। রূপতত্ত্বে শব্দ ও ধাতুরূপের জটিল বৈচিত্র্য—সনন্ত, যঙন্ত, নামধাতু, ণিজন্ত, তুমুনন্ত, কর্ম্মবাচ্য, কর্তৃবাচ্য এবং ক্রিয়ার আরো অনেক বিচিত্র রূপ।

প্রাকৃতের প্রথম স্তরেই ঋ, ঌ, এ, ঐ লুপ্ত হইয়াছে—যুক্ত ব্যঞ্জনের সমীকরণ হইয়াছে—অন্ত্য ব্যঞ্জন ও বিসর্গ লুপ্ত হইয়াছে। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে 'ষ' লুপ্ত হইয়াছে—কোথাও দেখিতেছি 'স'—কোথাও 'শ'। দন্ত্যবর্ণের মূর্দ্ধন্যীভবন—একটি প্রধান পরিবর্ত্তন। শব্দরূপ অনেক সরল হইয়াছে—দ্বিবচন লুপ্ত হইয়াছে, চতুর্থী ষষ্ঠীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ধাতুরূপের জটিলতাও কমিয়াছে। অন্তর্বর্ত্তী স্তরে স্বরমধ্যবর্ত্তী অঘোষ ব্যঞ্জনের ঘোষীভবন সুরু হইয়াছে। প্রাকৃতের দ্বিতীয় স্তরে এই সকল ব্যঞ্জন লুপ্ত হইয়াছে, স্বরমধ্যবর্ত্তী মহাপ্রাণবর্ণ 'হ'-তে পরিণত হইয়াছে। শব্দরূপ ও ধাতুরূপ আরও সরল হইয়াছে। সকল শব্দকেই অ-কারান্ত শব্দের মত এবং সকল ধাতুকেই 'ভ্বাদিগণীয়' ধাতুর মত রূপ করিবার একটা প্রবণতা এই যুগে লক্ষিত হয়। অতীত কাল বুঝাইতে কৃদন্ত ধাতুর ব্যবহার এই যুগের প্রাকৃতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। (অগচ্ছম্—গদোম্হি)।

প্রাকৃতের তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ অপভ্রংশ যুগে ভাষার ভাঙ্গন সম্পূর্ণ হইয়াছে। বিভিন্ন কারকের অর্থে অনুসর্গের ব্যবহার এই স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই স্তরের একটি বিশেষ লক্ষণ কারক গঠনে বিভক্তিহীনতা।

নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষার বাংলার স্তরে বিভক্তির স্বল্পতার জন্যই বিভিন্ন অনুসর্গের প্রয়োগ ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। প্রাকৃতের যুগে স্বরমধ্যবর্ত্তী অঘোষ ব্যঞ্জন লুপ্ত হইবার ফলে যে উদ্‌বৃত্ত স্বরের সৃষ্টি হইয়াছিল, নব্য-ভারতীয় আর্য্যভাষায় সেখানে য-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি আসিয়াছে (সাগর>সাঅর>সায়র; ধৌত>ধোঅ>ধোওয়া; কোথাও দুইটি স্বর যৌগিক স্বরে পরিবর্তিত হইয়াছে

—মধু>মহু>ম-উ>মৌ। প্রাকৃতে সমীকরণের ফলে যে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সৃষ্টি হইয়াছিল, নব্যভারতীয় আর্য্য ভাষায় সেখানে একটি ব্যঞ্জনকে লুপ্ত করিয়া পূর্ব্বস্বরকে দীর্ঘ করা হইয়াছে (Compensatory lengthening)—হস্ত>হ>থ হাত; কর্ম্ম>কম্ম>কাম।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে—উচ্চারণে, শব্দরূপে ও ধাতুরূপে—সর্ব্ববিষয়ে সরলতা প্রাকৃত ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বৈদিক সংস্কৃতের ব্যাকরণগত জটিলতা প্রাকৃত সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করিয়া চলিয়াছিল। উচ্চারণে সরলতা আনিতে গিয়াই যুক্ত ব্যঞ্জনের সমীকরণ হইয়াছিল—ব্যাকরণের এই সরলতা এবং সরলতাজনিত সমীকরণ বৈদিক সংস্কৃতে নাই। সমীকরণ বাঙলায় আছে—যেমন, হাত+দেখা>হাদ্দেখা; নাত্‌+জামাই>নাজ্জামাই; পাঁচ+সের>পাঁস্‌সের। কিন্তু প্রাকৃতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বাঙ্‌লায় নাই—তাহা হইল স্বরমধ্যবর্ত্তী ব্যঞ্জনের শিথিল উচ্চারণ। এই শিথিল উচ্চারণের জন্যই প্রাকৃতে স্বরমধ্যবর্ত্তী অঘোষ ব্যঞ্জন ঘোষবৎ হইয়া পরে লুপ্ত হইয়াছিল। বাংলায় স্বরমধ্যবর্ত্তী অঘোষ এবং ঘোষবৎ ব্যঞ্জন যথাযথ উচ্চারিত হইয়া থাকে।

প্রাকৃতে আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—শ্বাসাঘাতের অভাবে আদিস্বরের লোপ (Aphesis)—অরণ্যং>রন্নং; ইদানীং>দাণিং; অপি>বি। বাঙ্‌লায় (পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক ভাষায়) আদিস্বরে শ্বাসাঘাত পড়ে বলিয়াই আদিস্বর অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। প্রাদেশিক ভাষায় অনাদি স্বরে শ্বাসাঘাত পড়িলেও আদিস্বর লুপ্ত হয় না।

(ঘ) প্রাকৃত ও বৈদিক সংস্কৃত

বৈদিক সংস্কৃতের কথ্যরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাকৃতের উদ্ভব হইয়াছে—তাই বৈদিক সংস্কৃতের সহিত প্রাকৃতের বহু বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অবলম্বনে এই সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইল :

১। প্রাকৃতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দের প্রয়োগ নাই, অর্থাৎ প্রাকৃতে অন্ত্য ব্যঞ্জন লুপ্ত হইয়াছে। যেমন—তাবৎ>দাব; পশ্চাৎ>পচ্ছা। বেদে উভয় রূপই দেখিতে পাওয়া যায়—পশ্চাৎ, পশ্চা।

২। প্রাকৃতে সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়—কাব্য>কব্ব; কার্য্য>কজ্জ। বেদেও এইরূপ প্রয়োগ রহিয়াছে—রোদসীপ্রা>রোদসিপ্রা।

৩। প্রাকৃতে অব>ও; অয়>এ হয়। ভবতি>ভোদি; আজ্ঞাপয়তি>আণবেদি। বেদে—শ্রবণা>শ্রোণা; অন্তরয়তি>অন্তরেতি।

৪। স্বরভক্তির প্রয়োগ : প্রাকৃতে—ক্লেশ > কিলেস ; অর্হতি > অরিহদি ; বেদে—স্বর্গঃ > সুবর্গঃ ; রাজ্যা > রাজিয়া ; ইন্দ্র > ইন্দর।

৫। প্রাকৃতে অনুস্বারের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়—লতাং > লতং ; মালানাং > মালানং। বৈদিক প্রয়োগ—যুবাং > যুবং।

৬। প্রাকৃতে দ্বিবচনের প্রয়োগ নাই—তাহার স্থানে বহুবচন প্রযুক্ত হয়। দ্বিবচনের স্থানে বহুবচনের প্রয়োগ বেদেও দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন— মিত্রাবরুণৌ স্থলে মিত্রাবরুণা। অবশ্য মিত্রাবরুণৌ পদের প্রয়োগও আছে।

আদি স্তরের প্রাকৃতের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃতই ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়া বৈদিক সংস্কৃতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছে।[৫] কয়েক শতাব্দী পরবর্ত্তী অশোকের উত্তর-পশ্চিমা অনুশাসনের (শাহ্‌বাজগঢ়ী ও মানসেহ্‌রা) ভাষা বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যাইবে যে মধ্যদেশ বা প্রাচ্য অনুশাসনের ভাষা অপেক্ষা ইহার সহিত বৈদিক সংস্কৃতের ধ্বনিগত সাদৃশ্য অনেক বেশী।

উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে বৈদিক সংস্কৃতের শ, ষ, স উত্তর পশ্চিমা প্রাকৃতেই রক্ষিত হইয়াছে। দন্ত্যবর্ণের মূর্দ্ধন্যীভবন এই প্রাকৃতেই অধিক লক্ষিত হয়—এই বৈশিষ্ট্য বৈদিক। বিশেষ ক্ষেত্রে বৈদিক সংযুক্ত ব্যঞ্জনটিই রহিয়া গিয়াছে—সমীকরণ হয় নাই। যেমন, র-কার ও স-কার যুক্ত ব্যঞ্জন (প্রিয়, অস্তি)।

ডক্টর সুকুমার সেন বলিয়াছেন—"দক্ষিণ-পশ্চিমা বৈদিক সংস্কৃতের সর্ব্বাপেক্ষা কাছাকাছি।" (ভাষার ইতিবৃত্ত—পৃঃ ৮৩)। সুকুমার বাবু যাহাকে দক্ষিণ-পশ্চিমা ও প্রাচ্যমধ্যা প্রাকৃত বলিয়াছেন তাহা পরবর্ত্তীকালে 'মধ্যদেশীয় প্রাকৃত' এই একটি নামেই পরিচিত হইয়াছিল। সুনীতিবাবু উত্তর-পশ্চিমা (উদীচ্য) প্রাকৃতের সহিত বৈদিক সংস্কৃতের সাদৃশ্যের কথা বলিতে গিয়া কৌশীতকী ব্রাহ্মণ (মধ্যদেশীয়) হইতে মধ্যদেশীয় পণ্ডিতবর্গের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন— "তস্মাদ্ উদীচ্যাম্ দিশি প্রজ্ঞাততরা বাগ্‌ উদ্যতে, উদঞ্চ উ এব যান্তি বাচং

৫। "The Speech of the northwest was nearest the vedic in Phonetics"
Dr. S. K. Chatterjee, O. D. B. L. Page 49.

"The Udicya peoples, according to the testimony of one of the Brahmanas, spoke the Aryan tongue with greater purity than the people of the midland." —Dr. S. K. Chatterjee, O. D. B. L.Page 44 ।

শিক্খিতুং, যো বা তত আগচ্ছতি তস্স বা সুশ্রূষন্ত ইতি।[৩] (O. D. B. L. Page 44)।

তাহা ছাড়া উদীচ্য অঞ্চলই ভারতে আর্য্যগণের প্রথম বাসভূমি—সেই অঞ্চলে বাস করিবার সময়ে আর্য্যগণের কথ্য ভাষা (উত্তরপশ্চিমা বা উদীচ্য প্রাকৃত) বৈদিক সংস্কৃতের আদর্শ হইতে অধিক ভ্রষ্ট হয় নাই। আর্য্যগণ যতই পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহাদের ভাষাও বৈদিক সংস্কৃত হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

উদীচ্য অঞ্চলের অধিবাসিগণ যে আর্য্য-ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার ব্যাপারে অধিকতর যত্নশীল ছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাঁহারা প্রাচ্য অঞ্চলে 'প্রাকৃত' অভ্যাসগুলিকে বাধা দিয়াছিলেন তাহা কয়েক শতাব্দী পরবর্ত্তী অশোকের উত্তর পশ্চিমী (শাহ্‌বাজগঢ়ী ও মানসেরা) অনুশাসনের ভাষার দ্বারা সমর্থিত হয়। অশোকের প্রাচ্য অনুশাসনের ভাষার সঙ্গে তুলনা করিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হইবে, কেননা প্রাচ্য অনুশাসনের ভাষায় বৈদিক ভাষার আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলেই অর্থাৎ কোশল, মগধ প্রভৃতি অঞ্চলেই আর্য্য ভাষার দ্বিতীয় স্তরের প্রথম সূচনা হইয়াছে। যাহাকে আমরা প্রাকৃত বৈশিষ্ট্য Prakritic habits of the Aryan speech) বলিয়া থাকি তাহা পূর্ব্বাঞ্চল হইতেই ক্রমশঃ পশ্চিমাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

৩। উদীচ্য অঞ্চলে অধিকতর জ্ঞান ও প্রযত্নের সহিত বাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে। ভাষা শিক্ষার জন্য উদীচ্য অঞ্চলেই মানুষ যাইয়া থাকে। যে সেই অঞ্চল হইতে আসে, তাহার কথা সকলে শুনিতে ইচ্ছা করে।

নবম অধ্যায়

অপভ্রংশ ভাষার ইতিকথা

মধ্যভারতীয় আর্য্যভাষার দ্বিতীয় স্তর—সাহিত্যিক প্রাকৃত বা নাটকের প্রাকৃত এবং নব্য ভারতীয় আর্য্যভাষার (বাঙ্‌লা, উড়িয়া, মৈথিলী, হিন্দী প্রভৃতি) মধ্যবর্ত্তী স্তরকেই বলা হইয়াছে অপভ্রংশ। ভাষাতাত্ত্বিকগণ প্রত্যেক আঞ্চলিক প্রাকৃত (শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী প্রভৃতি) ও আধুনিক কথ্য-ভাষার মধ্যবর্ত্তী একটি করিয়া 'অপভ্রংশ' স্তর কল্পনা করিয়াছেন। যেমন—শৌরসেনী প্রাকৃত > শৌরসেনী অপভ্রংশ > পশ্চিমা হিন্দী; মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত > মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ > মারাঠী; মাগধী প্রাকৃত > মাগধী অপভ্রংশ > বাঙ্‌লা, উড়িয়া, মৈথিলী ইত্যাদি; লাটি,সৌরাষ্ট্রী, আভীরী, আবন্তী প্রাকৃত > নাগরক অপভ্রংশ > রাজস্থানী ভাষাবর্গ। অর্দ্ধমাগধী প্রাকৃত > অর্দ্ধমাগধী অপভ্রংশ > পূর্ব্বী হিন্দী।

এই সকল অপভ্রংশের মধ্যে কেবলমাত্র নাগরক অপভ্রংশ এবং শৌরসেনী অপভ্রংশের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। শৌরসেনী প্রভাবিত নাগরক অপভ্রংশের মূলে ছিল রাজস্থান ও গুজরাটে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা সমূহ। শৌরসেনী মধ্যদেশীয় প্রাকৃত—এই প্রাকৃত ভাঙ্গিয়া শৌরসেনী অপভ্রংশের উদ্ভব হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পরেও কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত শৌরসেনী অপভ্রংশ সমগ্র উত্তর ভারতে সাহিত্যের ভাষারূপে প্রচলিত ছিল। পূর্ব্ব ভারতে অশোকের মাগধী প্রাকৃতের তেমন অনুশীলন হইত না। নাটকেও নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের মুখে মাগধী প্রাকৃত দেওয়া হইত—অর্থাৎ মাগধী প্রাকৃত একরূপ উপেক্ষিত ছিল বলা চলে। এই জন্যই অর্দ্ধমাগধী এবং মাগধী অঞ্চলে সাহিত্যের জন্য নির্দিষ্ট ছিল শৌরসেনী প্রাকৃত। অপভ্রংশের যুগে পূর্ব্বাঞ্চলীয় কবিগণ স্থানীয় ভাষা অর্থাৎ মাগধী অপভ্রংশ ত্যাগ করিয়া শৌরসেনী অপভ্রংশ ব্যবহার করিতেন। শৌরসেনী অপভ্রংশে এই সাহিত্য রচনার ধারা নব্যভারতীয় আর্য্যভাষাগুলির উদ্ভবের পরেও কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল।[১]

১। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রাকৃতপৈঙ্গলে শৌরসেনী অবহট্‌ঠে যে শ্লোকগুলি রহিয়াছে সেগুলি ভাষায়, ভাবে ও ছন্দে অপূর্ব্ব। অবহট্‌ঠ ভাষায় মৈথিল কবি বিদ্যাপতিও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে "কীর্ত্তিলতা" রচনা করিয়াছিলেন। এই জাতীয় অন্যান্য রচনা—অজ্ঞাতনামা জৈন কবির মজ্জালগ্‌গ। হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণে অবহট্‌ঠে রচিত যে গাথাগুলি সংগৃহীত আছে তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

মহারাষ্ট্রী, অর্দ্ধমাগধী ও মাগধী প্রাকৃতেরও এই অপভ্রংশ স্তর নিশ্চয় ছিল—কিন্তু এই স্তরের কোন নিদর্শন আমরা পাই না। তথাপি বাঙ্‌লা, মৈথিলী, উড়িয়া প্রভৃতি মাগধী ভাষাগুলির প্রাচীনতম রূপ আলোচনা করিয়া শৌরসেনী ও অন্যান্য অপভ্রংশের ভিত্তিতে এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে আমরা মাগধী অপভ্রংশের একটা কাঠামো কল্পনা করিয়া লইতে পারি। এই অপভ্রংশ স্তরেই আর্য্যভাষা তাহার প্রত্যয় ও বিভক্তি পরিত্যাগ করিয়াছে এবং তাহাদের স্থলে নূতন প্রত্যয় ও অনুসর্গ যুক্ত হইয়াছে।

প্রাকৃতভাষার তৃতীয় অর্থাৎ শেষ স্তরকেই অপভ্রংশ বলা হইয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব যুগের প্রাচীন প্রাকৃত—খ্রীষ্ট-পর যুগের প্রাকৃত—তারপর অপভ্রংশ। নব্যভারতীয় আর্য্যভাষার উদ্ভবের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অপভ্রংশের যে রূপ, তাহাকে বলা হয় 'অবহট্‌ঠ'। নব্যভারতীয় ভাষার প্রতিষ্ঠার পরেও সাহিত্যের বাহন রূপে অবহট্‌ঠ প্রচলিত ছিল।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বররুচি 'প্রাকৃত প্রকাশ' রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে অপভ্রংশের কোনো উল্লেখ নাই। হেমচন্দ্র (খ্রীষ্টীয় ১০৮৮—১১৭২) 'সিদ্ধ হেমশব্দানুশাসন' গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে অপভ্রংশ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। পুরুষোত্তমদেবও ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর লোক—হেমচন্দ্রের সমসাময়িক। তিনি তাঁহার 'প্রাকৃতানুশাসন' গ্রন্থের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে অপভ্রংশ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন [২]। পুরুষোত্তমদেব অপভ্রংশ ভাষার প্রধানতঃ তিনটি আঞ্চলিক রূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন—নাগরক, ব্রাচড়ক এবং উপনাগরক [৩]। ইহাদের মধ্যে নাগরক প্রধান।

(ক) নাগরক অপভ্রংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য—

১। লিঙ্গ সম্পর্কে অনিয়ম (ব্যত্যয়ো লিঙ্গানাম্‌) অর্থাৎ এক লিঙ্গের পরিবর্ত্তে অন্য লিঙ্গ প্রয়োগ।

২। শ, ষ > স; য > জ; ন > ণ।

২। ডক্টর সুকুমার সেন তাঁহার 'Comparative Grammar of middle Indo-Aryan' গ্রন্থে (পৃঃ ১৮) বলিয়াছেন—'Purushottama is the first Prakrit Grammarian to discuss Apabhransa and that more fully than anybody else'.

৩। শেষকৃষ্ণ নামক প্রাকৃত ব্যাকরণকার অপভ্রংশের সাতাশটি বিভাষার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

৩। স্বার্থিক প্রত্যয়—ডী অথবা ডি (স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে)। ডা (পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দে)। উল্ল।

৪। অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দের কর্তৃকারক ও কর্মকারকের একবচনে উ; স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের কর্তৃকারক ও কর্মকারকের বহুবচনেও 'উ' হয়।

৫। ক্রিয়াপদের সর্বত্র পরস্মৈপদের প্রয়োগ—"ধাতবঃ পরস্মৈপদিনঃ"।

৬। তৃতীয়ায় একবচনে এন>এং>এঁ বিভক্তি।

৭। বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে শতৃ প্রত্যয়ের প্রয়োগ (ত্রৈকাল্যে শতৃ)।

(খ) ব্রাচড়ক অপভ্রংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য—

১। ষ, স>শ।

২। চ-বর্গের স্পষ্ট তালব্য উচ্চারণ—(চবর্গঃ স্পষ্টতালব্যঃ)।

৩। ত-কার ও থ-কারের শিথিল উচ্চারণ (তথৌ চাস্পষ্টৌ)।

৪। পদের আদিতে ত ট-রূপে এবং ভ দ-রূপে উচ্চারিত—(পদাদৌ তভয়োঃ টদৌ চ)।

(গ) উপনাগরক অপভ্রংশের বৈশিষ্ট্য—

উপনাগরক অপভ্রংশে নাগরক ও ব্রাচড়কের মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। (দ্বয়োঃ সাঙ্কর্য্যাৎ—পুরুষোত্তম)।

হেমচন্দ্র অপভ্রংশের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

১। স্বরমধ্যবর্ত্তী একক ম>বঁ—কমলং>কবঁলু।

২। স্বার্থিক প্রত্যয়—অ, ড, উল্ল; এই সকল প্রত্যয় যুক্তরূপেও স্বার্থিক প্রত্যয় হিসাবে প্রযুক্ত হইয়াছে—ডঅ, উল্লড, উল্লডঅ। হৃদয়ং>হিঅডউং; বাহুবলং>বাহুবলুল্লডউ।

৩। উ-কারের পূর্ব্বে ব-কারের লোপ—আহব>আহউ; স্বভাব>সহাউ।

৪। অ-কার ও উ-কারের পূর্ব্বে ম-কারের লোপ—যমুনা>জউণা; দুর্গম<দুগ্‌গউ।

৫। অন্ত্য ই-কার ও উ-কারের অনুনাসিকতা—ভণতি>ভণই; ভণিত<ভণিউ।

৬। দীর্ঘস্বরের হ্রস্বতা—কারণ>করণ; বাণিজ্য>বণিজ্জ।

৭। স্বরের সংকোচন—অন্ধকার>অন্ধার।

৮। যুক্ত ব্যঞ্জনের একটির লোপ এবং পূর্ব্বস্বরের দীর্ঘতা—সহস্র> সহস্স>সহাস।

হেমচন্দ্র প্রধানতঃ নাগরক অপভ্রংশের বৈশিষ্ট্যই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ অনুযায়ী নিয়ে অপভ্রংশ ও ধাতুরূপের নিদর্শন প্রদত্ত হইল—

পুত্ত

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	পুত্তু	পুত্ত
দ্বিতীয়া	পুত্তু	পুত্ত
তৃতীয়া	পুত্তে	পুত্তহি (ং)
পঞ্চমী	পুত্তহে, পুত্তহু	পুত্তহুঁ
চতুর্থী ও ষষ্ঠী	পুত্তস্সু, পুত্তস্সু, পুত্তহো, পুত্তহ	পুত্তহঁ
সপ্তমী	পুত্তি, পুত্তহিঁ	পুত্তহিঁ

পুচ্ছ—লট্ (বর্ত্তমান)

প্রথম	পুচ্ছই	পুচ্ছহিঁ
মধ্যম	পুচ্ছসি, পুচ্ছহি	পুচ্ছহু
উত্তম	পুচ্ছউ	পুচ্ছহুঁ

লট্ ক্রিয়া বিভক্তি—প্রথম পুরুষ—হিঁ ; মধ্যম পুরুষ—হি, হু।
উত্তমপুরুষ—উ, হুঁ।
সুতরাং—কুর্ব্বন্তি>করহিঁ ; রোদিষি>রুঅহি ; ইচ্ছথ>ইচ্ছহু।

গম্—লট্—বর্ত্তমান

প্রথম	গচ্ছই	গচ্ছহিঁ
মধ্যম	গচ্ছসি, গচ্ছহি	গচ্ছহু,গচ্ছহ
উত্তম	গচ্ছমি; গচ্ছউ	গচ্ছহুঁ

লোট্—অনুজ্ঞা

প্রথম	গচ্ছউ	গচ্ছন্তু
মধ্যম	গচ্ছ, গচ্ছহি, গচ্ছসু	গচ্ছহ, গচ্ছহু
উত্তম	গচ্ছামু	গচ্ছমুহ

কৃ—লৃট্—ভবিষ্যৎ

প্রথম	করীসই	করিহিন্তি
মধ্যম	করীহিসি	করিহিহ
উত্তম	করিহিমি	করিস্সহুঁ, করীহস্থ

সাহিত্যের বাহন হিসাবে অপভ্রংশ সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তরপথে লৌকিক সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। সংস্কৃতের প্রভাবহীনতা অপভ্রংশের একটি প্রধান লক্ষণ।

প্রাচীন অপভ্রংশের নিদর্শন—

মইং জানিঅ মিঅলোঅণী
নিসঅরু কোই হরেই—
জাব ণু ণভতলি সামল
ধারাহরু বরিসেই। [৪]

(কালিদাস-বিক্রমোর্ব্বশী)

অর্ব্বাচীন অপভ্রংশ বা অবহট্ঠের নিদর্শন—

বালো কুমারো ছঅ-মুণ্ডধারী
উবাঅহীণা মুঞি এক নারী
অহংনিসং খাই বিসং ভিখারী
গঈ ভবিত্তা কিল কা হামারি। [৫]

(প্রাকৃত পৈঙ্গল)

৪। আমি ভাবিয়াছিলাম মৃগলোচনাকে (উর্ব্বশীকে) কোন নিশাচর হরণ করিতেছে। কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) শ্যামল মেঘ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিতেছে।

৫। বালকপুত্র ছয়মুণ্ডধারী; একা নারী আমি নিরুপায়। ভিখারী শিব দিনরাত্রি বিষ পান করেন। আমার গতি কি হইবে!

দশম অধ্যায়

প্রাকৃত সাহিত্য

[এক]

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্—কয়েকটি নির্ব্বাচিত শ্লোক

ভাষা—মহারাষ্ট্রী

১। খণচুম্বিআইঁ ভমরেহি উঅহ সুউমারকেসরসিহাইং
অবঅংসঅন্তি সদঅং সিরীস কুসুমাইঁ পমদাও।

(প্রথম অঙ্ক)

—দেখ, ভ্রমরগণের দ্বারা প্রতিক্ষণে চুম্বিত, কোমল কেশরযুক্ত শিরীষ কুসুমগুলিকে প্রমদাগণ সদয়ভাবে কর্ণাভরণ করিতেছেন।

খণচুম্বিআইঁ<ক্ষণচুম্বিতানি।

প্রাকৃতে ন-কারের পরিবর্ত্তন নিম্নলিখিত রূপে হইয়াছিল :

ন>ং>ঁ>লোপ। যেমন—বেগেন>বেগেং>বেগেঁ>বেগে।

ভমরেহি>ভ্রমরেভিঃ

(ক) শব্দের আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকে না বলিয়া র্-ফলা লুপ্ত।

(খ) অ-কার ভিন্ন অন্য স্বরের (এখানে ই-কার) পরবর্ত্তী বিসর্গ লুপ্ত।

উঅহ—উহ্ ধাতু লোট্ মধ্যম পুরুষের বহুবচন। লট্ মধ্যমপুরুষের বহুবচন 'থ' এখানে যুক্ত হইয়াছে। উহথ>উঅহ।

অবঅংসঅন্তি<অবতংসয়ন্তি। অবতংস অর্থ কর্ণাভরণ। নামধাতু—অবতংসং কুর্ব্বন্তি।

সুউমারকেসরসিহাইং<সুকুমারকেশর শিখানি

(ক) স্বরমধ্যবর্ত্তী 'ক' লুপ্ত

(খ) শ>স

(গ) খ>হ

(ঘ) ন>ং।

২। তুজ্ঝ ন আণে হিঅঅং, মম উণ মঅণো দিবাঅ রত্তিংচ
নিক্কিব দাবই বলিঅং তুহ হুত্তমনোরহাইঁ অঙ্গাইং।

(তৃতীয় অঙ্ক)

—হে নিষ্ঠুর, তোমার হৃদয় আমি জানি না। কিন্তু আমার যে সকল অঙ্গ তোমার সম্পর্কিত কামনা ভোগ করিয়াছে তাহা মদন অহোরাত্র প্রবলভাবে তাপিত করিতেছে।

তুজ্ঝ—'মহ্যম্' শব্দের সাদৃশ্যে যুষ্মদ্ শব্দের চতুর্থীর একবচনে—তুহ্যম্। এখানে ষষ্ঠীর অর্থে ব্যবহৃত। তুহ্য>তুয্হ>তুজ্ঝ।

ণ আণে<ন-জানে।

ণিক্কিব<নিষ্কৃপ

(ক) ঋ>ই

(খ) ষ্ক>ক্ক; উপসর্গ আছে বলিয়া স্পর্শ বর্ণের মহাপ্রাণতা হয় নাই।

দাবই<তাপয়তি; দাবঅই>দাবই।

প>ব (ঘোষীভবন)।

তুহ—তুভ্যং; তুভ্যং>তুব্ভ>তুহ।

হুত্তমনোরহাইঁ<ভুক্ত মনোরথানি (বহুব্রীহি সমাস)।

৩। উল্ললই দব্ভকবলং মঈ পরিচ্চত্তণচ্চণা মোরী
ওসরিঅ-পণ্ডু-বত্তা মুঅন্তি অস্সাইংব (অংসূইংব) লআও।

(চতুর্থ অঙ্ক)

—মৃগী তাহার তৃণের গ্রাস উদ্গীরণ করিয়া দিতেছে, ময়ূর তাহার নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে। লতাগুলি হইতে পাণ্ডুবর্ণ পত্রগুলি খসিয়া পড়িতেছে, যেন তাহারা অশ্রুমোচন করিতেছে।

উল্ললই<উল্ললতি (উৎ+ললতি)। কোন কোন সংস্করণে আছে উগ্গলই<উদ্গলতি।

মঈ<মৃগী

(ক) ঋ>অ

(খ) স্বরমধ্যবর্ত্তী 'গ' লুপ্ত।

পরিচ্চত্তণচ্চণা<পরিত্যক্ত নর্ত্তনা

(ক) ত্য>চ্চ (সমীকরণ)

(খ) র্ত্ত>চ্চ। সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী কেবল রেফের লোপ হইবে —শব্দটি হইবে নত্তণা।

মোরী<মউরী<ময়ূরী

কোন কোন সংস্করণে আছে 'মোরা'<ময়ূরাঃ। এই পাঠই সঙ্গত—

ভাষা—৯

কেননা ময়ূরী নৃত্য করে না। সম্ভবতঃ 'মৃগী'র সঙ্গে সঙ্গতি রাখিবার জন্যই 'মোরী' ব্যবহৃত হইয়াছে।

ওসরিঅ—অপসৃত>অবসরিত>অবসরিঅ>ওসরিঅ

(ক) প>ব (ঘোষীভবন)

(খ) ই—স্বরভক্তি

(গ) স্বর মধ্যবর্তী 'ত' লুপ্ত

(ঘ) অব>ও

পণ্ডুবত্তা>পাণ্ডুপত্রাঃ

(ক) সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বে দীর্ঘস্বরের হ্রস্বতা

(খ) প>ব ঘোষীভবন

(গ) ত্র>ত্ত (সমীকরণ)।

মুঅন্তি < মুচন্তি (প্রাকৃত ধাতুরূপ)।

অজ্জাইং< অগ্গানি (ন > ং)।

ব < ইব—আদিস্বর লোপ (Aphesis)।

মন্তব্য—'অজ্জাইং' শব্দটির কোন পরিচ্ছন্ন অর্থ করা কঠিন। একটি পাঠ আছে—অংসুইং (অশ্রূণি); এই পাঠই সঙ্গত।

৪। পুডইণি-বত্তন্তরিঅং বাহরিও ণাণুবাহরেই পিঅং
মুহ-উব্বূঢ়-মুণালো তুই দিট্ঠিং দেই চক্কাও।

(চতুর্থ অঙ্ক)

—পদ্মপত্রের অন্তরালে থাকিয়া প্রিয়া আহ্বান করিলেও সে (চক্রবাক) সাড়া দিতেছে না—কেননা মুখে একখণ্ড মৃণাল বহন করিয়া সে তোমার দিকে তাকাইয়া আছে।

পুডইণি— < পুটকিনী (lotus plant)

(ক) ট > ড মূর্দ্ধন্যীভবন

(খ) 'ক' লুপ্ত।

'পুটকিনী' তৎসম শব্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে ইহাকে তারকাচিহ্নিত করা হইয়াছে বোধ হয় অপ্রচলিত সম্ভাব্য পদ মনে করিয়া।

বত্তন্তরিঅং < পত্রান্তরিতাং

(ক) প > ব (ঘোষীভবন)

(খ) যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে দীর্ঘস্বরের হ্রস্বতা

(গ) 'ত' লুপ্ত ; অনুস্বারের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বরের হ্রস্বতা।

বাহরিও < ব্যাহরিতঃ

(ক) ব্যা > বা—শব্দের প্রথমে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকে না বলিয়া য-ফলা লুপ্ত।

(খ) তঃ > তো ; ত-কার লুপ্ত।

পিঅং < প্রিয়াং

(ক) প্রি > পি—প্রথমে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকে না

(খ) 'য' লুপ্ত

(কগচজতদপযবাং প্রায়ো লোপঃ)

(গ) অনুস্বারের পূর্ব্বে দীর্ঘস্বরের হ্রস্বতা।

মুহ-উব্ব ঢ় মুণালো < মুখ-উষ্ ঢ় মৃণালঃ।

তই < ত্বয়ি (শব্দের প্রথমে ব-ফলা লুপ্ত ; স্বরমধ্যবর্ত্তী 'য' কারের লোপ)।

চক্কাও < চক্রবাকঃ>

চক্রবাকো > চক্কআও > চক্কাও।

৫। অহিণব-মহু-লোহ-ভাবিও

তহ পরিচুম্বিঅ চুঅ মঞ্জরীং

কমলবসইমেত্ত ণিব্ব ুও

মহুঅর বীসরিও'সি ণং কহং।

(পঞ্চম অঙ্ক)

—হে নূতন মধুলোভে আকৃষ্ট মধুকর, চুতমঞ্জরীকে সেইভাবে চুম্বন করিয়া এখন কমলে বাসহেতু তৃপ্ত হইয়া কিরূপে তাহাকে ভুলিয়া গেলে ?

মহু-লোহভাবিও < মধুলোভভাবিতঃ।

তহ < তথা। প্রাকৃতে অন্ত্য দীর্ঘস্বর কখনও কখনও হ্রস্ব হয়।

কমলবসইমেত্ত নিব্ব ুও < কমলবসতিমাত্রনিবৃতঃ।

বিসরিও'সি—বিস্মৃতঃ+অসি

বিসরিতো+অসি > বিসরিও'সি।

ণং < এনাং

(ক) আদিস্বর লোপ (Aphesis)

(খ) অনুস্বারের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব।

কহং<কথং।

৬। আঅম্বহরিঅবেণ্টং উসসিঅং বিঅ বসন্তমাসস্স
দিট্‌ঠং চুঅঙ্কুরঅং ছণমঙ্গলঅং ণিঅচ্ছামি।

—ঈষৎ তাম্র ও হরিৎবর্ণ বৃন্তযুক্ত, বসন্তকালের জীবনস্বরূপ আম্রমুকুল দৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে মঙ্গলমুহূর্ত্তই দেখিতে পাইতেছি।

আঅম্বহরিঅবেণ্টং<আতাম্রহরিতবৃন্তং।

উসসিঅং<উৎ-শ্বসিতং

(ক) 'ৎ' লোপে উ-কারের দীর্ঘতা

(খ) যুক্ত বর্ণের ব-ফলা লুপ্ত

(গ) স্বরমধ্যবর্ত্তী 'ত' লুপ্ত।

চুঅঙ্কুরঅং<চূতাঙ্কুরকং।

ছণমঙ্গলঅং<ক্ষণমঙ্গলং

পদের আদিস্থিত 'ক্ষ' সাধারণতঃ 'খ' বা 'ছ' হয়। যথা :—
ক্ষিপতি>খিপতি ; ক্ষণঃ>ছণো ; খণো। ক্ষুদ্রঃ>খুদ্দো ; ছুদ্দো।
(তুলনীয়—খণচুম্বিআই—প্রথম শ্লোক)।

ণিঅচ্ছামি—* নি+অক্ষামি (*অক্ষ>ঈক্ষ) বৈদিক 'অক্ষ' ধাতু সন্ প্রত্যয় যোগে লৌকিক সংস্কৃত 'ঈক্ষ' ধাতু হইয়াছে। প্রাকৃত ভাষা ধাতুটি বৈদিক হইতে সরাসরি গ্রহণ করিয়াছে।

৭। অরিহসি মে চুঅঙ্কুর দিণ্ণো কামস্স গহিঅচাবস্স
সচ্চবিঅ-জুঅই-লক্‌খো পঞ্চব্‌ভহিও সরো হোউং।
(ষষ্ঠ অঙ্ক)

—হে আম্রমুকুল, তুমি গৃহীতধনু কামদেবের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হইলে ; বাগ্‌দত্তা যুবতীগণ তোমার লক্ষ্য হউক—তুমি (কামদেবের) পঞ্চশরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শর হও।

অরিহসি<অর্হসি—স্বরভক্তি 'ই'।

দিণ্ণো—দত্তঃ প্রাকৃতে বিশেষতঃ মগধ অঞ্চলে এইরূপ প্রয়োগ হয়। যথা—দেবদত্তঃ < দেঅদিণ্ণো < দেওদিণে।

সচ্চবিঅ<সত্যাপিত। 'বাগ্‌দত্তা' অর্থে ব্যবহার।

পঞ্চব্‌ভহিও<পঞ্চাভ্যধিকঃ।

[দুই]

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্—ষষ্ঠ অঙ্ক (প্রবেশক)
ভাষা—শৌরসেনী মিশ্র মাগধী প্রাকৃত

['অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চম অঙ্কে—দুষ্মন্ত কর্তৃক শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান। দুর্বাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়া পরে বলিয়া দিয়াছিলেন—কোন অভিজ্ঞান দেখাইতে পারিলে রাজা শকুন্তলাকে চিনিতে পারিবেন। পতিগৃহে যাইবার সময় সখীরা বলিয়া দিয়াছিলেন—রাজনামাঙ্কিত আঙ্‌টি রাজাকে দেখাইতে; কিন্তু পথে শচীতীর্থে স্নান করিবার সময় আঙ্‌টি জলে পড়িয়া গিয়াছিল বলিয়া শকুন্তলা সেই আঙ্‌টি দেখাইতে পারেন নাই। ষষ্ঠ অঙ্কের প্রথমেই এই আঙ্‌টি উদ্ধারের কাহিনী বলা হইয়াছে।]

[ততঃ প্রবিশতি নাগরকঃ পশ্চাদ্বাদ্ধবদ্ধং পুরুষম্ আদায় রক্ষিণৌ চ]

মূলপাঠ

রক্ষিণৌ ঃ (পুরুষং তাড়য়িত্বা) হণ্ডে কুম্ভীলআ, কধেহি কহিং তএ এশে মহালদণভাশুলে উক্কিণ্ণণামকখলে লাঅকীএ অঙ্গুলীঅএ শমাশাদিদে।

ধীবরকঃ ঃ (ভীতিনাটিতকেন) পশীদন্তু ভাবমিশ্‌শা, ণ হগে ঈদিশশ্‌শ অকয্যশ্‌শ কালকে।

প্রথম ঃ কিং ণু কখু শোহণে বম্হণে শি ত্তি কদুঅ লএ্ঞা দে পলিগ্গহে দিণ্ণে।

ধীবরকঃ ঃ শুণধ দাব। হগে কখু শক্কাবদালবাশী ধীবলে।

দ্বিতীয়ঃ ঃ হণ্ডে পাড়চ্চলা, কিং তুমং অম্হেহিং যাদিং বশদিং চ পুশ্চিদে।

নাগরকঃ ঃ সূঅঅ, কধেদু সব্বং কমেণ। মা ণং পডিবন্ধেধ।

উভৌ ঃ যং লাউত্তে আণবেদি। লবেহি লে লবেহি।

অনুবাদ

রক্ষিদ্বয় ঃ ওরে চোর, বল্ কোথায় তুই এই মহারত্নোজ্জ্বল নামাক্ষরক্ষোদিত রাজার আঙ্‌টি পাইয়াছিস্?

ধীবর ঃ মহাশয়গণ, প্রসন্ন হউন। আমি এই অকার্য্যের কারক নই (অর্থাৎ আমি এই অকার্য্য করি নাই)।

প্রথম ঃ তাহা হইলে কি তুই সদ্ব্রাহ্মণ এই কথা ভাবিয়া রাজা তোকে উপহার দিয়াছেন ?

ধীবর ঃ তবে শুনুন। আমি শক্রাবতারবাসী ধীবর।

দ্বিতীয় ঃ ওরে সিঁধেল চোর, আমরা কি তোকে জাতি ও বসতির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি ?

নাগরক ঃ সূচক, ইহাকে আনুপূর্ব্বিক সব কথা বলিতে দাও। ইহাকে বাধা দিও না।

উভয়ে ঃ আপনি যেমন আদেশ করেন। বল্ রে বল্।

টীকা

হণ্ডে—সম্বোধনসূচক অব্যয়। শব্দটি সম্ভবতঃ 'দেশী'।

কুম্ভীলআ—'কুম্ভীরক' শব্দের মাগধী প্রাকৃতে সম্বোধনের একবচন। মাগধী প্রাকৃতে অ-কারান্ত শব্দ আ-কারান্ত হয়—তুলনীয় ঃ হে পুলিশা (হে পুরুষ !) কুম্ভীরক (কুমীর) শব্দ এখানে 'চোর' অর্থে ব্যবহৃত।

মহালদণভাশুলে<মহারত্নভাস্বরঃ

(ক) রত্ন>লদণ র=ল ; ত=দ (ঘোষীভবন) ন=ণ ; স=শ ; মাগধী প্রাকৃতে অ-কারান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে এ।

উক্কিণ্ণণামকৃখলে>উৎকীর্ণনামাক্ষরঃ

(ক) ৎক>ক্ক সমীকরণ

(খ) ক্ষ>ক্খ অথবা ক্ক

(গ) র>ল

(ঘ) যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে দীর্ঘস্বর হ্রস্ব

(ঙ) অ-কারান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে 'এ'।

সংস্কৃত রূপ—কস্মিন্ ময়া এষঃ মহারত্নভাস্বরঃ উৎকীর্ণনামাক্ষরঃ রাজকীয়ঃ অঙ্গুরীয়কঃ সমাসাদিতঃ।

শি<অসি—আদিস্বর লোপ (Aphesis)।

লাএ্‌এ্‌ণা<রাজ্ঞা ; **পলিগ্‌গহে**<পরিগ্রহঃ।

হগে<অহকে (অহম্+স্বার্থে ক—প্রথমার একবচন)

(ক) আদিস্বর লোপ

(খ) ক>গ (ঘোষীভবন)।

পাডচ্চলা<পাটচ্চর সম্বোধনের একবচন

(ক) ট>ড ঘোষীভবন

(খ) র>ল ; সম্বোধনের একবচনে 'আ'

পাটয়ন্ চরতি ইতি পাটচ্চরঃ (সিঁধেল চোর)।

অস্মেহিং<অস্মাভিঃ

(ক) ভ>হ

(খ) অ-কার ভিন্ন স্বরের পরে বিসর্গ লুপ্ত ; Compensatory Nasalisation.

পুশ্চিদে<পুচ্ছিতঃ (প্রচ্ছ+ক্ত)

(ক) ত>দ ; প্রথমার একবচনে 'এ'

(খ) মাগধী প্রাকৃতে চ্ছ>শ্চ।

তুলনীয় মৎস>মচ্ছ>মশ্চ।

লাউত্তে—রাজপুত্রঃ>রাঅউত্তো>লাঅউত্তে>লাউত্তে অথবা রাজযুক্তঃ> লাঅউত্তো>লাউত্তে (Royal officer)।

লবেহি—লপ্ ধাতু লোট্ মধ্যম পুরুষের একবচনে 'লপ'। দ্বিতীয়বার 'হি' বিভক্তি যোগ করিয়া 'লবেহি' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

মূলপাঠ

ধীবরকঃ—শে হগে যালবডিশপ্পহুদীহিং মশ্চবন্ধণোবাএহিং কুডুম্বভণং কলেমি।

নাগরকঃ—(প্রহস্য) বিস্মুদ্ধো দাণিং দে আজীবো।

ধীবরকঃ—ভস্টকে, মা এবং ভণ—

শাহজে কিল যে বিণিন্দিদে
ণ হু শে কম্ম বিবয্‌্যণীঅকে
পশুমালী কলেদি দালুণং
অনুকম্পামিদুলে বি শোণিকে।

নাগরকঃ—তদো তদো।

অনুবাদ

ধীবর—সেই আমি জাল বড়শী প্রভৃতি মৎস্য ধরিবার সরঞ্জামের সাহায্যে আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণ করি।

নাগরক—(সহাস্যে) তোমার জীবিকা বিশুদ্ধ বটে !

ধীবর—মহাশয়, এমন কথা বলিবেন না। সহজাত বৃত্তি নিন্দিত হইলেও পরিত্যাগ করা উচিত নয়। অনুকম্পায় হৃদয় দ্রবীভূত হইলেও পশুহত্যাকারী কশাইকে নিষ্ঠুর কাজ করিতে হয়।

নাগরক—তারপর ? তারপর ?

টীকা—

ভস্টকে—ভর্তৃকঃ > ভর্ত্তকঃ > ভস্টকে। সম্বোধনের একবচনে।

মাগধী প্রাকৃতে র্ত্ত > স্ট।

হু—খলু > খ্‌লু (আদি অক্ষরে স্বর লোপ) > ক্‌খু > খু > হু।

মূলপাঠ

ধীবরকঃ—অধ একদিঅশং মএ লোহিদমশ্চকে খণ্ডশো কপ্পিদে। যাব তশ্‌শ উদলব্‌ভন্তলে এদং মহালদণভাশুলং অঙ্গুলীঅঅং পেস্কামি। পশ্চা ইধ বিক্কঅত্তং শং দংশঅন্তে য্‌যব গহিদে ভাবামিশ্‌শেহিং। এত্তিকে দাব এদশ্‌শ আগমে। অধুণা মালেধ বা কুস্টেধ বা

অনুবাদ

ধীবর—তারপর একদিন আমি এক রোহিত মৎস্য খণ্ড খণ্ড করিলাম। তখন তাহার উদরের মধ্যে এই মহারত্নোজ্জ্বল আংটিটি দেখিতে পাইলাম। পরে এখানে বিক্রয়ের জন্য ইহাকে দেখাইবার সময় মহাশয়গণের দ্বারা ধৃত হইয়াছি। এইটুকুই ইহার প্রাপ্তির কাহিনী। এখন আপনারা আমাকে মারুন অথবা কাটুন।

টীকা

পেস্কামি <* প্রেক্ষামি (প্রেক্ষে)। মাগধী প্রাকৃতে ক্ষ > স্ক (Metathesis)।

বিক্কঅত্তং < বিক্রয়ার্থং।

মাগধী প্রাকৃতে র্থ < স্ত।

দংশঅন্তে—দৃশ ণিচ্‌ + শতৃ প্রথমার একবচনে 'এ'।

য্‌যেব—য-শ্রুতি ; শ্বাসাঘাতের প্রভাবে য-কারের দ্বিত্ব—দংশঅন্তে য্‌যেব।

এত্তিকে—অত্রক: > অত্তকো অথবা, এতাবৎক: > এতাবক্কো > এতাঅক্কো > এত্তিঅক্কে > এত্তিকে।

কুস্টেধ—কুট্টয়ত: সংস্কৃত 'পেষণ' অর্থে 'কুট্টয়' ধাতুর মধ্যম পুরুষ বহুবচন। কুট্ট—মাগধীতে কুস্ট।

মূলপাঠ

নাগরক: —(অঙ্গুরীয়কম্ আঘ্রায়) জাল্লুঅ, মচ্ছোদর সংঠিদং তি ণত্থি সংদেহো। তধা অঅং সে বিস্‌সগন্ধো। আগমো দাণিং এদস্‌স বিমরিসিদব্বো। তা এধ। রাঅউলং জেব গচ্ছম্‌হ।

রক্খিণৌ—(ধীবরং প্রতি) গশ্চ লে গণ্ঠিশ্চেদআ গশ্চ।

(ইতি পরিক্রামন্তি)

নাগরক: —সূঅঅ, ইধ গোউরদুআরে অপ্পমত্তা পডিবালেধ মং জাব রাঅউলং পবিসিঅ নিক্কমামি।

উভৌ—পবিশদু লাউত্তে শামিপ্পশাদস্তং।

নাগরক: —তধা। (ইতি নিষ্ক্রান্ত:)

অনুবাদ

নাগরক—(আংটিটির ঘ্রাণ লইয়া) জানুক, মৎস্যের উদরে যে এই আংটি ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; সেইজন্য এই আমিষ গন্ধ নির্গত হইতেছে। ইহা কিরূপে এখানে আসিল তাহাই এখন চিন্তার বিষয়। এস, আমরা রাজবাড়ীতে যাই।

রক্ষিদ্বয়—চল্‌রে গাঁটকাটা চল্!

(সকলের পরিক্রমণ)

নাগরক—সূচক, যতক্ষণ না আমি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া ফিরিয়া আসি ততক্ষণ এই নগর দ্বারে (বহির্দ্বারে) সতর্কতার সঙ্গে আমার জন্য অপেক্ষা কর।

রক্ষিদ্বয়—রাজার অনুগ্রহ লাভের জন্য আপনি (প্রাসাদে) প্রবেশ করুন।

নাগরক—তাহাই হউক। (প্রস্থান)

টীকা

নাগরকের প্রথম উক্তি শৌরসেনী প্রাকৃতে রচিত। সেই জন্য 'জ' এবং 'স' এর ব্যবহার আছে।

বিস্‌সগন্ধো<বিস্রগন্ধ: (আমিষ গন্ধ)।

বিঅস্নিসিদবেবা<বি—দৃশ+তব্য—বিদ্রষ্টব্য। স্বরভক্তি—'ই'।

এধ—আ-ই+লোট্ মধ্যম পুরুষের বহুবচন—এত ;

Extension of লট্ Second person plural—এথ>এধ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে বলা হইয়াছে একবচন 'এহি' পদের সাদৃশ্যে আদি স্বরের পরিবর্ত্তন। কিন্তু 'আ' উপসর্গের সাহায্য না লইলে 'এস' এই অর্থ হয় না—এবং সাহায্য লইলে 'এ' কারের ব্যাখ্যা অতি সহজে হয়। আ+ই=এ।

গচ্ছম্হ—গম্+লট্ উত্তম পুরুষের বহুবচনে 'স্ম'। অস্ ধাতুর উত্তমপুরুষের বহুবচন 'স্ম' এখানে ক্রিয়া বিভক্তিরূপে প্রযুক্ত।

গচ্ছস্ম>গচ্ছম্হ (বিপর্য্যাস ও উষ্মবর্ণের মহাপ্রাণতা)।

গশ্চ<গচ্ছ।

গষ্ঠিশ্চেদআ—গ্রন্থিচ্ছেদক+সম্বোধনের একবচনে 'আ'

(ক) চ্ছ>শ্চ

(খ) শব্দের আদিতে র-ফলা লুপ্ত

(গ) থ>ঠ (মূর্দ্ধন্যীভবন)।

গোউরদুআরে—গোপুর দ্বারে। বহির্বাটির প্রবেশ পথে।

পডিবালেধ<প্রতিপালয়ত—লোট্ মধ্যমপুরুষ বহুবচন।

Extension of লট্ 2nd person plural 'থ'।

প্রতিপালয়থ>পডিবালেধ,

(ক) শব্দের আদিতে র-ফলা লুপ্ত

(খ) ত>ড মূর্দ্ধন্যীভবন (র-ফলার প্রভাবে)

(গ) অয়>এ

(ঘ) থ>ধ (ঘোষীভবন)।

নিক্খামি<নিষ্ক্রমামি।

ষ্ক>ক্খ; উপসর্গ আগে আছে বলিয়া স্পর্শবর্ণের মহাপ্রাণতা হয় নাই। স্পর্শবর্ণের সঙ্গে উষ্মবর্ণের সমীকরণ হইয়াছে মাত্র। তিন ব্যঞ্জনের সংযোগ হয় না—তাই র-ফলা লুপ্ত।

শামিপ্পশাদত্থং<স্বামি-প্রসাদার্থং

(ক) শব্দের আদিতে ব-ফলা লুপ্ত। স=শ (মাগধীতে)

(খ) প্র>প্প (সমীকরণ)

(গ) র্থ>স্ত (মাগধী প্রাকৃতে)

(ঘ) যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে দীর্ঘস্বরের হ্রস্বতা।

মূলপাঠ

সূচকঃ—যাণুঅ চিলাঅদি লাউত্তে।

জানুকঃ—ণং অবশলোবশপ্পণীঅখুলাআণো হোন্তি।

সূচকঃ—যাণুঅ, স্ফুলন্তি মে অগ্‌গহস্তা (ধীবরং নির্দ্দিশ্য) ইমং গণ্ঠিশ্চেদঅং বাবাদেহ্নং।

ধীবরকঃ—ণালিহদি ভাবে অকালণমালকে ভবিহ্নং।

জানুকঃ—(বিলোক্য) এশে অম্মাণং ঈশলে পত্তে গেণ্হিঅ লাঅশাশণং (ধীবরং প্রতি) তা শউলাণং মুহং পেক্কশি অধবা গিদ্ধশিআলাণং বলী ভবিশ্‌শশি।

নাগরকঃ—(প্রবিশ্য) শিগ্‌ঘং শিগ্‌ঘং এদং (ইতি অর্দ্ধোক্তে)

ধীবরকঃ—হা হদে স্মি।

(ইতি বিষাদং নাটয়তি)

অনুবাদ

সূচক—জাহুক, প্রভু বিলম্ব করিতেছেন।

জানুক—রাজাদের নিকট অবসর বুঝিয়া উপস্থিত হইতে হয়।

সূচক—জানুক, (ধীবরকে দেখাইয়া) এই গাঁটকাটাকে বধ করিবার জন্য আমার হাতের আঙ্গুল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

ধীবর—আমাকে অকারণে বধ করা আপনার উচিত নয়।

জানুক—(নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে আমাদের প্রভু রাজার আদেশ লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। (ধীবরের প্রতি) কুকুরের মুখে যাইতে হইবে (তুই কুকুরের মুখ দেখিবি) অথবা তোকে শৃগাল ও শকুনের বলি হইতে হইবে।

নাগরক—(প্রবেশ করিয়া) শীঘ্র শীঘ্র একে—(অর্দ্ধোক্তি)।

ধীবর—হায়, আমি মারা গেলাম। (বিষাদের ভাব ব্যক্ত করিল)।

টীকা

চিলাঅদি<চিরায়তে—নামধাতু।

বাবাদেহ্নং<ব্যাপাদয়িতুম্

(ক) শব্দের আদিতে য-ফলা লুপ্ত

(খ) প>ব ; ত>দ (ঘোষীভবন)

(গ) অয়>এ।

ণালিহদি<নাইতি—ন+অইতি। স্বরভক্তি 'ই' ; র>ল ; ত>দ।

ঈশলে—ঈশ্বরঃ>ইশ্ শলে>ঈশলে।

পত্তে<প্রাপ্তঃ।

শউলাণং<শকুলানাং।

পেক্খিশি<প্রেক্ষসে।

গিদ্ধশিআলাণং<গৃধ্রশৃগালানাম্।

হদেম্মি<হতঃ+অস্মি।

মূলপাঠ

নাগরকঃ—মুঞ্চেধ রে মুঞ্চেধ জালোবীবিণং। উববন্নো সে কিল অঙ্গুলীঅঅস্স আগমো। অম্‌হ-সামিণা জেব মে কধিদং।

সূচকঃ—যধা আণবেদি লাউত্তে। যমবশদিং গদুঅ পডিনিউত্তে কখু এশে।

(ইতি ধীবরং বন্ধনান্ মোচয়তি)

ধীবরকঃ—(নাগরকং প্রণম্য) ভস্টকে, তব কেলকে মম যীবিদে।

(ইতি পাদয়োঃ পততি)

নাগরকঃ—উত্থেহি উত্থেহি। এসো ভট্টিণা অঙ্গুলী অমুল্লসম্মিদো পারিদোসিও দে পসাদীকিদো। তা গেণ্‌হ এদং।

(ইতি ধীবরায় কটকং প্রযচ্ছতি)।

ধীবরকঃ—(সহর্ষং প্রতিগৃহ্য) অনুগ্‌গহিদে ম্হি।

অনুবাদ

নাগরক—ছাড়িয়া দাও, এই ধীবরকে ছাড়িয়া দাও। আঙটি প্রাপ্তির বৃত্তান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। আমার প্রভুই আমাকে বলিয়াছেন।

সূচক—প্রভু যেমন আদেশ করেন। লোকটা যমালয় হইতে ফিরিয়া আসিল।

(ধীবরকে বন্ধন মুক্ত করিল)

ধীবর—(নাগরককে প্রণাম করিয়া) প্রভু, আপনার জন্যই আমার জীবন পাইলাম।

(চরণে পতিত হইল)

নাগরক—ওঠ, ওঠ, প্রভু অনুগ্রহ করিয়া আংটির সমান মূল্যবান একটি পুরস্কার তোমাকে দিয়াছেন, তুমি ইহা গ্রহণ কর।

ধীবর—(সহর্ষে গ্রহণ করিয়া) আমি অনুগৃহীত হইলাম।

টীকা

যীবিদে<জীবিতং—মাগধী প্রাকৃতে শব্দের আদিতে 'জ'—'য' হয়। পাঠাংশে এইরূপ আরও কয়েকটি উদাহরণ রহিয়াছে—জাত্তি>যাদিং,>জাণুক যাণুঅ; প্রথমার একবচনে—'এ'।

অম্হ-সামিণা<অস্মং-স্বামিনা

অস্মং—অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপ; অস্ম>অম্হ (বিপর্য্যাস ও উষ্ম বর্ণের মহাপ্রাণতা); স্বামিনা>সামিণা—আদিতে ব-ফলার লোপ।

পডিনিউত্তে>প্রতিনিবৃত্তঃ

(ক) আদিস্থিত যুক্ত ব্যঞ্জনের ব-ফলা লুপ্ত

(খ) ত<ড মূর্দ্ধন্যীভবন

(গ) ঋ<উ; 'ব' লুপ্ত

(ঘ) প্রথমার একবচনে 'এ'।

স্মি—হদেস্মি, অণুগ্‌গহিদেস্মি—এই সকল ক্ষেত্রে 'স্মি' এই যুক্ত ব্যঞ্জনের সমীকরণজনিত পরিবর্ত্তন হয় নাই। মাগধী প্রাকৃতে সমীকরণের সূত্র সকল ক্ষেত্রেই কার্য্যকরী হয় না।

মূলপাঠ

জাণুকঃ—এশে কৃথু লঞ্‌ঞা তধা ণাম অণুগ্‌গহিদে যং শূলাদো ওদালিঅ হত্তিস্কন্ধং শমালোবিদে।

সূচকঃ—লাউত্তে, পালিদোশিএ কধেদি মহালিহলদণেণ তেণ অঙ্গুলীঅএণ শামিণো বহুমদেণ হোদব্বংতি।

নাগরকঃ—নং তস্সিং ভট্টিণো মহারিহরদণং তি ণ পরিদোসো। এত্তিকং উণ।

উভৌ—কিং ণাম—

নাগরকঃ—তকেমি তস্স দংসণেণ কো বি হিঅঅট্‌ঠিদো জনো ভট্টিণা স্তুমরীদো ত্তি। জদো তং পেক্‌খিঅ মুহুত্তঅং পইদিগম্ভীরোবি পজ্জুস্সুঅমণো আসী।

অনুবাদ

জানুক—লোকটাকে রাজা এমন ভাবে অনুগৃহীত করিলেন যেন শূল হইতে নামাইয়া তাহাকে হস্তিপৃষ্ঠে বসানো হইল।

সূচক—প্রভু, পারিতোষিক বলিয়া দিতেছে, মহামূল্য রত্নখচিত সেই আঙটি রাজার অত্যন্ত মনোনীত হইয়াছে।

নাগরক—সেই আঙটিতে মহামূল্য রত্ন আছে বলিয়াই যে রাজার পরিতোষ হইয়াছে তাহা নহে—ইহাতে আরও আছে—

রক্ষিদ্বয়—কি ব্যাপার?

নাগরক—আমার মনে হয়, সেই আঙটি দেখিয়া রাজা কোন প্রিয়জনকে স্মরণ করিয়াছেন; কারণ সেই আঙটি দেখিয়া স্বভাবতঃ গম্ভীর হইলেও তিনি মুহূর্ত্তকালের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন।

টীকা

ওদালিঅ < অবতার্য

(ক) অব > ও

(খ) স্বরভক্তি—'ই'

(গ) র > ল।

হত্থিক্কন্ধং—'ত্থ', 'ক্ক'—এই দুইটি যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে সমীকরণ হয় নাই তাহা লক্ষণীয়। মাগধী প্রাকৃতে এইরূপ হয়।

শমালোবিদে < সমারোপিতঃ।

স্তুমরিদো—স্ম+ক্ত> *স্মরিতঃ > স্তুমরিদো

(ক) স্বরভক্তি—'উ'

(খ) ত > দ

(গ) অ-কারের পরবর্ত্তী বিসর্গ > ও।

পেক্‌খিঅ—প্র—ঈক্ষ্‌+ল্যপ

প্রেক্ষ্য > পেক্‌খিঅ

(ক) শব্দের আদিতে ্র-ফলার লোপ

(খ) ক্ষ > কৃখ

(গ) স্বরভক্তি 'ই'।

মূলপাঠ

সূচকঃ—তোশিদে দাণি ভস্টা লাউত্তেণ।

জান্নুকঃ—ণং ভণামি ইমশ্‌শ মশ্চলীশত্ত ণো কিদে ত্তি।

(ইতি ধীবরম্ অসূয়য়া পশ্যতি)

ধীবরকঃ—ভস্টকা ইদো অদ্ধং তুশ্মাণং পি শূলামূল্লং ভোদু।

জান্নুকঃ—ধীবল মহত্তলে শংপদং মে পিঅবঅশ্‌শকে সংবুত্তে শি। কাদম্বলী শক্খিকে কৃখু পঢমং অস্‌মাণং শোহিদে ইশ্চীয়দি। তা শুণ্ডিকাগালং যেব গশ্চম্ম। (ইতি নিক্রান্তাঃ সর্ব্বে)

অনুবাদ

সূচক—তাহা হইলে প্রভু রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন।

জান্নুক—আমি বলিব, এই জেলের (মাছের শত্রু) জন্যই তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। (ধীবরের প্রতি ঈর্ষামিশ্রিত দৃষ্টিপাত)

ধীবর—মহাশয়গণ, এই পারিতোষিকের অর্দ্ধেক আপনাদের সুরার মূল্য হউক।

জান্নুক—ধীবর, তুমি এখন আমাদের মহৎ এবং প্রিয় বন্ধু হইলে। আমার ইচ্ছা, আমাদের এই প্রথম বন্ধুত্ব সুরা সাক্ষী করিয়া স্থাপিত হউক। সুতরাং এস, আমরা শুঁড়ির দোকানে যাই। (সকলের প্রস্থান।)

টীকা

তুস্‌মাণং—*তুস্মদ্+ষষ্ঠীর বহুবচন।

শক্খিকে—শ্রদ্ধয়া দত্তম্ ইতি শ্রদ্ধিকং Having wine as offering.

পঢ়মং < প্রথমং

(ক) শব্দের আদিতে র-ফলার লোপ

(খ) থ > ঢ় ঘোষীভবন ও মূর্দ্ধণ্যীভবন।

শোহিদে < সৌহৃদং

(ক) ঔ > ও

(খ) স > শ

(গ) ঋ > ই

(ঘ) কর্ত্তৃকারকের একবচনে 'এ'।

ইশ্চীয়দি < ইচ্ছ্যন্তে

(ক) মাগধী প্রাকৃতে চ্ছ > শ্চ

(খ) স্বরভক্তি 'ঈ'

(গ) ন্ত > ন্দ ; আত্মনেপদীর স্থানে পরস্মৈপদী বিভক্তি।

গশ্চম্ম—গম্+লট ম্ম (অস্ ধাতুর উত্তম পুরুষের বহুবচন 'স্ম' এখানে ক্রিয়াবিভক্তিরূপে প্রযুক্ত) গচ্ছম্ম > গশ্চম্ম) (চ্ছ > শ্চ)।

[তিন]

মৃচ্ছকটিকম্ (তৃতীয় অঙ্ক) ভাষা—মিশ্রমাগধী ও অপভ্রংশ

[বণিক চারুদত্তের ভৃত্য সংবাহক। চারুদত্তের আর্থিক অবস্থার যখন অবনতি হইল, তখন তাহার আশ্রয় হইতে সংবাহক চলিয়া আসিল। দুর্গত সংবাহক দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হইল—এবং এই খেলাতেই একদিন বাজী হারিয়া অর্থ দিতে না পারিয়া ছুটিয়া পলাইল।

তারপর পথের দৃশ্য। সংবাহকের পেছনে তাড়া করিয়াছে মাথুর Master of the gambling House, এবং দ্যূতকর অর্থাৎ জুয়ারী পাশা খেলায় সংবাহকের প্রতিদ্বন্দ্বী।]

সংবাহক :—হীমাণহে কট্‌ঠে এশে জুদিঅলভাবে।

ণববন্ধণ মুক্কাএ বিঅ গদ্দহীত্র
হা তাড়িদো ম্হি গদ্দহীএ
অঙ্গলাঅ মুক্কাএ বিঅ শত্তীএ
ঘড়ুক্কো বিঅ ঘাদিদো ম্হি শত্তীএ।

লেখঅ-বাবড-হিঅঅং শহিঅং দট্‌ঠূণ ঝত্তি পব্‌ভট্‌ঠে এণ্‌হিং মগ্‌গণিবডিদে কং ণু ক্খু শলণং পপজ্জে।

অনুবাদ

সংবাহক—হে মানব, দ্যূতকরের বৃত্তি সত্যই কষ্টকর। নববন্ধনমুক্ত গর্দ্দভীর মত আমিও অক্ষের দ্বারা তাড়িত হইয়াছি। অঙ্গরাজ কর্ণের নিক্ষিপ্ত শক্তিতে যেমন ঘটোৎকচ নিহত হইয়াছিল আমিও সেইরূপ অক্ষের দ্বারা হত হইয়াছি।

সভিককে (মাথুরকে) লেখার কাজে ব্যাপৃত দেখিয়া আমি দ্রুত পলাইয়া আসিয়াছি'। এখন পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি—কাহার আশ্রয় লইব ?

টীকা

হীমাণহে (অব্যয়) <হী মাণবে<হে মানব! ইহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত ব্যাখ্যা। (হ্রিয়ং মন্যামহে—মনে মনে লজ্জা পাইতেছি। এই প্রয়োগটি উচ্চারণ পরিবর্তনে 'হীমাণহে' হইতে পারে।)

জুদিঅলভাবে<দ্যূতকরভাবঃ। জুয়ারীর অবস্থা।

ঘডুক্কো—ঘটোৎকচঃ >ঘটুক্কও> ঘডুক্কও>ঘডুক্কো

(ক) ও>উ (Contraction)

(খ) ট>ড (Voicing)

(গ) চ লোপ ; অ-কারের পর বিসর্গ>ও।

দট্‌ঠূ্ণ—দৃশ+ত্বূণ (Gerund) বৈদিক প্রত্যয়।

ঝত্তি < ঝটিতি—শ্বাসাঘাতের প্রভাবে মধ্য স্বর লোপ

—ট্‌ ও ত-এর সমীকরণ।

এণ্‌হিং < ইদানীং।

পপজ্জে < প্রপদ্যে

(ক) আদিতে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকে না, তাই র-ফলার লোপ

(খ) দ্য > জ্জ (সমীকরণ)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে ইহাকে বলা হইয়াছে 'Sanskritism'—ইহার অর্থ বোঝা গেল না।

মূলপাঠ

তা জাব এদে সহিঅ-জুদিঅলা অণ্ণদো মং অণ্ণেশন্তি তাব হকে বিপ্পডীবেহিং পাদেহিং এদং শুণ্ণদেউলং পবিশিঅ দেবী-ভবিশ্‌শং।

(ততঃ প্রবিশতি মাথুরঃ দ্যূতকরশ্চ)

মাথুরঃ—অলে ভট্টা দশস্পুবণ্ণাহ লুক্‌ জুদকরু পপলীণু পপলীণু। তা গেহ্ন গেহ্ন, চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ—দূরা পদিট্‌ঠো' সি।

অনুবাদ

যতক্ষণ সভিক এবং দ্যূতকর আমাকে অন্যত্র খুঁজিবে—ততক্ষণ আমি বিপরীত পাদক্ষেপে ঐ শূন্য দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবী হইয়া থাকিব।

(মাথুর ও জুয়াড়ীর প্রবেশ)

মাথুর—ভদ্রমহোদয়গণ, দশটি স্বর্ণমুদ্রার জন্য আবদ্ধ ঐ দ্যূতকর পলাইতেছে—পলাইতেছে। তাহাকে ধরুন, ধরুন। (সংবাহকের প্রতি) দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমাকে দূর হইতেই দেখিতে পাইয়াছি।

টীকা

হক্কে—অহং > অহকং > অহকে > হকে > হক্কে
(ক) স্বার্থিক ক প্রত্যয়
(খ) আদিস্বর লোপ—Aphesis
(গ) মাগধী প্রাকৃতে প্রথমার একবচনে—এ
(ঘ) শ্বাসাঘাতের প্রভাবে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব।

বিপ্পডীবেহিং < বিপ্রতীপেভিঃ
(ক) প্র > প্প সমীকরণ
(খ) তী > ডী (মূর্দ্ধণ্যীভবন)
(গ) প > ব (ঘোষীভবন)
(ঘ) ভ > হ ; অ-কার ভিন্ন স্বরের পরবর্তী বিসর্গ লোপ ; লুপ্ত বিসর্গ স্থানে অনুস্বার (Compensatory Nasalisation)।

দেবীভবিশ্শং < দেবী ভবিষ্যামি
Extension of লুঙ্ (অম্) first person singular.

দশস্শুবণ্ণাহ < দশসুবর্ণস্য।
মাগধী প্রাকৃতে অ-কারান্ত শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে 'আহ' হয়।

লুদ্ধ্ < রুদ্ধঃ।

পপলীণু < প্র—প্র+লী+ক্ত।

মূলপাঠ

দ্যূতকর ঃ
জই বজ্জসি পাদালং ইন্দং শলণং চ সংপদং জাসি
সহিঅং বজ্জিঅ এক্কং রুদ্দো বি ণ রক্খিদুং তরই।

মাথুর ঃ
কহিং কহিং সুসহিঅ বিপ্পলম্ভআ
পলাসি লে ভঅপলিবেবিদঙ্গআ।

পদে পদে সমবিসমং খলন্তআ
কুলং জশং অদিকসণং কলেন্তআ।

অনুবাদ

দ্যূতকর—তুমি পাতালেই প্রবেশ কর অথবা ইন্দ্রেরই শরণ লও, একমাত্র সভিক ব্যতীত রুদ্রও তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

মাথুর—সাধু সভিককে প্রতারণা করিয়া তুমি কোথায় পালাইতেছ? ভয়ে তোমার অঙ্গ কম্পিত হইতেছে। পদে পদে সমতল ও বন্ধুর ভূমিতে তুমি স্খলিত হইতেছ এবং কুল ও যশ—উভয়ে তুমি কালিমা লেপন করিতেছ।

টীকা

বজ্জসি < ব্রজসি—আদি র-ফলার লোপ এবং শ্বাসাঘাতের প্রভাবে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব।

তরই < তরতি (is able.)

বিপ্পলম্ভআ (বিপ্রলম্ভক), পলিবেবিদঙ্গআ (পরিব্যেপিতাঙ্গক), খলন্তআ (স্খলন্তক); কলেন্তআ (করন্তক)—প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয় এবং সম্বোধনের একবচনে 'আ'।

অদিকসণং < অতিকৃষ্ণং

(ক) ত > দ (ঘোষীভবন)

(খ) ষ্ণ > স

(গ) স্বরভক্তি 'অ'।

মূলপাঠ

দ্যূতকরঃ—(পদং বীক্ষ্য) এসো বজ্জদি। ইঅং পণট্‌ঠা পদবী।

মাথুরঃ—(আলোক্য সবিতর্কম্) অলে বিপ্পদীবু পাহু। পডিমাশুণ্ণু দেউলু। (বিচিন্ত্য) ধুত্ত জূদকরু বিপ্পডীবেহিং পাদেহিং দেউলং পবোট্‌ঠা।

দ্যূতকরঃ—তা অণুসরেম্হ।

মাথুরঃ—এব্বং ভোতু।

দ্যূতকরঃ—কধং কট্‌ঠময়ী পডিমা।

মাথুরঃ—অলে ণহু ণহু শেলপডিমা (ইতিশিরশ্চালয়তি সংজ্ঞাপ্য চ) এব্বং ভোতু। এহি জূদং কিলেম্হ (ইতি বহুবিধং দ্যূতং ক্রীড়তি)

অনুবাদ

দ্যূতকর—(পায়ের চিহ্ন দেখিয়া) এই পথেই গিয়াছে। এখানে পায়ের ছাপ নষ্ট হইয়াছে।

মাথুর—(পায়ের ছাপ দেখিয়া সন্দেহের সহিত) দেখ, বিপরীত বিন্যস্ত পায়ের চিহ্ন—প্রতিমাশূন্য এই মন্দির। (চিন্তা করিয়া) ধূর্ত্ত দ্যূতকর বিপরীত পাদক্ষেপে মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে।

দ্যূতকর—তাহা হইলে ইহাকে অনুসরণ করি।

মাথুর—তাহাই হউক।

দ্যূতকর—একি, এ যে কাষ্ঠময়ী প্রতিমা!

মাথুর—আরে না, না, প্রস্তর প্রতিমা (মাথা নাড়িয়া এবং পরস্পরের প্রতি ইশারা ইঙ্গিত করিয়া) এইরূপ হোক—এস আমরা পাশা খেলি।

(নানারূপ দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করিল)

টীকা

বজ্জদি— > ব্রজতি

(ক) আদি র-ফলার লোপ

(খ) শ্বাসাঘাতের ফলে জ-কারের দ্বিত্ব

(গ) ত > দ (ঘোষীভবন)।

পণট্‌ঠা > প্রনষ্টা।

বিপ্পডীবু পাহু > বিপ্রতীপঃ পাদঃ।

অণুসরেম্‌হ > অনু—সৃ + লট্ স্ম (অস্ ধাতুর উত্তম পুরুষের বহুবচন 'স্ম' এখানে ক্রিয়া বিভক্তিরূপে প্রযুক্ত—অণুসরেস্ম > অণুসরেম্‌হ।

শেলপডিমা > শৈলপ্রতিমা

'শৈল' মাগধী প্রাকৃতে 'শেল' হইবে—পাঠ্যপুস্তকে 'শইল' মুদ্রিত হইয়াছে।

কিলেম্‌হ > ক্রীড়্ + লট্ স্ম।

এব্বং > এবং। শ্বাসাঘাতের জন্য ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব।

মূলপাঠ

সংবাহকঃ—(দ্যূতেচ্ছাবিকার-সংবরণং বহুবিধং কৃত্বা স্বগতম্)

অলে কত্তাশদ্দে ণিপ্পণঅশ্শ হলই হডকং মণুশ্শশ্শ।

ঢক্কাশদ্দে বব ণলাধিবশ্শ পব্‌ভট্‌ঠলজ্জশ্শ।

জাণামি ণ কীলিশ্শং শুমেলুশিহলপডণশল্লিহং জুঅং
তহবি হু কোইলমহুলে কত্তাশদ্দে মণং হলদি।

অনুবাদ

সংবাহক—(নানাভাবে পাশা খেলার ইচ্ছা দমন করিয়া স্বগত) আরে ঢাকের শব্দ যেমন হৃতরাজ্য রাজাকে চঞ্চল করে, পাশার শব্দও সেইরূপ নির্ধন মানুষের চিত্ত হরণ করে। আমি জানি, আমি খেলিব না, কেননা পাশা খেলা সুমেরু শিখর হইতে পতনের তুল্য—তথাপি কোকিলকূজনের ন্যায় মধুর পাশার শব্দ আমার মনকে হরণ করিতেছে।

টীকা

ণিণ্ণঅশ্শ > নির্নাণকস্য Penniless।

হডকং > হৃদয়কং—স্বার্থিক 'ক')

(ক) ঋ > অ

(খ) দ > ড (মূর্দ্ধন্যীভবন)।

ব্ব > ইব আদিস্বর লোপ Aphesis.

শ্বাসাঘাতের ফলে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব।

হু < খলু ; খ্লু > ক্খু > খু > হু।

মূলপাঠ

দ্যূতকরঃ—মম পাঠে, মম পাঠে।

মাথুরঃ—ন হু ; মম পাঠে, মম পাঠে।

সংবাহকঃ—(অন্যতঃ, সহসোপসৃত্য) ণং মম পাঠে।

দ্যূতকরঃ—লদ্ধে গোহে।

মাথুরঃ—(গৃহীত্বা) অলে পেদণ্ডা! গহীদো' সি।

পঅচ্ছ তং দসসুবণ্ণং।

সংবাহকঃ—অজ্জ দইশ্শং।

মাথুরঃ—অহুণা পঅচ্ছ।

সংবাহকঃ—দইশ্শং। পশাদং কলেহি।

মাথুরঃ—অলে ণং সংপদং পঅচ্ছ।

সংবাহকঃ—শিলু পডদি।

(ইতি ভূমৌ পততি। উভৌ বহুবিধং তাড়য়তঃ)

অনুবাদ

দ্যূতকর—আমার দান, আমার দান।

মাথুর—না। না। আমার দান, আমার দান।

সংবাহক—(অন্যদিক হইতে আসিয়া) না। এটা আমার দান।

দ্যূতকর—হতভাগাটাকে ধরা গেল।

মাথুর—ওরে চুক্তি ভঙ্গকারি! এবার তোমাকে ধরিয়াছি। সেই দশটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া দাও।

সংবাহক—আজই দিব।

মাথুর—এখনই দাও।

সংবাহক—দিব। দয়া করুন।

মাথুর—আরে, না না—এখনই দাও।

সংবাহক—আমার মাথা ঘুরিতেছে (ভূমিতে পতন—উভয়ের যথেষ্ট প্রহার)।

টীকা

পাঠে—পৃষ্ঠঃ > পট্‌ঠে > পাঠে।

গোহে—গোধঃ (গোসাপ) শব্দ হইতে আগত মনে হয়। লোকের চরিত্রানুযায়ী বিভিন্ন পশুর নাম করিয়া গালি দিবার রীতি আছে।

পেদণ্ডা—অপেতদণ্ড—সম্বোধনের একবচন

> পেঅদণ্ডা (আদিস্বর লোপ ; সম্বোধনে 'আ')

> পেদণ্ডা।

পডদি < পততি

(ক) ত > ড (মূর্দ্ধন্যীভবন)

(খ) ত > দ (ঘোষীভবন)।

মূলপাঠ

মাথুরঃ—এস্ষ্ তুমং হু জূদীঅর মণ্ডলীএ বদ্ধোসি।

সংবাহকঃ—(উত্থায় সবিষাদম্) কধং জূদীঅলমণ্ডলীএ বদ্ধোম্হি। হী এশে অম্হাণং জূদীঅলাণং অলংঘণীএ শমএ। তা কুদো দইশ্শং।

মাথুরঃ—অলে গণ্ডে কুলূ কুলূ।

সংবাহকঃ—এব্বং কলেমি (দ্যূতকরম্ উপস্পৃশ্য) অদ্ধং তে দেমি অদ্ধং মে মুঞ্চদু।

দ্যূতকরঃ—এব্বং ভোহু।

সংবাহকঃ—(সভিকম্ উপগম্য) অদ্ধশ্ শ গণ্ডে কলেমি। অদ্ধং পি মে অজ্জো মুঞ্চহু।

মাথুরঃ—কো দোস্থ। এব্বং ভোহু।

সংবাহকঃ—(প্রকাশম্) অজ্জ অদ্ধে তুএ মুক্কে।

মাথুরঃ—মুক্কে।

সংবাহকঃ—(দ্যূতকরং প্রতি) অদ্ধে তুএ বি মুক্কে।

দ্যূতকরঃ—মুক্কে।

সংবাহকঃ—শংপদং গমিশ্ শং।

মাথুরঃ—পঅচ্ছ তং দশস্সুবণ্ণং কহিং। গচ্ছসি।

অনুবাদ

মাথুর—তুমি দ্যূতকর মণ্ডলীর নিয়মে আবদ্ধ!

সংবাহক—কি! আমি দ্যূতকর মণ্ডলীর নিয়মে আবদ্ধ? এই কি আমাদের দ্যূতকর মণ্ডলীর অলঙ্ঘনীয় নিয়ম? কোথা হইতে দিব?

মাথুর—তবে কিস্তিবন্দীর শর্ত্ত কর। (তবে আমার সহিত চুক্তি কর।)

সংবাহক—তাহাই করিব। (দ্যূতকরের নিকটে গিয়া) আমি অর্দ্ধেক আপনাকে দিব, বাকী অর্দ্ধেক আমাকে মার্জ্জনা করুন।

দ্যূতকর—বেশ, তাই হউক।

সংবাহক—(সভিকের নিকট গিয়া) আমি অর্দ্ধেকের জন্য জামিন দিতেছি, বাকী অর্দ্ধেক আমাকে মার্জ্জনা করুন।

মাথুর—দোষ কি? তাই হউক।

সংবাহক—(প্রকাশ্যে) মহাশয়, আপনি আপনাকে অর্দ্ধেক মাপ করিয়াছেন?

মাথুর—হাঁ, মাপ করিয়াছি।

সংবাহক—(দ্যূতকরের প্রতি) আপনিও অর্দ্ধেক মাপ করিয়াছেন—

দ্যূতকর—হাঁ, করিয়াছি।

সংবাহক—আমি তবে এখন যাই।

মাথুর—সেই দশটি স্বর্ণমুদ্রা দাও। কোথায় যাইতেছ?

টীকা

গণ্ডে—দ্বিতীয়ার বহুবচন। চুক্তি—Terms of Compromise। দ্রাবিড় ভাষায় 'গণ্ড' শব্দে ঋণ প্রত্যর্পণের শর্ত বুঝায়।

কুলু < কুরু।

মুক্কে—মুচ + ক্ত > * মুক্ক > মুক্ত > মুক্ক।

মূলপাঠ

সংবাহকঃ—পেক্খধ পেক্খধ ভট্টালআ। হা শংপদং জ্জেব একাহ অদ্ধে গণ্ডে কড়ে, অবলাহ অদ্ধে মুক্কে। তহবি মং অবলং শংপদং জ্জেব মগ্গদি।

মাথুরঃ—(গৃহীত্বা) ধুত্তু, মাথুরু অহং ণিউণু। এথ তুএ ণ অহং ধুত্তিজ্জামি। তা পঅচ্ছ তং পেদগুআ সব্বং সুবণ্ণং শংপদং।

সংবাহকঃ—কুদো দইশ্শং?

মাথুরঃ—পিদরু বিক্কিণিজ্জ পঅচ্ছ।

সংবাহকঃ—কুদো মে পিদা?

মাথুরঃ—মাদরু বিক্কিণিজ্জ পঅচ্ছ।

সংবাহকঃ—কুদো মে মাদা?

মাথুরঃ—অপ্পাণং বিক্কিণিজ্জ পঅচ্ছ।

সংবাহকঃ—কলেধ পশাদং। ণেধ মং লাজমগ্গং।

মাথুরঃ—পসরু।

অনুবাদ

সংবাহক—ভদ্রমহোদয়গণ, দেখুন—ইহাদের একজনকে এখন অর্দ্ধেকের জন্য জামিন দেওয়া হইয়াছে, অপরজন আমাকে অর্দ্ধেক মাপ করিয়াছেন। তথাপি আমার নিকট ইনি এখনও অপরাংশ চাহিতেছেন।

মাথুর—ধূর্ত্ত, আমার নাম মাথুর এবং আমি নিপুণ (অর্থাৎ আমি নির্ব্বোধ নহি)। আমার সঙ্গে তোমার চালাকি চলিবে না। (আমি তোমার দ্বারা প্রতারিত হইব না।) ওহে চুক্তি ভঙ্গকারি—এখনই আমার সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা শোধ কর।

সংবাহক—কিরূপে দিব?

মাথুর—তোমার পিতাকে বিক্রয় করিয়া দাও।

সংবাহক—আমার পিতা কোথায়?

মাথুর—মাতাকে বিক্রয় করিয়া দাও।

সংবাহক—কোথায় আমার মাতা?

মাথুর—নিজেকে বিক্রয় করিয়া দাও।

সংবাহক—আমাকে দয়া করুন। আমাকে রাজপথে লইয়া চলুন।

মাথুর—চল।

টীকা

একাহ—এক > এক; ষষ্ঠীর একবচনে 'আহ'।

অবলাহ—অপর > অবল; ষষ্ঠীর একবচনে 'আহ'।

ধুত্তিজ্জামি—ধূর্ত্ত শব্দের নামধাতু (কর্ম্মবাচ্য)

ধূর্ত্ত—য + লট্ মি (কর্ম্মবাচ্যে কর্ত্তৃবাচ্যের ক্রিয়াবিভক্তি)

ধুত্তিজ্জামি।

পেদণ্ডআ—অপেতদণ্ডক—সম্বোধনের একবচন

(ক) আদিস্বর লোপ

(খ) সম্বোধনের একবচনে 'আ'।

নেধ—নী + লোট্ মধ্যমপুরুষের বহুবচন

Extension of লট্ মধ্যমপুরুষ বহুবচন 'থ'

> নেথ > নেধ।

মূলপাঠ

সংবাহকঃ—এব্বং ভোদু। (পরিক্রামতি) অজ্জা কিণীধ মং ইমশ্শ সহিঅশ্শ হথাদো দশেহিং শুবগ্গকেহিং। (দৃষ্ট্বা আকাশে) কিং ভণাধ কিং কলইশ্শশি ত্তি। গেহে দে কম্মকলে হুবিশ্শং। কধং, অদইঅ পডিবঅণং গদে। ভোদু, এব্বং ইমং অন্নং ভণইশ্শং। (পুনঃ তদেব পঠতি) কধং এশে বি মং অবধীলিঅ গদে। তা অজ্জ-চালুদত্তশ্শ বিহবে বিহডিদে এশে বড্ঢামি মন্দভাএ।

মাথুরঃ—ণং দেহি।

সংবাহকঃ—কুদো দইশ্শং।

(ইতি পততি, মাথুরঃ কর্ষতি)

সংবাহকঃ—অজ্জ, পলিত্তাঅধ পলিত্তাঅধ

অনুবাদ

সংবাহক—তাই হউক। (পরিক্রমণ করিয়া) ভদ্রমহোদয়গণ, দশটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে আমাকে এই সভিকের হাত হইতে ক্রয় করুন। (আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) কি বলিতেছেন? কি করিব? আপনার গৃহে ভৃত্যের কাজ করিব। কি! কোন প্রত্যুত্তর না দিয়াই চলিয়া গেল! যাহা হউক, অন্যকেও এইরূপ বলি। (পূর্ব্বের মত পাঠ করিয়া) একি, এও যে আমাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল। আর্য্য চারুদত্তের ধনসম্পদ নষ্ট হওয়ায় মন্দভাগ্য আমি এইরূপেই বাঁচিয়া রহিয়াছি!

মাথুর—দাও না।

সংবাহক—কিরূপে দিব?

(মাটিতে পড়িয়া গেল, মাথুর আকর্ষণ করিতে লাগিল)

সংবাহক—ভদ্রমহোদয়গণ, আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

টীকা

ভবিশ্শং < ভবিষ্যামি।

অদইঅ—অদত্বা।

পডিবঅণং—প্রতিবচনম্।

অবধীলিঅ < অবধীর্য্য। র > ল; স্বরভক্তি 'ই'।

বিহবে বিহডিদে—বিভবে বিঘটিতে। ভাবে সপ্তমী।

মন্দভাএ < মন্দভাগঃ— প্রথমার একবচনে 'এ'।

একাদশ অধ্যায়

অপভ্রংশ সাহিত্য

[এক]

(বিক্রমোর্ব্বশী—চতুর্থ অঙ্ক)

১। সহঅরি-দুক্খালিদ্ধঅং
সরবরম্মি সিণিদ্ধঅং
অবিরল-বাহ-জলোল্লঅং
তম্মই হংসী-জুঅলঅং।

—সহচরীর দুঃখে অভিভূত, কোমলচিত্ত হংসীযুগল অবিরল বাষ্প ধারায় আর্দ্র হইয়া এই সরোবরে বিলাপ করিতেছে।

অলিদ্ধঅং—আ-লিহ্+ক্ত স্বার্থে 'ক'—*আলিদ্ধকং (আলীঢ়কং)> আলিদ্ধঅং।

সিণিদ্ধঅং—স্নিহ্+ক্ত স্বার্থে 'ক'—স্নিগ্ধকং>সিণিদ্ধঅং(স্বরভক্তি 'ই')।

সরবরম্মি < সরোবরস্মিন্।

বাহ—বাষ্প > বাপ্ফ > বাফ > বাহ।

তম্মই—তাম্যতি। বিলাপ করিতেছে।

জুঅলঅং—যুগলকং। অপভ্রংশে স্বার্থিক (pleonastic) 'ক' প্রত্যয়ের প্রয়োগাধিক্য লক্ষণীয়।

২। চিন্তা দুম্মিঅ মাণসিআ
সহঅরী দংসণ লালসিআ
বিঅসিঅ-কমল-মণোহরএ
বিহরই হংসী সরোবএ।

—চিন্তাব্যাকুলহৃদয়া হংসী সহচরীর দর্শনে উৎসুক হইয়া বিকশিত কমল শোভিত সরোবরে ক্রীড়া করিতেছে।

দুম্মিঅ <*দুর্মিত (দুর্মনায়িত) Depressed.

দংসণ < দর্শন>দস্সণ<দংসন—Compensatory nasalisation)।

মণোহরএ < মনোহরকে (স্বার্থিক 'ক')।

৩। গহণং গইন্দণাহো
পিঅ বিরহুম্মাঅ-পঅলিঅ-বিআরো
বিসই তরু-কুসুম-কিসলঅ
ভূসিঅ-ণিঅদেহ-পব্ভারো।

—প্রিয়ার বিরহ জনিত উন্মত্ততায় মানসিক বিকার প্রকটিত করিয়া গজেন্দ্রনাথ (পুরুরবা) বৃক্ষের কুসুম ও কিশলয়ে নিজের দেহের অগ্রভাগ ভূষিত করিয়া গহন অরণ্যে প্রবেশ করিতেছেন।

পিঅ বিরহুম্মাঅ-পঅলিঅ-বিআরো < প্রিয়া-বিরহোন্মাদ-প্রকলিত-বিকারঃ।

গইন্দণাহো < গজেন্দ্রনাথঃ।

বিসই—বিশতি।

পব্ভারো < প্রাগ্ভারঃ

(ক) শব্দের আদিতে র-ফলার লোপ
(খ) গ্ভ>ব্ভ (সমীকরণ)
(গ) অ-কারের পরবর্তী বিসর্গ > ও।

৪। দইআ-রহিও অহিঅং দুহিও
বিরহাণুগও পরিমন্থরও
গিরি কাণাণএ কুসুমুজ্জলএ
গঅজূহবঈ বহুঝীণগঈ।

—দয়িতা রহিত হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিরহানুগত মন্থর গতিতে গজযূথপতি (পুরুরবা) কুসুমোজ্জ্বল গিরিকাননে অত্যন্ত ক্ষীণগতি বিশিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন।

দুহিও < দুঃখিতঃ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে 'দহিও' এই পাঠ গ্রহণ করিয়া ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হইয়াছে—দগ্ধঃ > দহিও।

গিরিকাণণএ < গিরিকাননকে (স্বার্থিক 'ক') পাঠ্যপুস্তকে 'কাণাণএ' মুদ্রিত হইয়াছে।

ঝীণগঈ < ক্ষীণগতিঃ

(ক) ক্ষীণঃ > ছীণ > ঝীণ (ঘোষীভবন)
(খ) গতিঃ > গই > গঈ।

৫। মইং জাণিঅ মিঅ-লোঅণি
ণিসঅরু কোই হরেই
জাব ণু ণবতলি সামল
ধারাহরু বরিসেই।

—আমি ভাবিয়াছিলাম (আমি জাত ছিলাম) কোন নিশাচর মৃগলোচনাকে (আমার প্রিয়া উর্বশীকে) হরণ করিতেছে। কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) আকাশে শ্যামল মেঘ বর্ষণ করিতেছে।

মইং < * ময়েন। *ময়েন > মএং > মইং।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে বলা হইয়াছে মইং < মা কিম্ Negative Particle. 'মইং' কে নিষেধার্থক অব্যয় ধরিলে বাক্যটির কোন সঙ্গত অর্থ হয় না। মৃতাং > মিতাং > মিঅং > মইং (বিপর্য্যয়)—এরূপ ব্যাখ্যাও সঙ্গত মনে হয় না।

জানিঅ < * জানিতং (জ্ঞাতং)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাখ্যাপুস্তকে বলা হইয়াছে—'জানিঅ' অসমাপিকা ক্রিয়া (Gerund)—অর্থ 'জ্ঞাত্বা'। বলা বাহুল্য, 'জ্ঞাত্বা' অর্থ ধরিলে সমগ্র বাক্যটি অর্থহীন হইয়া পড়ে।

ণিসঅরু— > নিশাচরঃ।

ধারাহরু— > ধারাধরঃ।

প্রথমার একবচনে 'ও' স্থানে 'উ' অপভ্রংশের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। নিশাচরঃ > নিশাঅরো > নিসঅরু।

৬। গন্ধুম্মাইঅ-মহুঅর গীএহিং
বজ্জন্তেহিং পরহুঅ-তুরেহিং
পসরিঅ-পবণুব্বেল্লিঅ-পল্লব-ণিঅরু
সুললিঅ-বিবিহ-পআরং ণচ্চই কপ্পঅরু।

—কল্পতরু গন্ধোন্মত্ত মধুকরের গীতের দ্বারা মুখরিত—কোকিলের কূজনরূপ তূর্য্যের দ্বারা শব্দায়মান—প্রবহমান বায়ুর দ্বারা উদ্বেলিত পল্লবে শোভিত (মনে হইতেছে) কল্পতরু বিবিধ প্রকারে নৃত্য করিতেছে।

গন্ধুম্মাইঅ মহুঅর গীএহিং < গন্ধোন্মাদিত মধুকরগীতৈঃ।

বজ্জন্তেহিং—বাদি+শতৃ—বজ্জন্ত (দ্য>জ্জ) তৃতীয়ার বহুবচনে বজ্জন্তেভিঃ > বজ্জন্তেহিং।

পসরিঅ-পবণুব্বেল্লিঅ পল্লবণিঅরু<প্রশস্তপবনোদ্বেল্লিত-পল্লবনিকরঃ।

৭। পরহুঅ মহুর-পলাবিণি কন্তি
ণন্দণবণ-সচ্ছন্দ ভমন্তি
জই তুঈং পিঅঅম মা মহ দিট্ঠী-
তা আঅক্‌খহি মহ পরপুট্ঠি।

—হে মধুর প্রলাপিনি সুন্দরী পরভৃতে, তুমি তো নন্দনবনে স্বচ্ছন্দে বিহার কর। যদি তুমি আমার প্রিয়তমাকে দেখিয়া থাক তবে হে পরভৃতে, তাহা আমাকে বল।

তুঈং—* ত্বয়েন > তুএং > তুইং > তুই (ঈ) By thee—তৃতীয়ার একবচন।

মহ < * মভ্যম্। মহ্যম্ > অপভ্রংশে 'মজ্ঝু' ও 'মহ' হয়। ব্রজবুলিতে 'মঝু'।

৮। হউ পঈং পুচ্ছিমি অক্‌খহি গঅবরু
ললিঅ-পহারে ণাসিঅ-তরুবরু
দূরবিণিজ্জিঅ-ससহর কন্তী
দিট্‌ঠী পিঅ-পঈং সম্মুহ জন্তী।

—হে গজবর, তুমি মৃদু প্রহারে বিশাল তরু ভূপাতিত কর—আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—আমার যে প্রিয়া চন্দ্রের কান্তিকেও জয় করিয়াছেন সেই পতিব্রতাকে কি তুমি সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়াছ?

হউ—অহকে > হগে > হএ > হউ (উ)।

পঈং—ত্বয়া > * ত্বপয়া > পএ > প-ই (ঈ)। * ত্বয়েন > * ত্বপয়েন > প-এং > পই (ঈং) কর্মকারকে তৃতীয়ার একবচন।

পিঅপঈ— < প্রিয়পতিম্। প্রিয়পতীং—প্রিয়ঃ পতিঃ যস্যা তাম্।

[দুই]

সরহ দোহাকোষ (ভাষা অবহট্‌ঠ)

১। সহজ ছড্ডি জো নিব্বাণ ভাবিউ
ণউ পরমথ এক্ক তেং সাহিউ।
জো জসু জেণ হোই সন্তুট্‌ঠো
মোক্‌খ কি লব্‌ভই ঝাণ-পবিট্‌ঠো।

ছড্ডহু—ছর্দ্দ+লোট্‌, মধ্যম পুরুষের বহুবচন। Extension of লট্‌, second personal plural থ ; ছড্ডথ > ছড্ডহ > ছড্ডহু।

অচ্ছহু—অচ্ছ (< অস্‌)+লোট্‌ মধ্যম পুরুষের বহুবচন = অচ্ছথ > অচ্ছহ > অচ্ছহু।

পরিআনে < পরিজ্ঞানে ; অবরেং গণ্রেং < অপরেণ গণেন্যন।

৪। সো-বি পঢিজ্জই সো-বি গুণিজ্জই
সত্থ-পুরাণেং বক্‌খাণিজ্জই।
ণাহি সো দিট্‌ঠি জো তাউ ণ লক্‌খই
এক্কেং বরগুরুপাঅ পেক্‌খই।

—তাঁহাকেই পাঠ করা হয়—তাঁহাকেই প্রশংসা করা হয়। শাস্ত্র ও পুরাণে তাঁহাকেই ব্যাখ্যা করা হয়। এমন কোন দর্শন নাই যাহার মধ্যে তাঁহাকে লক্ষ্য করা যায় না। একমাত্র শ্রেষ্ঠ গুরুর পদসেবা দ্বারাই তাঁহাকে দেখা যায়।

পঢিজ্জই—পঠ্‌ কর্ম্মবাচ্যে লট্‌ তে। পঠ্যতে > পঢিয়দি > পঢিজ্জই।

বক্‌খাণিজ্জই—ব্যাখ্যান+ক্যঙ্‌ (নামধাতু) কর্ম্মবাচ্যে লট্‌ তে।

৫। জই গুরু-বুত্তউ হিঅই পইসই
ণিচ্চিঅ হত্থে ঠবিঅউ দীসই।
সরহ ভণই জগ বাহিঅ আলেং
ণিঅ সহাব ণউ লক্‌খিউ বালেং।

—যদি গুরুর উপদেশ (উক্তি) হৃদয়ে প্রবেশ করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে (সহজানন্দকে) হস্তে স্থাপিত অবস্থায় দেখা যায়। সরহ বলেন, জগৎ বৃথাই বাহিত হইতেছে। মূর্খেরাই নিজের স্বভাব লক্ষ্য করে না।

বুত্তউ—বি+উক্ত > ব্যুক্ত > বুত্ত।
প্রথমার একবচন—বুত্তউ।

ঠবিঅউ—স্থাপিতক > থবিঅঅ > ঠবিঅউ (মূর্দ্ধন্যীভবন)।

আলেং—অলীকেন। অলং (বৃথা) শব্দের বিকার বলিয়াই মনে হয়।

বালেং— > বালেন।

৬। ঝাণ-হীণ পব্‌বজ্জেং রহিঅউ
ঘরহি বসন্তেং ভজ্জেং সহিঅউ
জই ভিডি বিসঅ রমন্ত ণ মুচ্চই
সরহ ভণই পরিআণ কি মুচ্চই।